সেবা-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সেবা-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পৃথিবীতে একক মানুষের জীবন অচল। তার অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে থাকে অগণিত মানুষের সেবার উপর। শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষী, তরুলতা, বন-উপবন, নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম মায় সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি অজস্র সহস্রভাবে পোষণ যোগায় ব'লে আমরা প্রাণ-ধারণ করতে পারি। তা'হলে দেখা যায়, আমরা ক্রমাগত নেওয়ার প্রয়োজনের পাল্লার মধ্যে আছি। কিন্তু অন্যে অহেতুক কেন দেবে আমাদের? তা'ছাড়া যা'দের কাছ থেকে কোন-না-কোন প্রকার সেবা নিই, তাদেরও তো সুস্থ, দীপ্ত ও কর্ম্মক্ষম ক'রে রাখতে হবে। নইলে পাওয়ার উৎসই যে শুকিয়ে যাবে। তাই আদান-প্রদান দুই-ই চাই। সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতায় যখন আমরা পরিবেশকে দেওয়া ও পরিবেশের জন্য করার ধান্ধা বিসর্জ্জন দিয়ে পরিবেশের কাছ থেকে নেওয়ার ধান্ধায় পাগল হ'য়ে উঠি, তখনই ব্যর্থতা অব্যর্থ হ'য়ে ওঠে জীবনে। এই পুস্তকের শত-শত বাণীর মধ্য-দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর এই সমাজ-বিরোধী, বিধি ও বিজ্ঞান-বিগর্হিত সর্ব্বনাশা মনস্তত্ত্ব ও প্রলয়ঙ্কর বিপরীতবুদ্ধির নিরসন ক'রে আমাদের মধ্যে সেবা-সংক্ষুধ সুস্থ জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেয়েছেন। স্বার্থলুব্ধতার মূলে যে মৌলিক ভ্রান্তি ও মূঢ়তা ক্রিয়া করে তার নগ্নতা, কদর্য্যতা ও চরম নিরর্থকতা শাণিত জলন্ত ভাষায় অন্তর্ভেদী গূঢ় বিশ্লেষণে এমন অমোঘভাবে চিত্রিত করেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্বার্থকামনারহিত, সক্রিয় আদর্শনিষ্ঠ সেবা-প্রাণতার সর্ব্বার্থসার্থকতার কথা এমন মনোজ্ঞ ও মধুরভাবে অঙ্কিত করেছেন যে, মন স্বতঃই সেই আনন্দদীপ্ত বিশাল জীবনের আবাহনে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে এবং স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রজীবনে আবদ্ধ থেকে প'ড়ে-প'ড়ে মার খাওয়ার নির্বুদ্ধিতা চিরতরে অস্তমিত হ'য়ে যেতে চায়, একটা বিরাট্ অরুচি জন্মে ঐ আত্মক্ষয়ী চলনায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সার্থক সেবার কথাই এই পুস্তকের উপজীব্য। বর্ত্তমান গ্রন্থ নবযুগের নবীন 'সেবা-সংহিতা'-বিশেষ। বহুদেশে, বিশেষতঃ ভারত-ভূমিতে সেবার একটা সুপ্রাচীন ও সুমহান্ দর্শন ও ঐতিহ্য আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি, মনোবিজ্ঞান, সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ-কৌশল ও সার্থকতা-সাধন সম্বন্ধে এমন বিশদ কার্য্যকরী নির্দ্দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও আমরা পাই-নি। দেওঘরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যে অযুতাধিক গদ্যবাণী দিয়েছেন, তার ভিতর-থেকে ১৫৫৭ নং বাণী থেকে সুরু করে ৮৮১৭ নং পর্যন্ত বাণীর মধ্যে সেবা-সম্বন্ধীয় বাণীগুলি 'সেবা-বিধায়না'য় স্থান পেয়েছে।

দুঃখ, ব্যথা, সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, অক্ষমতা, দায়-বেদায়, বিপদ্-আপদ্, রোগ-শোক, ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-গ্লানি, অপমান, ক্লেশ ও নৈরাশ্যের গুরুভারে পীড়িত হ'য়ে তরাসে যখন আমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, বুকভাঙ্গা হ'য়ে পড়ি যখন, শঙ্কিত-কম্পিত অন্তরে অজানা আতঙ্ক ও উদ্বেগ নিয়ে বসবাস করি, মূর্ত্তিমন্ত সর্ব্বনাশের কালো করাল ছায়া যখন বার-বার ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি হানে, তখন আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করতে পারি, মানুষের সেবা-সহানুভূতি-সাহায্য-সাহস-ভরসার কী দুরন্ত প্রয়োজন আছে এই মর্ত্ত্য-জীবনে। নিজের প্রাণের এই বেদনাবোধের একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও অনুশাসন-বাণী আছে আমাদের উপর। সেটা হ'চ্ছে অন্যের ব্যথাকে নিজের ব্যথার মত বোধ ক'রে তার নিরাকরণ-প্রয়াসী হওয়া। জাগ্রত প্রহরীর মত, অনিমেষ নয়নে, স্থির-সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে, উদ্যত-কর্ম্মিষ্ঠ আগ্রহে চেয়ে থাকতে হবে যাতে একটা মানুষও আমাদের চোখের সামনে-দিয়ে বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতে না পারে। মানুষ কেন, প্রতিটি সত্তারই দাবী আছে আমাদের উপর। আমরা জন্মেছি প্রত্যেকে স্রষ্টা ও সমগ্র সৃষ্টির সেবার বিধিদত্ত দায় নিয়ে। তাই, কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না। গাছপালা-পশুপক্ষীকেও সাধ্যমত সেবা দিতে হবে, সোহাগ দিতে হবে, সুখ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে—অস্তিত্বকে অক্ষত রেখে।

এখন এই সেবা-সম্বন্ধে ভাল ক'রে বুঝতে হবে। সেবা যদি উৎস-সংন্যস্ত না হয়, ঈশ্বরমুখী না হয়, ইষ্টার্থসার্থকতায় সংহত, গ্রথিত ও অন্বিত না হয়, তবে সে-সেবায় সেব্য ও সেবক কেউই সাত্বত কল্যাণের অধিকারী

হ'তে পারে না। সেবার লক্ষ্য হ'লো সত্তার পরিপূরণ, পরিরক্ষণ, পরি-পোষণ। তাই, সর্ব্বোত্তম সেবা হ'লো মানুষের ভিতর এমনতরভাবে শ্রেয়োনিষ্ঠা চারিয়ে দেওয়া, যার মনোমোহন আকর্ষণে প্রবৃত্তিগুলি তাদের সর্ব্বনাশা কারসাজি ভুলে গিয়ে সত্তাচর্য্যায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। আর, একেই বলে ধর্ম্মদান। ফলকথা, মানুষকে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ক'রে তোলাই প্রকৃত সেবা, যা' কিনা জগৎ-কল্যাণের মূল উপাদান। সেবার পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই মুখ্য কথাটা যেন আমাদের ভুল হ'য়ে না যায়। সেবার আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন ও যোগ্যতার জাগরণ। আমাদের সেবা যদি কাউকে পঙ্গু ক'রে তোলে, তাহ'লে সে-সেবা কিন্তু ব্যর্থ। তাই, সাময়িক অভাব-প্রয়োজন দুঃখ-বেদনার নিরাকরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার শ্রেয়োনিষ্ঠা; আত্মবিশ্বাস, কৃতজ্ঞতাবোধ, দান-প্রবৃত্তি, সেবাবুদ্ধি, জন্মগত কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি জাগিয়ে তুলতে হবে আশা, ভরসা, দায়িত্ব ও সুযোগ দিয়ে। আমার সেবায় কতকগুলি মানুষ সুকেন্দ্রিক ও কৃতী হ'য়ে দাঁড়াল, ব্যথাহত জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ পেল—সেইটেই আমার সেবার সার্থকতার মানদণ্ড। আবার, মানুষকে সেবা করতে হয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা, মমতা, প্রীতি ও স্নেহ নিয়ে। আমার প্রাণ-পুরুষই প্রাণন-সম্বেগরূপে প্রতিটি সত্তায় অধিষ্ঠিত, তাই যাকেই সেবা করি, তার ভিতর-দিয়ে যে আমার প্রাণপুরুষেরই আরতি ও তৃপণযাগ অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে এই পবিত্র ও বিনীত সাত্ত্বিক সংবেদনার রেশটুকু যেন ব'য়ে চলে।

সেবার দম্ভ সেবার একটা প্রধান অন্তরায়। সেবা দিয়ে বার-বার খোঁটা দিলে, সেবিতের আত্মমর্য্যাদায় অযথা আঘাত দিতে থাকলে, কৃতজ্ঞতার বদলে অকৃতজ্ঞতাকেই উস্‌কে তোলা হয়। এ-কথার মানে এই নয় যে জন্মগত কৃতঘ্নতা ব'লে কিছু নেই এ-জগতে। তাও অপ্রতুল নয়। তেমনতর ক্ষেত্রে সেবা করতে গিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ঐ সেবাটা সপরিবেশ আমাদের অমঙ্গলের কারণ হ'য়ে না ওঠে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই যদি সেবা-সম্পোষণার একমাত্র অনুপ্রেরক ও অভিগম্য হয়, তাহ'লেই বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে সপরিবেশ মঙ্গলের অধিকারী হ'তে পারব আমরা। সেবা করতে গিয়ে স্থান, কাল, পাত্র, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন-অনুযায়ী স্বস্তি-সম্পাদনকল্পে যেখানে যে-আচরণ ও ব্যবস্থা সমীচীন তা' করতে হবে। অপ্রত্যাশী হ'য়ে হৃদয় দিলে হৃদয় পাবার সম্ভাবনাই বেশী। সর্ব্বক্ষেত্রে সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায়

রেখে চলতে হবে। সেবা করতে গিয়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহ্য, ধৈর্য্য, দুঃখবরণ, উদারতা, বদান্যতা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে আত্মরক্ষাকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। মানুষের সুখ, সাফল্য ও ঐশ্বর্য্যে সুখী হ'য়ে নির্ম্মৎসরচিত্তে তার আরোত্তর শুভ-সাধনে রত থাকতে হবে। স্বতঃ-দায়িত্বে নিত্যনবীন সাত্বত সেবা-পরিবেষণের আকুল ধান্ধা নিয়েই চলতে হবে। তাতে অজ্ঞাতে মানুষ-সম্পদ্ বেড়ে যাবে—যা কিনা জীয়ন্ত পরম ঐশ্বর্য্য মানুষের। এইতো স্বার্থ-সাধনের শিষ্ট দিব্য-বর্ত্ম। মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী-বন্ধন যাতে বাড়ে, প্রীতি-উৎসারণা যাতে অঢেল হ'য়ে ওঠে তার জন্য কত কৌশলই দেখিয়েছেন মহামঙ্গলময় দয়াল ঠাকুর আমার। এ-সবই সেবার অঙ্গীভূত। এ শুধু প্রয়োজন-পূরণ নয়, আনন্দের লীলাবিস্তার—অকারণ-পুলকে স্বর্গীয় শৌর্য্যদীপনায় কষ্ট, দুঃখ বুক পেতে নিয়ে দাবদগ্ধ পৃথিবীর বুকে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চনের নিষ্কাম সাধ ও সাধনা।

কত সূক্ষ্ম ও গভীর কথা আছে এই বইতে! তার কতটুকুই বা ভূমিকায় বলা যায়? শুধু এইটুকু বলতে পারি—এই বই বার-বার ক'রে পড়লে, কথিত নির্দ্দেশগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করলে আমরা বাঁচার মত বাঁচতে পারব, জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে আমাদের, জগতের বহু সমস্যার সমাধান হবে। আরো বলব—তীব্র তৎপরতায় তাঁর এইসব অক্ষয় অমৃত-মঞ্জুষা আবাল-বৃদ্ধ-নরনারীর হাতে পৌঁছে দেওয়াও কিন্তু আমাদের আজকের দিনের সেবা ও সাধনার অন্যতম অপরিহার্য্য অঙ্গ। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২২শে পৌষ, সোমবার, ১৩৬৯
৭।১।১৯৬৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'সেবা-বিধায়না' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালে। তারপরেও শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বহু বাণী প্রদান করেন। তা'র সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৩০০। এর মধ্যে কর্ম্ম, ধর্ম্ম, রাজনীতি, ব্যবহার, সাধনা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের বাণী আছে। কিন্তু তৎ-তৎ প্রসঙ্গের গ্রন্থরাজি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হ'য়ে যায়। সেইজন্য অবশিষ্ট বাণী, ছড়া ও আশীর্ব্বাণীগুলিকে একত্র ক'রে শেষের দিকে 'বিবিধ সূক্ত ২য় খণ্ড' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে সেবা-বিভাগের বাণী ছিল ৭টি। ঐ ৭টি বাণীকে পৃথগ্‌ভাবে না রেখে 'সেবা বিধায়না'র দ্বিতীয় সংস্করণে ২৩১নং বাণীর পরে সংযোজিত ক'রে দেওয়া হ'ল। ফলে, ২৩২নং থেকে ক্রমিক সংখ্যাও এই সংস্করণে পরিবর্দ্ধিত হ'ল। সূচীপত্রগুলিও অনুরূপভাবে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে শব্দার্থ-সূচী যথেষ্ট না থাকায়, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে বর্ত্তমান সংস্করণে শব্দার্থের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ছিল, তাঁর কথাগুলি প্রতি ঘরে নিত্য পাঠ হোক। তাই আমাদেরও কামনা, 'সেবা-বিধায়না' পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ অবগত হোক সেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য। আর, জগৎ-ত্রাতার এই অমৃতময় বিধান অনুশীলন করার ভিতর-দিয়ে সবার মধ্যে বেড়ে উঠুক বান্ধব-বন্ধন, পারস্পরিকতা, ঘুচে যাক্ দারিদ্র্যব্যাধি, স্বস্তি ও শান্তির মলয় হাওয়ায় হিল্লোলিত হ'য়ে উঠুক সমাজ-সংসার।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সেবা
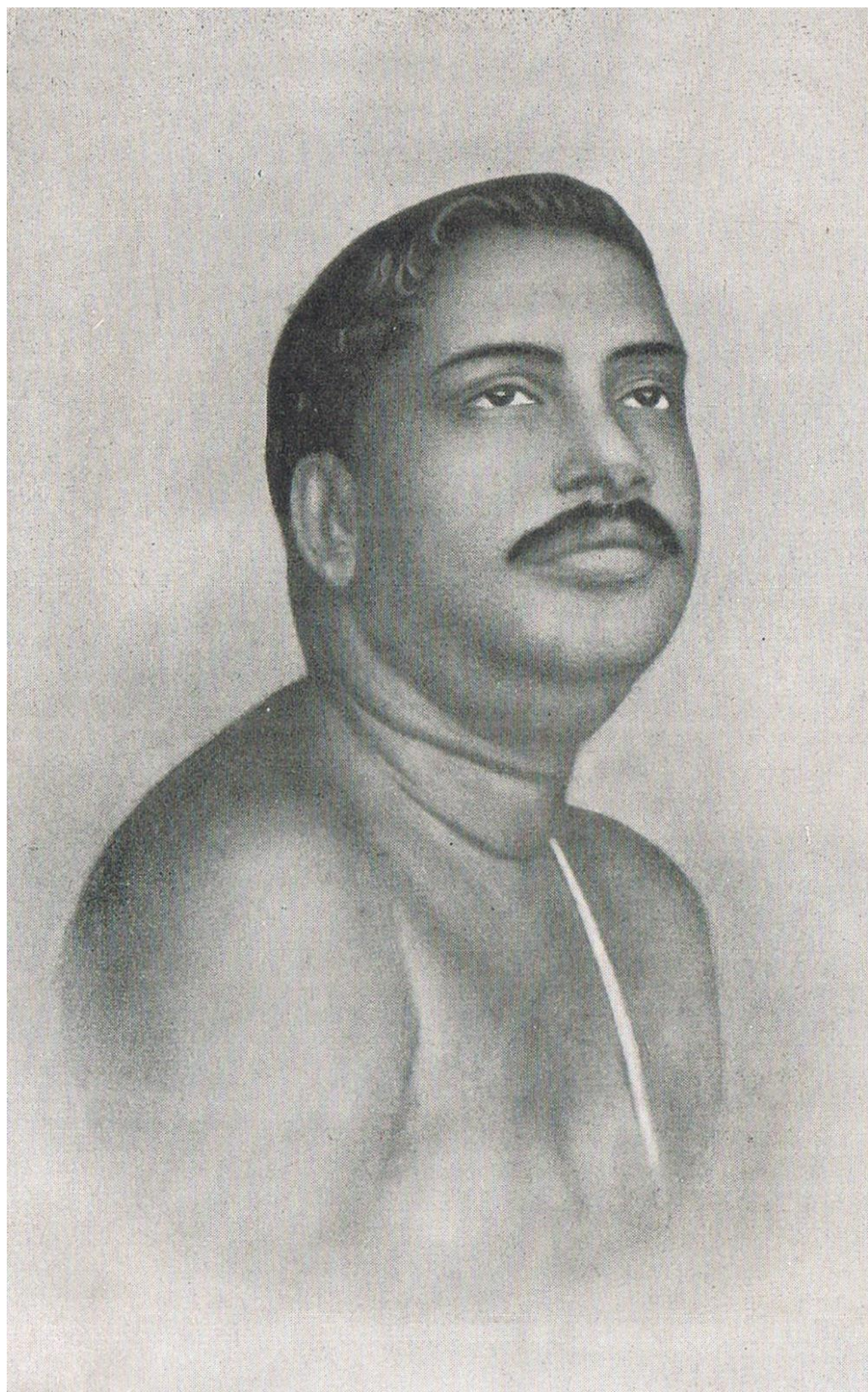
সেবা কর,
সম্বর্দ্ধনা আসবেই ।১।

স্বস্থ হও, তৃপ্তি দাও,
তৃপ্তি পাবে অনেক ।২।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সেবা কর,
সম্পদ্‌লুব্ধ হ'তে যেও না ।৩।

শ্রদ্ধোৎফুল্ল অনুচর্য্যা
মানুষকে শ্রদ্ধায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ।৪।

উপচয়ী অনুচর্য্যানিরত থাক—
প্রাপ্তিও উপচয়ী হ'য়ে চলুক ।৫।

প্রত্যাশাপীড়িত না হ'য়ে
শুভেচ্ছাপূর্ণ ইষ্টানুগ সক্রিয় সেবাই হ'চ্ছে
সংহতির আগমনী ।৬।

বিপন্নকে আশ্রয় দিও—
দায়িত্বশীল অনুকম্পায়,
ঈশ্বরে স্পর্শলাভ করবে তা' ।৭।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিও,
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিও—
তা'র বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদাকে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে ;
ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে তা' । ৮ ।

খয়রাতি অবদানে
জীবনের চাইতে জলুস বেশী,
আর, অর্ঘ্য-অবদানে
জীবন বেশী,
আর, জলুসও তা'র জীবন্ত । ৯ ।

সুকেন্দ্রিক, সুতপাঃ
আত্মবিনায়নী বিনীত অনুচর্য্যা
মানুষের ধীকে পরিপুষ্ট ক'রে
বর্দ্ধনায় বিধৃত ক'রে তোলে । ১০ ।

তাঁ'কে তুমি অকিঞ্চন-তৎপরতায়
যেমনতর সেবায় অভিনন্দিত ক'রবে,
তোমার স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনাও
গুণায়িত পর্য্যায়ে
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে । ১১ ।

যতক্ষণ তোমার ইষ্টনিষ্ঠা
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে না উঠছে—
কৃতি-সন্দীপনায়,
সাত্বত প্রবর্দ্ধনাও তোমা হ'তে
ততক্ষণ দূরে । ১২ ।

তোমার স্বার্থ যিনি—
আর, তাঁ'র স্বার্থ-প্রণোদী যে বা যা'রা—
এই উভয়ের স্বার্থ-পরিচর্য্যায়
শ্রমসুখ-সেবানিরত থেকে
তা'দের উপচয়ে উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
যতই চলতে পারবে,—
তুমিও উপচয়ী হ'তে থাকবে ততই । ১৩ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ লোকপোষক হও,
স্বার্থগৃধ্নু শোষক হ'তে যেও না,
আর, ঐ ইষ্টার্থী লোকপোষণ-প্রসাদই
তোমার বিত্ত ও সম্পদ্ হ'য়ে উঠুক,
নন্দিত হ'য়েই চলবে । ১৪ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
আশ্রিতের অনুবেদনা নিয়ে চল,
করও তেমনি—
আশ্রয়কে যেমন ক'রে যত্ন করতে হয়—
তেমনতর—
হামবড়াইয়ের তোয়াক্কা না রেখে ;
ঘরে-ঘরে তোমার আশ্রয় দেখতে পাবে—
উন্নতিকে অবাধ ক'রে । ১৫ ।

তুমি তোমার প্রভুকে উপচয়ী ক'রে তোল—
তঁদনুধ্যায়ী অন্তর্নিহিত জীবন-সম্বেগ নিয়ে—
তাঁ'রই জন্য ;
আর, প্রভুকে উপচয়ী করা মানেই হ'চ্ছে—

তুমি প্রভুতে অজচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম-প্রভু । ১৬ ।

কেউ যদি ঈশ্বর বা প্রিয়পরমের জন্য
তোমার কাছে কিছু চায়,
শ্রদ্ধায় তা' দিও,
কারণ, সে তোমার জীবন-পুষ্টির
পরম পাথেয় । ১৭ ।

তুমি যাঁ'তে প্রীণন-প্রলুব্ধ,
যাঁ'র সাহচর্য্যে জীবন
পরিস্ফুরিত হয়,
পরিতর্পিত হয়,—
তিনিই তোমার প্রিয়, প্রেয় বা শ্রেয়,
শত সংঘাত সত্ত্বেও
নিরন্তরতা নিয়ে
তাঁ'রই সেবাদীপ্ত থেকো । ১৮ ।

আচার্য্যের কাছে নেবে অনুশাসন-বার্ত্তা,
অনুশীলনের শুভ সন্দেশ,
আর, দেবে তোমার কৃতি-অর্জ্জনার বাস্তব-অর্ঘ্য,
যা' তোমার জীবনে
কুশলস্ফূর্ত্ত যোগ্যতার
দীপ্ত আহরণ । ১৯ ।

যেখানেই থাক না, যা'ই কেন কর না—
সব সময়েই প্রত্যাশা যেন থাকে

লোকের স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা,
আর, চ'লোও তেমনি ক'রে,
তোমার সেবাকে যদি বিক্রয় করতে চাও—
ঐ মূল্যেই তা' ক'রো
ইষ্টানুগ কেন্দ্রিকতা নিয়ে । ২০ ।

আসঙ্গলিপ্সু অনুচর্য্যা
যেমনতর শিথিল বা সবল,
প্রীতিও তেমনি মূক বা মুখর,
ক্রিয়া-তৎপরতাও তেমনি দুর্ব্বল
বা দুর্নিবার । ২১ ।

যা'রা প্রিয়পরম-অনুগতি-সম্পন্ন,
তঁদনুশাসিত যা'রা,
তা'দের যদি কেউ প্রীতির সহিত
একটু জলও খেতে দেয়,
তা'রও পুরস্কার হ'তে
সে বঞ্চিত হবে না । ২২ ।

তুমি আপূরিত হও—
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে,
আর, তোমার স্বার্থ হো'ক লোকপোষণা ;
আর, আত্মপোষণী যা'-কিছু পাও,
নিছকভাবে জেনো—
সেগুলি বিহিত-সেবনার
অনুগ্রহ-অবদান । ২৩ ।

যদি সুখী হ'তে চাও,
মানুষকে স্বস্তি দাও—
শুভ নিয়ন্ত্রণে,
প্রবৃত্তির দাস হ'তে যেও না,
সত্তাচর্য্যী হও । ২৪ ।

সুযোগ পেলেই মহাজনের সেবা কর—
একদম স্বার্থপ্রত্যাশা-রহিত হ'য়ে,
ঐ সুযোগ ভাগ্যকে
সৌভাগ্য-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে । ২৫ ।

যা'ই হও আর যেমনই হও,—
সুবিধা পেলে
মহাপুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করবেই কি করবে,
মহৎ চলনার ছিটেফোঁটায়ও
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
সৌভাগ্য সুদীপ্ত হবেই কি হবে । ২৬ ।

কৃতীর প্রতি দায়িত্বশীল
অনুসেবনী কর্ত্তব্যপরায়ণতা
মানুষকে যোগ্যতায়
কৃতীই ক'রে তোলে । ২৭ ।

তোমার পা-দুটোকে
খোঁড়া ক'রে ফেল' না,
তাহ'লে ভারাক্রান্তের বোঝা
কী-ক'রে বইবে ? ২৮ ।

তোমার সম্পদ্ নিহিত আছে
কোথায় তা' জান ?
মানুষকে সক্রিয় সেবায়
উপচয়ী ক'রে তুলে
বাস্তবে সার্থক ক'রে তোলায়
ইষ্টে বা ঈশ্বরে—
বিপাক ও বিধ্বস্তিকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তি ও শান্তিজলে অভিষিক্ত ক'রে
তা'কে ।২৯।

সশ্রদ্ধ বা স্নেহল সহানুভবতায়
না-চাইতেই তোমার পরিবেশের
কাউকে-না-কাউকে
নিজের যোগ্যতায় যা' সম্ভব
তা'র কিছু-না-কিছু মাঝে-মাঝে দিওই,
সহানুভবতা, দয়া, দাক্ষিণ্য
তোমাকে মাঝে-মাঝে অভিনন্দিত করবে
সহৃদয়ী সৌজন্যে—
আপ্যায়িত হবে তুমি ।৩০।

শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ অভিদীপনায়
দশজনের সাহায্য যা'রা করে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমার অনুবেদন-অনুকম্পা নিয়ে
তা'দিগকে সাহায্য ক'রো
শ্রদ্ধাবনত সম্ভ্রমাত্মক অন্তরে ;
পরে, আর যা'কে যেমন পার ক'রো ।৩১।

তুমি মানুষের ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে
সুসংক্রমণী তৎপরতায়
তা'কে স্বস্তির অধিকারী
ক'রে তুলতে পারবে যতই,—
ঐশ্বর্য্যও তোমাকে সেবা করবে তেমনি । ৩২ ।

সব সময়ই
স্বস্তি ও শান্তি-প্রচেষ্ট হ'য়েই চ'লো—
একটা তীক্ষ্ণ সুযুক্ত
সার্থক বাস্তব সঙ্গতি-শালিত্যে,
দক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে । ৩৩ ।

সব সময়ই স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা-প্রয়াসী
হ'য়ে থেকো,
পরের স্বার্থকে ব্যর্থ ক'রে
নিজের স্বার্থকে সুদৃঢ় ক'রে রেখো না,
তাই ব'লে, অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিকে
অবাধ ক'রে রাখতে
ভুলে যেও না । ৩৪ ।

যে
যে-অবস্থায় পড়ুক না কেন,
সে যেন তোমার নিকট
সাহায্য পায়, স্বস্তি পায় ;
তোমার দক্ষ প্রস্তুতি
একটুও যেন ম্লান না হয় কখনও । ৩৫ ।

ব্যাধিগ্রস্ত যে—
শক্তি-সঞ্চারণায়
তা'র স্বস্থি-সম্পাদনাই
বৈদ্যের জীবিকা-ধর্ম্ম,
রোগীর আরোগ্যই তা'দের অর্থ । ৩৬ ।

অশক্ত যা'রা,
তা'দের সক্ষম করার অনুচর্য্যা নিয়ে যা'রা চলে—
পথের জঞ্জালগুলিকে বিনায়িত ক'রে,—
ঈশ্বর তা'দিগকে আশীর্ব্বাদ করেন—
ধারণ-পালনী অনুশাসনে সুদক্ষ ক'রে । ৩৭ ।

দুর্দ্দশা-মর্দ্দিত যা'রা,
দরদী দায়িত্বশীল অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে প্রস্বস্তির অধিকারী ক'রে তোল ;
প্রবর্দ্ধনা তোমাকে
ঈশ্বর-আশিসে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে । ৩৮ ।

অসমর্থ না হ'লে সেবা নিতে যেও না,
সেবা-নেওয়া অভ্যাস
তোমাকে অশক্ত ক'রে ফেলবে কিন্তু,
যত পার সেবা দিও—
নিতে যেও না । ৩৯ ।

তোমার গুরুজন যাঁ'রা
তোমার প্রতি তাঁ'দের স্নেহলচর্য্যা ছাড়া

সম্ভ্রমী সেবা বা পরিচারী ব্যবহার
তোমার পক্ষে নিতান্তই অসম্মানপ্রদ ও গর্হিত,
তাঁ'দিগকে সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
যতই ফুল্ল ক'রে তুলতে পার—
আত্মপ্রসাদ ও গৌরব তোমাকে
ততই অভিনন্দিত করবে ।৪০।

বিজ্ঞ যা'রা যেমন—
স্নায়ুও তা'দের তেমনি সাড়াপ্রবণ, সহজ-নমনীয়,
সেবানুচর্য্যায়ও তা'দের তেমনি
বোধিদীপ্ত দরদীর প্রয়োজন হয়,
নয়তো বিক্ষোভ ও বিড়ম্বনারই
সৃষ্টি হয় তা'তে ।৪১।

পরোপকার মানেই হ'চ্ছে—
যে-কোন প্রকারে
অন্যের সম্মুখীন হ'য়ে
অনুচর্য্যায় তা'র স্বস্তি-সম্পাদন করা,
যে-স্বস্তি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
অন্বয়ী তৎপরতায়;
আর, যিনি পরাৎপর,
তিনিই ঈশ্বর ।৪২।

হাত এগিয়ে দাও—
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
দরদীর মত,—
হাত পাবে—

বান্ধব-অনুশ্রয়ী সমবেদনায়—
তা' অল্পই হো'ক,
আর বিস্তরই হো'ক । ৪৩ ।

ভরসার সাথে সাহস
ও নিষ্পাদনী দায়িত্ব
যে যতটুকু বহন করে,
লোকস্বার্থীও সে ততখানি হ'য়ে ওঠে,
আর, লোকস্বার্থী যে যতটুকু
অর্জ্জন-ঐশ্বর্য্যও তা'র তেমনতরই । ৪৪ ।

যদি ভজন-নন্দনায়
অনুপ্রাণিত করতে না পার,—
ভিক্ষা নিরর্থক । ৪৫ ।

ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
লোককে ভজ,
তা'কে ভজাও,—
ভিক্ষা অজচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
ভাগ্যও প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে । ৪৬ ।

যে-ভিক্ষা মানুষকে
ভজনদীপ্ত ক'রে তোলে না—
ভৃতি-প্রেরণায়,
সে-ভিক্ষা ভিক্ষা নয়,
শুধুমাত্র যাচ্ঞা । ৪৭ ।

শ্রদ্ধোষিত স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-প্রদীপ্ত
প্রীতি-অবদান
মানুষের যোগ্যতাকে বর্দ্ধিত ক'রেই তোলে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদী অনুবেদনা নিয়ে,—
তাই. সে-দান শ্রেষ্ঠ দান ;
আর, ঐ ভিক্ষাই শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষা—
ভজনানন্দ-লসিত ।৪৮।

কা'রো কাছে
এমনতর অনুগ্রহ চেয়ো না,
যা'তে তোমাকে যে অনুগ্রহ করছে
তা'র নিগ্রহ সৃষ্টি হয়
বা অসহনীয় ক্ষতির সৃষ্টি হয়,
বা ক্ষতি বা নিগ্রহের উপকরণের
আমদানী হয়
বা তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হও ।৪৯।

চেয়ো না,
তাঁ'রই অনুচর্য্যানিরত থাক—
অনুগ আচরণ-উদ্দীপনায়,
হৃদয় দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠবে,
ভরপুর হ'য়ে থাকবে ।৫০।

যে চায়—
বঞ্চনা তা'র পিছু নিয়ে থাকে,
যে চায় না—

দেওয়ায় আপ্রাণ—
প্রাপ্তি তা'র
আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে নিয়ে আসে ।৫১।

লোকের সুবিধা-অসুবিধা
যতক্ষণ উপলব্ধি করতে পারছ না—
নিরাকরণ-প্রয়াসী হ'য়ে
সক্রিয় সেবা-সৌষ্ঠবে,
পোষণপ্রচেষ্ট হ'তে পারছ না,
তোমার আবেদন উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
এমনতরভাবে,—
তোমার যাচ্ঞা নিরর্থক হবে
প্রায়শঃই কিন্তু ।৫২।

আত্মীয়তা সেখানেই গজিয়ে ওঠে,
আপদে, বিপদে, সুখ-সম্পদে
যে এগিয়ে যায়—
প্রীণন বা নিরাকরণ-প্রয়াসে
এবং স্বার্থ ত্যাগ ক'রেও তা' করে—
সাধ্যানুপাতিক ।৫৩।

মানুষকে দাও
যা' সঙ্গতিতে কুলায়,
যোগ্যতাকে বাড়াও,
শ্রমকাতর না হ'য়ে শ্রমলিপ্সু হও,
স্বাস্থ্যকে সুস্থি-সন্দীপী ক'রে রেখে
মিতি-চলনে চল ;
এমনি ক'রেই অর্জ্জনে উচ্ছল হ'য়ে ওঠ ।৫৪।

তোমার দয়া যদি
দাম্ভিকতায় আত্মপ্রকাশ না ক'রে
বিনয়ী অনুচর্য্যায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে,—
ঐ অনুচর্য্যাই দয়াকে
শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে । ৫৫ ।

অর্থের বিনিময়ে
সব সময় সব-কিছুই
কিনতে পারা যায় না—
বিশেষতঃ অন্তঃকরণ ;
হৃদ্য অনুচর্য্যী অনুবেদনা,
অনুপোষণী সহানুভূতি,
প্রীতি-প্রসন্ন দরদী অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়েই
বরং তা' অনেকখানি পারা যায় । ৫৬ ।

তোমাকে যে খতায় না,
অন্তরাসী যে নয় তোমার প্রতি,
তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,
তোমাকে তোষণ-পোষণ ক'রে
তৃপ্তিলাভ করার প্রেরণাই যা'র নাই,—
লাখ দাও তা'কে—
সে-দেওয়ায় তা'র কিছুই ক'রে তুলতে পারবে না,
অকৃতজ্ঞ হবেই সে,
সুখী হবে না সে কখনও তোমাতে । ৫৭ ।

যা'রা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে
মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না—

প্রয়োজন-মত
সৎকার-সৌকর্য্যে অনুগমন করে না
বিহিতভাবে—
সানুকম্পী স্বতঃ-উৎসারিত সেবাপ্রাণ দায়িত্ব নিয়ে,—
তা'রা জীবনবেদীর অশ্রদ্ধায়
বিগত জীবনের অভিশাপই কুড়িয়ে নেয়.
ফলে, তমসাচ্ছন্ন মূঢ়ত্বেরই
অবস্থান হ'য়ে ওঠে তা'রা । ৫৮ ।

তুমি কা'রও অসুবিধার কারণ হ'লে না
তা'ই কিন্তু যথেষ্ট নয়,
বরং অসুবিধা ঘটতে না দেওয়া
সক্রিয় ব্যবস্থিতি নিয়ে—
পালনে, পোষণে ও পূরণে,
তা'ই হ'চ্ছে সেবা,
তা'তে সার্থকতা তোমারও,
যা'র ক'রছ তা'রও,
আশীর্ব্বাদও উদ্দীপনা-হৃষ্ট সেখানেই । ৫৯ ।

ব্যবস্থা যা'র অবস্থাকে
সাহায্য করে না,
তা' মূক ও বন্ধ্যা । ৬০ ।

ব্যস্ত প্রাণকে যদি সুস্থ ক'রতে না পার,
তবে সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত ক'রে লাভ কী ? ৬১ ।

ভজন-বিহীন ভক্তি
আর যোগ্যতাবিহীন শক্তি —
দুই-ই সমান । ৬২ ।

দয়া কর,
পালন-পরিচর্য্যায় বাঁচাও,
কিন্তু যোগ্যতায় দৈন্যগ্রস্ত ক'রে
ভুলো না কাউকে । ৬৩ ।

সানুকম্পী-স্বার্থান্বিত-দায়িত্ব-হীন অনুগ্রহ
নিগ্রহেরই অনুপোষক । ৬৪ ।

মানুষের হৃদয়-অর্জ্জন না ক'রে
অর্থোপার্জ্জনের ধান্ধা নিয়ে যত চলবে,
ততই শ্লথ-সম্পদ্ হ'য়ে উঠবে । ৬৫ ।

যা'রা সেবার অছিলায়
প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব করে—
তা'রা কিন্তু নরপিশাচ,
হৃদয়হীন তা'রা,
রৌরব-যাত্রী তা'রা । ৬৬ ।

যে-সেবা, সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার
তুষ্টি ও স্বস্তি দিতে পারে না—
অন্তরকে উচ্ছল ক'রে—
তা' কিন্তু তাৎপর্য্যহারা । ৬৭ ।

উদ্ধত অবদান যেখানে,
সেখানে তা' দৈন্যগ্রস্ত,
আর, তা' হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক । ৬৮ ।

সেবানুরত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে
যা'রা বোধি-চর্য্যা করে না,
তা'দের বোধগুলি সুসঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে কমই । ৬৯ ।

সেবা যদি তোমার দায়িত্বশীল না হয়,
ও তা' যদি তোমাকে
জাগ্রত-প্রস্তুতি-পরায়ণ ক'রে
নিষ্পন্নতায় প্রলুব্ধ ক'রে না তোলে,—
সে-সেবা জ্ঞানকে আমন্ত্রণ করবে কমই । ৭০ ।

অর্ঘ্য যেখানে
হিসাবী-চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন,
বোধনা ও আত্মপ্রসাদ
সেখানে তেমনি
দুর্ব্বল, ক্ষীয়মাণ
ও প্রসাদ-প্রেরণাহারা । ৭১ ।

মানুষকে যদি তোমার শক্তি
ও সামর্থ্য-মত
সাহায্য ও সেবা দিতে কুণ্ঠিত হও,—
সম্পদ্ তোমাকে ধিক্কার দেবে
ঠিক জেনো । ৭২ ।

দেওয়ার কথা শুনেই
আঁতকে উঠো না,

বজায় থেকে শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তরে
যা' দিতে পার তা' দিওই,
এই দানই অনুকম্পা-আকর্ষক —
পাওয়ার জননী —
দৈন্য হ'তে রেহাই পাওয়ার পথ । ৭৩ ।

না-ক'রেও যে পেতে চায়—
আত্ম-পরিপোষণায়,—
যদি পার, দিও তা'কে,
কারণ, অদূরেই না-পাওয়া
তা'র জন্য অপেক্ষা করছে । ৭৪ ।

তুমি শ্রেয়সেবা করছ—
কিন্তু দক্ষ, বিনীত, স্মিতবাচী,
শ্রেয়ার্থসন্দীপী, মনোজ্ঞ সদ্ব্যবহারসম্পন্ন নও,
ঠিক বুঝো—
তখনও তুমি আত্মম্ভরি বড়াইয়েরই পূজা ক'রছ,
শ্রেয়সেবা তখনও
সুরুই হয়নি তোমার । ৭৫ ।

মহৎ-সেবার সময় পাও না,—
তা'র মানে তোমার দর বাড়াও,
দম্ভের মোসাহেব
তোমাকে পেয়ে বসেছে —
তা' কি তুমি বুঝতে পার না ? ৭৬ ।

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে
মমতাপ্রদীপ্ত না হ'য়ে

করার অহঙ্কার নিয়ে যা'রা করতে চায়—
সেবানুচর্য্যী আস্ফালনে—
স্বার্থপ্রত্যাশায়—
নৈরাশ্যই হ'য়ে ওঠে তা'দের
প্রাপ্য পুরস্কার । ৭৭ ।

প্রিয়-প্রীতিকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের সুখ-প্রত্যাশায়,
বা ভাল-লাগার প্রলোভনে,
তুমি যা'কেই
অনুচর্য্যা করতে যাও না কেন,
তা'ও কিন্তু একদিন
দুঃখদই হ'য়ে উঠবে । ৭৮ ।

অপকৃষ্টদের প্রতি দয়া মানেই হ'চ্ছে—
তা'দের উৎকৃষ্ট ক'রে তোলা,
যদি ঐ দয়া
অপকর্ষকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোলে
তবে তা' গণ-বিধ্বংসীই হ'য়ে উঠবে—
তা'তে আর সন্দেহ কি ? ৭৯ ।

যোগ্যতাকে ছাপিয়ে যা'কেই যত দেবে—
অধঃপাতও
তা'র দিকে অগ্রসর হবে তেমনই,
পারলে—
নেহাৎ না হ'লেই নয়
এমনতর বজায়ী প্রয়োজনকে
ব্যাহত ক'রো না । ৮০ ।

অসৎ বা অপাত্রে দান
অসৎ, অন্যায় ও অত্যাচারকে
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
ফলে, দাতার অবদান
দাতাকে তো ম্লান ক'রে তোলেই—
পরিবেশকেও
সংক্রমণে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলে' থাকে । ৮১ ।

তুমি যদি অকপটভাবে
দায়িত্বশীল তৎপরতা নিয়ে
লোকহিতী অনুচর্য্যা হ'তে বিরত হও,
কেউ দায়িত্বশীল হ'য়ে
তোমাকে অকপটভাবে অনুচর্য্যা করবে—
তা' প্রত্যাশা করা কতখানি সমীচীন
তুমিই বুঝে দেখ । ৮২ ।

অন্যের শুভ-সম্পাদনী অনুচর্য্যায়
যা' তুমি করনি
বা করতে পার না,
অন্য হ'তে তা' পাওয়ার প্রত্যাশাও
তুমি রাখতে যেও না,
অচরিতার্থ চাহিদাই হ'চ্ছে
দুঃখের জীবন । ৮৩ ।

'আমি সুখী হলুম না'—
এই আপসোসের অন্তরালেই আছে—
তুমি কা'কেও সাময়িকভাবেই হো'ক

বা নিরন্তরভাবেই হো'ক
স্থখী বা হৃষ্ট ক'রে তোলনি,
যা'র ফলে, প্রতিক্রিয়ায়
তুমি স্বতঃই
স্থখী বা হৃষ্ট হ'য়ে উঠবে,
বা হ'য়ে চলতে থাকবে ।৮৪।

লাভের প্ররোচনায়
সেবা বা পরিচর্য্যা করাই
বণিগ্‌বৃত্তি,
আবার, বণিগ্‌বৃত্তিও
সাধুবৃত্তি হওয়া উচিত,
অর্থাৎ তা' সৎ-অনুচর্য্যী হওয়া উচিত,
সৎ-নিষ্পাদনী হওয়া উচিত ।৮৫।

স্বার্থ-প্রীতির কামুক আগ্রহ থেকে
যদি কা'রও কোন
উপকার ক'রে থাক,—
সে-উপকার ক'রেও
করা হয় না,
সে-উপকার শুভ-প্রতিক্রিয়ার
সৃষ্টি করে কমই ।৮৬।

উপকার করার সম্বেগ
আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
যখন কা'রও পালন, পোষণ ও বর্দ্ধনার
উন্নত অনুনয়নে

কার্য্যতঃ আপূরণী হ'য়ে ওঠে,
তাই-ই বাস্তব উপকার ।৮৭।

কা'র অবস্থাই বা কী,
আর প্রয়োজনই বা কী,
তা' যতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে না পারছ,
ঠিক জেনো—
তোমার অনুচর্য্যা ততক্ষণ
অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন বা অন্ধ ।৮৮।

দিয়ে
বললে ভাল হয় সেখানে—
যেখানে দান মানুষকে
দান ও অনুকম্পায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু সে-বলা যদি
গর্ব্বেপ্সা ও হীনম্মন্যতা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, মানুষকে তা' বাধ্যতায় নিবদ্ধ করতে চায়,—
তা' কিন্তু নারকীয়ই,
সেখানে বরং তোমার দক্ষিণ-হস্তের দান
বাম হস্তে জানতে না পারে তাই-ই ভাল ।৮৯।

যে প্রীতি-অবদানে খোঁটা আছে—
জব্দ করতে,
দাম্ভিকতার প্রতিষ্ঠা করতে,
সে-প্রীতি
তথাকথিত আত্মম্ভরিতার স্বার্থবুদ্ধি,
হীনম্মন্যতার জ্বলন-দীপনা ।৯০।

দাওই যদি—
অনুকম্পায় দরদী মন নিয়ে দিও,
আর, দিয়ে খোঁটা দিও না—
বিশেষতঃ দম্ভ-আঘাতে,
সে-দান কিন্তু
তোমার দৈন্যকেই আহ্বান করবে,
আর, অযথা বিরক্তি বা শত্রুতার
আমদানী করবে তা' । ৯১ ।

যা'কে কিছু দাও না,
যা'র কিছু কর না,
তোমার সেবায় আপূরিত নয় যে,—
তা'র কাছে তোমার দাবী
জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
ওরই ক্রমচলন
বিরক্তি ও বিরোধেরই আমন্ত্রক । ৯২ ।

তোমার দান যেন দুরিতকে
পরিপোষণ না করে,
সন্ধিৎসু বিচক্ষণতায়
লহমায় বুঝে
তোমার দানকে পুণ্য-পোষণী ক'রে তুলো',
মনে রেখো, ওই দানই তোমার
দুঃস্থি ও দারিদ্র্য-উচ্ছেদী বীমা । ৯৩ ।

যা'রা মানুষের অভাব-অভিযোগে
দেয় না,

আপদ-বিপদে দাঁড়ায় না,
দরদী-অনুকম্পায় অনুচর্য্যা করে না,
পরার্থে আত্মস্বার্থের এতটুকু ত্যাগ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে না,
ধড়িবাজি ছাড়া
তা'দের পাবার পন্থা কোথায় ? ৯৪ ।

স্বার্থ-পরিচর্য্যার মাধ্যমে
যা'রই অনুচর্য্যা কর না কেন—
তা'র হৃদয় স্পর্শ করা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
হৃদয়ের আদর-আকূতি নিয়ে
সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
কল্যাণ-অভিষিক্ত ক'রে তোল তা'কে,
ব্যক্তিত্বের প্রভায়
মানুষের অন্তরকে
আরতি-মুগ্ধ ক'রে তোল ;
হৃদয় দাও,
হৃদয় পাবে । ৯৫ ।

তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যই হো'ক,
সহৃদয়তাই হো'ক,
আর ঔদার্য্যই হো'ক,
যখনই দেখবে, অসৎ যা', শাতনী যা',
তা'কে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলছে,
তা' কিন্তু সদ্‌গুণ নয় ;
অসৎ-অভিভূত পরাজয়ই দুর্ব্বলতা,

তা'তে তুমি বিপাক-বিধ্বস্ত তো হবেই,
তা' ছাড়া, পরিবার-পরিবেশও
রেহাই পাবে না তা' হ'তে । ৯৬ ।

যদি সহানুভূতিপ্রবণই হও,
নিরাকরণ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বিপন্ন বা আর্ত্ত যা'রা
তা'দের জন্য তোমার সামর্থ্য-মত
যা' পার তা' কর—
তা' কাছে যেয়েই হো'ক
আর দূরে থেকেই হো'ক ;
শুধু লৌকিকতার ভান ক'রে
কর্ম্মহীন লোক-দেখানো অনুকম্পা দেখাতে যেয়ো না,
তোমার ঐ সাফাই
লোকহিতপ্রবণ নিষ্ক্রিয় দরদী অভিব্যক্তি
অন্যকেও অমনতর ক'রে তুলবে—
একটা বঞ্চনার সৌজন্যপূর্ণ তথাকথিত
লোকহিতী চালিয়াতী অভিব্যক্তিতে । ৯৭ ।

যদি নিজের ভালই চাও—
কোনপ্রকার স্বার্থ-প্রত্যাশা না রেখে
সাধ্যমত মানুষকে সেবা দাও,
যেমন পার সাহায্য কর—
ইষ্টীপূত অন্তরাসী হ'য়ে,
ইষ্টার্থ-আপূরণী অনুনয়নে,—
যা'তে তা'র পারগতা উচ্ছলই হ'য়ে চলে,
যা'তে সে দিতে পারে । ৯৮ ।

ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠাকে বিদায় দিয়ে,
পরোপকারের বাহানা নিয়ে,
যা'রা বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি-পরিষেবাকে
চারিয়ে দেয়—
নিজের বাক্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে,—
তা'রাই কিন্তু সর্ব্বনাশা বেশী সব চেয়ে,
কারণ, প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে
সত্তাশোষক গর্ব্বেপ্সার আত্মম্ভরি উত্তেজনায়
মানুষকে মূঢ়-সম্বেগী ক'রে তোলে তা'রা,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বাঁধনহারা ক'রে
সংহতিকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করে । ৯৯ ।

তুমি যদি কা'রো প্রয়োজনীয় সদ্‌বাসনাকে
অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
সক্রিয়ভাবে
যথাসময়ে আপূরিত ক'রে না তোল—
শুভ-সন্দীপনী বাক্য, ব্যবহার নিয়ে,
তুমি এমন প্রত্যাশা
অন্তরে পোষণ ক'রো না,
যে, তোমার ঈপ্সায়
কেউ অন্তরাসী হ'য়ে
অনুচর্য্যায়
আপূরিত ক'রে তুলবে তোমাকে
যথাসময়ে । ১০০ ।

যা'রা পেয়ে ধন্য না হয়,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তিতে

কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে না যা'দের—
তা'দিগকে দিয়ে
যতই ধন্য হ'তে যাবে তুমি,—
ততই কিন্তু তা'দের
দাম্ভিক ইতর বৃত্তিগুলি
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, তোমার ঐ অবদান
তোমাকেও
অপকারে জর্জ্জরিত ক'রে তুলতে পারে ;
মানুষকে স্বস্তি দাও,
কিন্তু অবিশ্বস্ততার প্রশ্রয় দিও না । ১০১ ।

প্রীতি-উৎসারণী দক্ষকুশল তৎপরতা নিয়ে
সংগ্রহ কর,
উপযুক্ত স্থলে দাও,—
বোধি-দীপ্ত দক্ষতায়
কৃতিকুশল হ'য়ে বেড়ে উঠবে,
এই অনুচর্য্যী দাক্ষিণ্য
বদান্য প্রভাবে
তোমাকে প্রভূত ক'রে তুলবে ;
স্মরণ রেখো—
অপটু বেকুব দান কাউকে
বোধিদীপ্ত দক্ষপটু ক'রে তোলে না,
বরং তা' দারিদ্র্যেরই ইন্ধন । ১০২ ।

তোমার সজীব সামর্থ্য সত্ত্বেও
অনুকম্পাহারা হ'য়ে

বিব্রতি-পীড়িত মানুষের
যাচ্ঞাকে যতই তাচ্ছিল্য করতে থাকবে—
তুমি লাখ বিব্রত হও,
মানুষের অনুকম্পা
মুখ ফিরিয়ে র'বে তোমার দিকে,
তোমাকে চাইতে হবেই মানুষের কাছে,
আর, চাইলেও পাবে না—
শুধু তা'রই রাস্তা অনাবিল ক'রে তুলছ মাত্র,
বঞ্চনার কুটিল কটাক্ষ
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেই চলতে থাকবে,
আরো, সামর্থ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে
নিজেরই যোগ্যতার অপলাপ ঘটাবে মাত্র—
এখনও সাবধান হও । ১০৩ ।

মানুষের সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
নিরত থাক,
আর, ঐ সম্বর্দ্ধনার আত্মপ্রসাদী
তৎপর অবদানে
নিজেও বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রেই বড় হও,
কা'রও ক্ষতি ক'রে
বর্দ্ধনী উপকরণ আত্মসাৎ ক'রে
নিজেকে বর্দ্ধিত ক'রতে যেও না,
তোমার সংস্থান-সম্বর্দ্ধনাও
খিন্ন হ'য়ে উঠবে তা'তে,
মুষড়ে প'ড়বে তুমি
প্রবৃত্তির খিন্নী অভিঘাতে । ১০৪ ।

তুমি যদি কা'রও প্রতি
সহানুভূতিশীল না হও,
কা'রও সৎ-সহযোগী
না হ'য়ে ওঠ বাস্তব অনুচর্য্যায়—
শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
অন্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতায়
বঞ্চিত হবে,
আর, এতে যতই
শক্ত হ'য়ে উঠবে তুমি—
প্রকৃতি তা'র পরিমার্জ্জনী
শুভ-অবদান হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে ;
দরদহীন শুষ্ক তৃণের মতন
বিপর্য্যয়ী বাত্যায়
উড়ে বেড়ান ছাড়া
তোমার পথই থাকবে না । ১০৫ ।

তুমি পোষ্য একজনের,
কিন্তু তোমার সেবা-সানুকম্পী দরদী সম্বর্দ্ধনা
অন্যের প্রতি—
এইটে যখন দেখতে পাবে,
যে-প্রবৃত্তির টানেই হো'ক,
এমনতর ঝোঁক-সন্দীপ্ত তুমি বুঝে রেখো—
দুর্ভাগ্য বিকৃত উদ্দীপনায়
বহুরূপী ঢং-এ
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে ;
পার তো সাবধান হও,

পালকের প্রতি সুনিষ্ঠ অনুরাগ রেখে
তা'কে সম্বর্দ্ধনায় উপচয়মণ্ডিত ক'রে
অন্য যা'র জন্য যত করতে পার
তা'ই কিন্তু ভাল,
নতুবা, ডাইনীর মর্ম্মন্তুদ নিবিড় আকর্ষণ হ'তে
রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা কমই । ১০৬ ।

কাউকে যদি আশ্রয় দাও,
ভরসা দাও,
তা'র দায়িত্ব গ্রহণ কর,
তা'কে দেখে-শুনেই তা' ক'রো—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
শুভ-সম্পাদনী কৃতি নিয়ে;
যা'তে তোমাকে দিয়ে সে কৃতার্থ হয়—
সব দিক্ দিয়ে,—
তা'ই করাই কিন্তু তোমার
বিশ্বস্ততার অর্থ;
যদি তা'কে ব্যর্থ কর,
ব্যর্থ হবে তুমিও । ১০৭ ।

তুমি যাঁ'র বা যাঁ'দের
আশ্রয় বা অনুগ্রহের
আওতায় থাক,
তাঁ'র অবস্থা বিবেচনা ক'রে
তাঁ'র পক্ষে কী করা সম্ভব
বা সম্ভব নয়কো—
ভেবে দেখে,

তদনুযায়ী
তোমার চাল-চলন ও চাহিদাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো ;
তাঁ'র অসুবিধা যতই সৃষ্টি করবে,
ততই তাঁ'র স্বতঃ-সন্দীপনী অনুচলনকে
খর্ব্ব ক'রে তুলবে—
অর্জ্জন-পটুত্বকে ব্যাহত ক'রে ;
ফলে, তোমার জীবন-চলনাও খর্ব্ব হ'য়ে উঠবে—
একটা ব্যত্যয়ী
বিকার-বিদ্রোহের ভিতর-দিয়ে । ১০৮ ।

আশ্রয় যে তোমার—
তা'র সাশ্রয়, সুবিধা ও নিরাপত্তা
আগে দেখবে,
তোমার বোধ, ফন্দি-ফিকির, সামর্থ্য
যেমন যা' আছে—
তা'ই দিয়ে তাকে উপচয়ী ক'রে তুলতে
যত্নবান্ থেকো,
আশ্রয়ও তোমার
সাশ্রয়কে সমুন্নত ক'রে তুলবে । ১০৯ ।

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী
অবদান-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়কে আভৃত ক'রে তুলবে যেমনতর—
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,—
তুমি ভৃতও হবে তেমনতর,
আর, ঐ ভরণের ভিতর থেকে

যে-ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে,
ভারও নিতে পারে সে তেমনি ।১১০।

অন্যের স্বার্থ-সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
তা'র সমাধানে
নিজেকে নিয়োজিত রেখে চল,
তা'দের অন্তর-তৃপণা
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
তোমাকে ভৃতি-অবদান যা' দেয়,
ধন্যবাদ-মুখর হ'য়ে তাই-ই গ্রহণ ক'রো ;
তুমি না চাইলেও
এই পথে তোমার স্বার্থ
অবাধ-অর্জ্জনী হ'য়ে চলবে,
কিন্তু স্বার্থলোলুপ চাহিদা বা প্রত্যাশার
সক্রিয় পরিকল্পনা থেকে
যথাসম্ভব দূরেই থেকো ।১১১।

আত্মপ্রসাদ-আকূতি বা আকিঞ্চন নিয়ে
যখনই তুমি কাউকে কিছু দাও,
তা'তে প্রীতি-অনুকম্পাই থাকে প্রায়শঃ,
এমনতর স্বতঃস্বেচ্ছ অবদান
মানুষকে শ্রদ্ধোষিত হৃদয়ে
উন্নীত ক'রে থাকে,
আবার, যখনই তোমার
এ-দেওয়ার পিছনে
স্বার্থানুচর্য্যী প্রত্যাশা-প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণা থাকে,
বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে—

তখনই ফেনিয়ে ফেনিয়ে
ঐ কথা ব'লবার উদ্বেগও
মুখর হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা' মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে কমই,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়াও
ঐ জাতীয় হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তির বদলে
আপসোস্‌ই মিলে থাকে প্রায়শঃ । ১১২ ।

প্রত্যাশার অধিক পাওয়া
বা যোগ্যতার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক
মানুষকে গর্ব্বদ্প্সাপূর্ণ, আসক্ত,
অলস, অসাধু ক'রে তোলে,
তাই, অপারগ যা'রা
তা'দের বরং পরিপোষণ কর,
যোগ্যতায় জীবন্ত ক'রে তোল,
তোমার পরিচর্য্যাটাই
মানুষকে যেন
অযোগ্য, অসৎ বা অসাধু ক'রে না তোলে । ১১৩ ।

তোমার সেবা যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে না উঠলো,
শ্রেয় বা ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়
সংহতই হ'য়ে না উঠলো
মানুষকে সুনিষ্ঠ ক'রে ঐ সার্থকতায়
সক্রিয় সম্বেগ-দীপনায়—
তা' কিন্তু একদিন

সর্পিল ভঙ্গীতে প্রবঞ্চিত ক'রবে তোমাকে,
ছোবলাবে তোমাকে,
হতভম্ব হ'য়ে কাউকে দোষারোপ করা ছাড়া
বা ব্যর্থতার দর্শন আওড়ান ছাড়া
সম্বল তোমার কিছুই থাকবে না,
গঠনমূলক বিজ্ঞতা
আপসোসে খাবি খেয়ে প'ড়ে থাকবে,
তাই, বিবেচনা ক'রে চ'লো । ১১৪ ।

অনুকম্পীর আশীর্ব্বাদী অবদান
যে-জন্য তুমি পা'চ্ছ—
তুষ্ট থেকে তা'তে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
সক্রিয় সেবায় তা'কে উপচয়ী ক'রে
ও হ'তে নিজের যোগ্যতা-পরিবেষণে
স্বতঃ-উচ্ছলতায় তোমার প্রাপ্তিকে
আরো করতে চেষ্টা ক'রো—
যেন অনুকম্পীকে মোচড় দিয়ে
তোমার প্রাপ্তিটাকে
বাড়িয়ে তুলতে না হয়,
তা' যদি কর—
ক্রমশঃই খোঁড়া হ'তে থাকবে,
আর, ঐ অনুকম্পী উৎসের
নিকেশে পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে,
কৃতঘ্ন হ'তে হবে তোমাকে—
বিশ্বাসঘাতী অভিযানের ভিতর-দিয়ে
আত্মঘাতী বর্ব্বরতায়,

তাই বলি,
সর্ব্বনাশকে উচ্ছল ক'রে তুলো' না ।১১৫।

সেব্যের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে
অবধায়ন ক'রে
তা' বুঝে,
যে যেমনতরভাবে নিজ কর্ম্মকে
নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পন্ন করতে পারবে—
শুভ-সম্পাদনী বাস্তবতায়,—
অনুকম্পা ও অনুভব তা'র তেমনতরই তীক্ষ্ণ,
দক্ষ, কৃতীও সে তেমনতরই ;
কবির কথায় বলা আছে—
'না বলিতে কাজ বুঝিয়া যে করে
সেই সে সেবক নাম,
সেবক হইয়া কহিলে না করে
তাহার করম বাম' ।১১৬।

দিলেই বাড়ে যোগ্যতা—
কারণ, তা'কে অর্জ্জী-সন্ধিৎসা নিয়ে চলতে হয়
ঐ প্রবৃত্তি নিয়ে বজায় থাকতে, বাড়তে,
আর, নিলেই হয় তা'র অপলাপ,
কারণ, একঘেয়ে অলস পাওয়া
মানুষকে নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলে—
সন্ধিৎসা-বুদ্ধিও অবসন্ন হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে-সঙ্গে অর্জ্জনাকূতি
অবশ ও মূঢ় হ'য়ে ওঠে,
তা'তে বজায় থাকাটাই

ক্রমে-ক্রমে দৈন্যে পরিসমাপ্ত হ'তে থাকে ;
আবার, অমিতব্যয়িতা বা উচ্ছৃঙ্খল দান
প্রতিক্রিয়ায়
অমিত বা উচ্ছৃঙ্খল দৈন্যেরই
স্রষ্টা হ'য়ে থাকে । ১১৭ ।

অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যা'কে দিতে থাকবে,
তোমার মমত্ব ক্রমশঃই সেখানে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
দেওয়াতেই মমত্ব বাড়ে,
নেওয়াতে হয় তা'র উল্টো বিক্ষেপ,
অশিষ্ট ফাঁকিবাজির উপর দাঁড়িয়ে
নেবার মনোবৃত্তিই বেড়ে যায় ;
তাই বলি—
দিও—যা' পার,
কিন্তু প্রতিগ্রহে
যথাসম্ভব সংযত থেকো,
নয়তো ঠকবে । ১১৮ ।

তুমি দান কর—
সাত্বত নিয়মনায়,—
তুমি কী পাবে,
তোমার ঐ অবদানই
তা' নির্দ্ধারণ করবে ;
অশিষ্ট অবদান
ঐশ্বর্য্যকে

অর্থাৎ অন্তঃস্থ ধারণ-পালন-সম্বেগকে
অবসাদগ্রস্তই ক'রে থাকে ।১১৯।

গ্রহণ ও আগ্রহ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত—
উপচয়ী ও চর্য্যানিরত,
আপন-করা ও আপন-হওয়ার
প্রয়াসও সেখানে
স্বতঃ ও নিয়তই প্রায়শঃ ;
আর, যেখানে তা'র ব্যতিক্রম—
অথচ প্রত্যাশালুব্ধতা
সক্রিয় হ'য়ে চ'লতে থাকে,
ক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমও সেখানে
তেমনই
চরিতার্থতাকে ব্যাহত ক'রে চলে ।১২০।

তুমি মানুষকে যত যা'ই দাও না কেন,
তা' যদি তা'র জীবনের পক্ষে
তৃপ্তিপ্রদ ও সুস্থিকর না হয়—
তা' তা'র জীবনে জীবনীয়ই হ'য়ে ওঠে না,
আর, জীবনীয় না হ'য়ে উঠলে
প্রীতিপ্রদ কী-ক'রে হবে ?
তাই, তুমি নিজে অন্যকে
তৃপ্তিপ্রদ ও সুস্থিকর ক'রে
যদি উপভোগ ক'রতে চাও—
তুমিও তা'র প্রতি
তেমনি ক'রো, হ'য়ো,
প্রত্যাশার প্রতীক্ষা
প্রায়ই বিফল হবে না ।১২১।

দান সার্থক হ'য়ে ওঠে প্রতিগ্রহে,
আবার, প্রতিগ্রহ অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
দানে,
ঐ দান-প্রতিগ্রহের
পারস্পরিক পরিচর্য্যা
জীবনকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
সম্বৃদ্ধির সমুচিত পরিবেদনায়
উৎসারিত ক'রে তোলে,
আর, এই উৎসারণা
ব্যক্তিত্বকে
ব্যাপ্তিতে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে । ১২২ ।

যা'কে তুমি কেবল দিতেই থাকবে—
তোমার পক্ষে যতখানি যা' সম্ভব,—
সে তোমাকে ভালবাসুক বা না-বাসুক,
তোমার প্রীতি
তা'র প্রতি
গজিয়ে উঠতেই থাকবে সাধারণতঃ,
সে তোমার প্রতি
কিছু না-করার দরুন
হয়তো বেদনাও পেতে হবে অনেক সময়;
সহজ-অনুকম্পী দান-প্রতিগ্রহের ভিতর-দিয়েই
পারস্পরিক সংশ্রব ও সৌজন্য
বজায় থাকে । ১২৩ ।

লোকের নিকট থেকে
কেবল নিতেই যেও না,

দিয়েও—
তা' নিজের থেকেই হো'ক,
বা অন্যের থেকেই হো'ক ;
নেবার আকাঙ্ক্ষার চাইতে
দেবার প্রয়াস যেন বেশীই থাকে,
আর, এই দেওয়া শুধু জিনিসপত্রে নয়—
বাক্য, ব্যবহার, অনুকম্পা—
সব দিক দিয়ে ;
আর, এতে কিন্তু প্রাপ্তি তোমার
সমীচীনস্রোতা হ'য়েই চলতে থাকবে । ১২৪ ।

সবাই সব সময় যে চাইতে জানে—
তা' কিন্তু নয়কো,
সত্তাসম্পোষণা বা সত্তাসংরক্ষণাকে অবজ্ঞা ক'রেও
তা'রা অনেক সময়
প্রবৃত্তি-প্রসাধনী যা' তাই-ই চেয়ে থাকে,
না-পেলে দুঃখিত হয়,
তাই, সত্তা-সম্পোষণী যা' পার তা'ই দাও,
আর, মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তোল তা'তে ;
এই যত করতে পারবে—
গণ-মঙ্গলের হোতা হ'য়ে উঠবে ততই । ১২৫ ।

তোমার সেবা
সেবিতের অন্তঃকরণে
যদি ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই না ক'রে তুলতে পারে—
উচ্ছ্বসিত রাগ-ভঙ্গিমায়,
অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়,

যোগ্যতার অভিসারণায়,—
সে-সেবা বিকৃত কিন্তু ;
অন্তঃকরণের উদ্বোধক নয়কো,
তা' কিন্তু প্রতিক্রিয়ায়
কোন সাড়াই সৃষ্টি ক'রবে কমই,
কিংবা বিপরীত-ক্রিয়াশীলও হ'তে পারে ;
ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর,
আর, তা' সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে । ১২৬ ।

যে-দেওয়া বা করায় আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না,
মর্য্যাদায় লোকচক্ষুকে আকৃষ্ট করে না,
তেমনতর দেওয়া বা করায়
অহং-উদ্দীপ্ত যা'রা—
অত্যন্ত সমীহ মনে করে ;
প্রীতি-প্রবুদ্ধ যা'রা
তা'দের সেদিকে নজরই নাই,
অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক,
সঙ্গতিতে যেমন কুলায়
বাঞ্ছিতকে
তা'ই দিয়েই তা'রা খুসি হ'তে চায়—
লোক-বাহাবার তোয়াক্কা না রেখে,
সে-দানে
আত্মপ্রতিষ্ঠ আহাম্মকী অহঙ্কার নেই,
আছে প্রিয়-পরিচর্য্যী শুভ-সংক্ষুধ অনুধ্যায়িতা,
তাই, তা'কে বলে সাত্ত্বিক দান । ১২৭ ।

তোমার অবসাদ-অবশ চিন্তাপ্রসূত
মনঃকথাকে

আমল দিতে যেও না,
বরং তা'কে সমীক্ষায়
নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাসে সত্তাপোষণী ক'রে
বা উপেক্ষা ক'রে
নন্দনাদীপ্ত শুভ যা'
তা'কে কার্য্যকরী ক'রে তোল—
হৃদ্য অনুক্রমণী উদ্গামনায়,
আশা ও বদান্য সেবা-সমীক্ষায়,
যা'তে পরিবেশ তোমার পরশে
উদ্দীপ্ত ও নন্দিত হ'য়ে
অবসাদকে এড়িয়ে
জীবন-পথে
দীপ্ত চলনে চ'লতে পারে,
আর, ঐ হ'চ্ছে
পারস্পারিক বোধায়নী সেবা ।১২৮।

তোমার প্রয়োজন
যিনি সংগ্রহশীল আপূরয়মাণ,
তাঁ'র প্রয়োজনের সাড়া পেলেই
দায়িত্ব নিয়ে
বাস্তব-করণের ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি তা' পূরণ না কর,
তাহ'লে ঠিক জেনে রেখো—
তোমার বোধি-দীপনা
বিকল বেদনা নিয়ে
দুরপনেয়-দৈন্য-দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে,

অভাব-বিদ্ধ শ্লথ ক্লৈব্য-সম্বেগই হবে
তোমার জীবনের মূলধন ;
তাই সাবধান !
জাগ্রত চিন্তাবেগ নিয়ে
তঁদাপালনী কর্ম্মকৃৎ হ'য়ে চল,
অভাব-মর্দ্দিত হবে কমই । ১২৯ ।

প্রসাদ-উদ্দীপী শুভপ্রসূ
এমনতর যা'ই কিছু
মানুষকে দাও না—
প্রাপ্তি-প্রত্যাশা রেখে দিতে যেয়ো না,
চাইলে, তা'র তৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদে
সংঘাত আসবে কিন্তু তখনই,
যদি প্রয়োজনই থাকে
সক্রিয় সুপরিচর্য্যায়
চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন ক'রে
এমনতর কিছু ক'রে
তোমার অভাব যা'
তা' জানাতে পার অন্য সময়ে,
কিন্তু তা'র যোগ্যতাকে চাপান দিয়ে
গলাটিপে নয়কো,
যদি পাও, তুমিও পেয়ে কৃতার্থ হবে,
আর, যিনি দিচ্ছেন
তিনিও আত্মপ্রসাদে
তোমাতে অনুকম্পী হ'য়ে উঠবেন । ১৩০ ।

প্রয়োজনক্লিষ্ট যা'রা,
তা'রা চাইবেই তোমার কাছে,

জোগাড়হীন, যোগ্যতাহীন যা'রা —
বাঁচার প্রয়োজনকে পূরণ ক'রে
তা'রাও কিন্তু বাঁচতে চায়
তোমারই যোগ্যতার সাহায্যে,
তাই, তোমার যোগ্যতা বা সঙ্গতি
তা'র জন্য যা' করতে পারে
তা' ক'রতে যেন ত্রুটি না করে,
সাময়িকভাবে তোমার কিছু সঙ্গতি না থাকলেও
ভরসায় উৎসাহান্বিত ক'রে
বজায়ী চলনাকে সলীল রেখে
অন্ততঃ উদ্বুদ্ধ ক'রে দিওই,
ওর সুফল
ঘুরে-ফিরে একদিন
তোমাকেও
বিবর্দ্ধনে বিবৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে । ১৩১ ।

অভাব-বিধ্বস্তকে দিও,
কিন্তু দারিদ্র্যগ্রস্ত হ'য়ো না,
উপচয়ী অর্জ্জনপটু শ্রমচর্য্যাকে
অবজ্ঞা ক'রো ন',
তা' যেন শুভদ হয়,
আবার, এও দেখো—
যা'কে দিচ্ছ,
দেওয়ার সাথে-সাথে তা'কে যেন
এমন অনুপ্রেরণা দাও—
হৃদ্য সম্ভাব্য সমীচীনতার ভিতর দিয়ে,—
যা'তে সে যোগ্যতায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে,

তবেই সে-দান
ধর্ম্মদ হ'য়ে উঠবে—
দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছে । ১৩২ ।

যা'দের তোমার অনুগ্রহ-অনুচর্য্যা হ'তে
দূরে রেখেছ,
তোমার প্রতি তা'রা কি স্বতঃ-তৎপরতায়
কৃতিমুখর অনুগ্রহ-অনুচর্য্যী হ'তে পারে ?
যদি কোথাও এমনতর দেখ,
বুঝে নিও—
তা' তা'দের প্রতি তোমার
কৃতিপ্রসন্ন অনুচর্য্যার দরুন নয়কো,
তা'দের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের আবেগে
বা প্রকৃতিগত উৎসারণায় ;
তাই, যদি না পাও,
দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই,
বরং অবসর পেলে ক'রে সার্থক হ'য়ো । ১৩৩ ।

স্বার্থ বা আত্মত্যাগের প্ররোচনা
তোমাকে উস্কে তোলে তখনই
যখনই তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
শ্রদ্ধা-আকুল অনুনয়নে
শ্রেয়কে তৃপ্ত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তোলায়
তৎপর হ'য়ে ওঠ তুমি ;
তখন ঐ শ্রেয়ই

তোমার সত্তার
একমাত্র সুখ-আকর হ'য়ে ওঠেন । ১৩৪ ।

অহঙ্কার যত রকমারিতেই
অভিব্যক্ত হো'ক না কেন,
তুমি তাঁ'র সেবক—
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
এই আত্মপ্রসাদী অহংই শ্রেয়ধর্ম্মী ;
আর, সেবা মানেই
সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী
সন্ধিৎসু বীক্ষণায়
বিহিত প্রয়োজন-পূরণে
যথাসময়ে যেমন ক'রে যা' করতে হয়
তঁদর্থে তা' করা,
আর, ঐ সেবাই লক্ষ্মী,
আর, লক্ষ্মীই শ্রী,
আর ঐ শ্রীই সার্থক হ'য়ে থাকে ঈশ্বরে । ১৩৫ ।

মনে রেখো,
সর্ব্বপ্রথমেই তুমি
তোমার ঈশপ্রবুদ্ধ, বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ ইষ্ট যিনি তাঁ'র,
দ্বিতীয়তঃ
তুমি তোমার পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ,
রাষ্ট্র ও কৃষ্টির সমর্থক যা'রা, তা'দের,
তারপর, তুমি
তোমার শ্রেয়ে আলম্বিত থেকে
সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যী অনুপ্রাণনায়

ভর-দুনিয়ার সৎসন্দীপী যা'-কিছু সবারই—
প্রতিপ্রত্যেকেরই ;
তোমার উদ্গাতিশীল জীবন-দাঁড়া
যদি সুষ্ঠু ও সংস্থ না থাকে,—
তবে তোমার বিস্তার বা বর্দ্ধনা
একটা হাস্যোদ্দীপক কথা মাত্র,
তা' একটা পচনশীল
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয় । ১৩৬ ।

মন্দির বা প্রার্থনাগৃহ যা'দের
অপরিশুদ্ধ, অব্যবস্থিত,
শ্রদ্ধা-উচ্ছল তত্ত্বাবধানহীন,
প্রীতি-পরিচর্য্যাহারা,
মন্দির-অনুচর্য্যা যা'দের
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি আদর্শে
পূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্টে,—
তা'রা যে দিক্‌হারা অধঃপাতী পন্থায় চলেছে
ঐ তা'র নিশানা,—
তা' পরিবারেই হো'ক,
সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশেই হো'ক ;
ও দেখলেই তন্মুহূর্ত্ত থেকেই
সাবধান হওয়া উচিত—
অনুরাগ-অধ্যুষিত ভাব ও চলনে
সেবাকে তেমনতরই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত—
পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার সহিত
সমবেত সংহতি নিয়ে । ১৩৭ ।

শ্রেয়ার্থী সম্বেগে
মানুষের আপদ, বিপদ, দুঃখ-দৈন্য
আঘাত-ব্যাঘাতে স্বতঃ-দায়িত্ব নিয়ে
হৃদ্য বাক্য ও ব্যবহারের সহিত
উপযুক্ত বোধি-পরিচর্য্যায়
যা'তে তা'রা নিস্তার লাভ করে
যথাসাধ্য তা' হ'তে এক পাও পিছু হ'টো না,
তোমার আওতায়, দৃষ্টিপথে
যা'র অমনতর অবস্থা দেখবে—
অমনি জাগ্রত প্রহরীর মতন
আশা ও সুস্থির অনুবেদনা নিয়ে
তা'দের সম্মুখে দাঁড়াতে কসুর ক'রো না,
বোধি ও প্রচেষ্টার সুব্যবস্থিতিতে
নিস্তার-নন্দনায়
তা'দের মুখে হাসি ফোটাও,
এই নিস্তার-প্রগতি-দীপনা
তোমাকে যোগ্যতার অভিভাষণে
আত্মপ্রসাদ-নন্দিত ক'রে তুলবে,
সুখী হবে । ১৩৮ ।

তোমার সেবা ও সরবরাহ
অন্যকে যতই
সৌন্দর্য্যতৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তুষ্টিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে পারবে,—
অন্যেও তোমাতে তত অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
তোমার সেবা বা সরবরাহকে পছন্দ ক'রে
তা'ই উপভোগ করতে চাইবে,

আর, ঐ চাওয়াই
তোমার প্রাপ্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তাই, শুভ প্রচেষ্টায়
মানুষকে শুভস্ফূর্ত্ত ক'রে তোল,
প্রতিক্রিয়ায়
শুভ পুষ্টিতেই তুমি পুরস্কৃত হ'য়ে উঠবে । ১৩৯ ।

তোমার দয়া
দয়াতেই দাঁড়িয়ে
ইষ্টানুগ অনুশাসনে
দাক্ষিণ্য-অনুচর্য্যায়
পাপের কাছে যতই ভীতিপ্রদ হ'য়ে উঠবে,
ভয়াল হ'য়ে উঠবে,—
তোমাতে তোমার দয়া
ততই এমনতর ব্যক্তিত্ব লাভ করবে
যা'র সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
কুশল-কৌশলী যোগ্যতার
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতিতে
অবনত হ'য়ে রইবে সে,
দয়াও হবে সেখানে সার্থক,
তখনই তোমার সংস্পর্শে
সাধু পাবে পরিত্রাণ,
দুষ্কৃতেরও হ'তে থাকবে অবলোপ । ১৪০ ।

রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত যা'রা—
ইষ্টানুগ প্রবুদ্ধ জীবন-প্রেরণা নিয়ে
নিরাকরণী স্বস্তি-প্রণোদনায়

তা'দিগকে তত্ত্বাবধান ও সাহায্য করতে
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না—
তোমার যোগ্যতা
যেমন যোগান দিতে পারে
তা'র একটুও ত্রুটি না ক'রে,
এই সানুকম্পী, সক্রিয়, জাগ্রত সেবা-সন্ধিৎসায়
তুমি স্বতঃই জীবন-প্রগতির
অনুশীলন-প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, ঐ-পথেই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
জীবন-অভিদীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে । ১৪১ ।

যা'রা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দেয়,
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয়,
রুগ্নকে নিরাময় করে,
দুর্ব্বলকে সাহায্যে সবল ক'রে তোলে,
শোকার্ত্তকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে সান্ত্বনায়—
সুশীল-সৌজন্যে
ইষ্টানুগ সম্বোধি-পরিচর্য্যায়,
গৃহহারা, আশ্রয়হারা অভ্যাগত যা'রা
তা'দিগকে যা'রা আশ্রয়ে সুস্থ
ও শ্রীসমন্বিত ক'রে
ধর্ম্মে অভিদীপ্ত ক'রে তোলে,
যোগ্যতার যোগ্য অনুচর্য্যায়
আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলে,

ঈশ্বরেরই সেবা করে তা'রা
প্রত্যক্ষভাবে । ১৪২ ।

কা'রো আপদে-বিপদে, ব্যাপারে-বিধানে,
সুখে-সমৃদ্ধিতে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
ইষ্টানুগ পথে শ্রদ্ধার্হ চলনে
সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা নিয়ে
শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যে-সেবা—
তা'ই কিন্তু সহযোগিতাকে স্বতঃ ক'রে তুলে'
পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে আসে—
একই মন্ত্রে
একই আকূতি নিয়ে
একই অভিপ্রায়ে
সমসার্থকতায় ;
তুমি যেই হও না কেন
স্বতঃ-প্রণোদনায় শুভেচ্ছাপ্রবণ হ'য়ে
পরিবেশে এমনতর সেবায়
বিমুখ থেকো না,
আন্তরিক গুণাবলী গুণিত হ'য়ে
ক্রমশঃই তোমাতে অভ্যস্ত পরিক্রমায়
প্রকৃত হ'য়ে উঠবে । ১৪৩ ।

আর্ত্তপ্রাণে, আর্ত্তস্বরে কেউ যখন
'দয়াল' ব'লে আর্ত্তনাদ করে,
ঠিক জেনো, সে তোমারই অন্তর্নিহিত
সত্তা-সংহিত ঈশ্বরকেই ডাকছে—

যিনি সুপ্ত হ'য়ে আছেন তোমাতে
সত্তানুস্যূত প্রবৃত্তির অনন্তশয্যায়,
সেই তোমাকেই সে ডাকছে—
তা'র আপদ-নিরাকরণের জন্য,
হাত বাড়িয়ে তুমি তা'কে কোল দেবে ব'লে,
আপদ-নিরাকরণে
তা'কে নিরাকৃত ক'রে তুলবে বলে,
ক্রূর প্রবৃত্তি-অভিভূতি এড়িয়ে
বেদনার বিক্ষুব্ধ আঘাত থেকে
বাঁচাবে ব'লে তা'কে,
মৃত্যুর কবল থেকে কেড়ে নেবে তা'কে—
তা'রই আকুল আগ্রহে ;
মুখ ফিরিয়ে থেকো না,
অবজ্ঞা-কটাক্ষে চেয়ো না তা'র দিকে,
শ্লথ, স্থবির
ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থেকো না তা'র প্রতি,
তোল, ধর, কোলে নাও,
নিরাকৃত ক'রে তোল তা'কে,—
ঈশিত্ব
নন্দিত উচ্ছ্বাসে
তোমার সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে । ১৪৪ ।

সাবধান থেকো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
লোকের কাছে বদান্য হবার আশায়
লোক দেখিয়ে
কাউকে দান করতে যেও না,

উপকারও করতে যেও না,
অযথা লোকের কাছে
ব'লেও বেড়িও না,
এমন-কি, তোমার দক্ষিণ হস্ত
মানুষের যা' উপকার করে,—
বাম হস্তও যেন তা'
জানতে না পারে,
যা' করবে—
তা' সহজ প্রাণন-উৎসারণা নিয়ে,
ভগবান্ ঈশাও
এমনতর কথাই ব'লেছেন । ১৪৫ ।

সেবা ও সঙ্গ করার লক্ষ্য
যদি তোমার জীবিকা-আহরণ
ও উপভোগের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,—
সে-সেবা বা সঙ্গ
তোমার জীবনকে কখনও
উন্নতি-অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে না,
কারণ, যা'কে সেবা ক'রছ
সে তোমার লক্ষ্য নয়কো, উপলক্ষ মাত্র,
লক্ষ্য হ'চ্ছে, জীবিকা ও উপভোগ ;
সেইজন্য তুমি
লাখ দেবতা বা মহাপুরুষের সেবা
কর না কেন,
লক্ষ্য যদি ঐ হয়—
অলক্ষ্যে ভাগ্যচক্র
তোমার উন্নতিকে অবহেলা ক'রে

দুর্ভোগমর্দ্দিত হ'য়ে চলবে,
তুমি উন্নতি-বিবর্ত্তিত হ'তে পারবে না । ১৪৬ ।

অনেক সময় মানুষ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত
আত্মম্ভরিতা নিয়ে চলে
লোকসেবার অছিলায়,
আর, তখনই দেখা যায় তা'তে
একটা লোভ-লেলিহান জেল্লা—
যা'র ফলে, লোকে মনে করে
সক্রিয় আপ্রাণ লোকসেবাব্রত নিয়েই
ইনি চলেছেন,
তা'র সাথে থাকে না
কথায়, কাজে, সেবা-সদ্‌ব্যবহারে একটা সঙ্গতি—
সত্তায় গেঁথে-ওঠা চরিত্র,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বালাই তা'তে নাই,
তাই, তা' ভঙ্গুর, বিক্ষিপ্ত,
খেয়ালী খেলার অবিমৃষ্যকারী বিভ্রমণ মাত্র ;
আসল যা'রা—
তা'র সবটার ভিতর-দিয়েই
আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করে,
আদর্শ-পুরুষের বেদীমূলে
লোকসেবা-নৈবেদ্য নিয়ে
তা'রা ঈশ্বরারাধনায় নিরত—তপঃপ্রাণ,
এই পার্থিব আবহাওয়ার ভিতরে অনুস্যূত
যে অমর আত্মিক মলয়হিল্লোল আছে—
অমর মূর্ত্তিতে তা'কে চির-বিকিরণে
চিরন্তন ক'রে রেখেই চলে তা'রা । ১৪৭ ।

আপালিত, আপোষিত
বা আপূরিত হওয়ার প্রত্যাশায়
লুব্ধ হ'য়ে
যে বা যা'রা
স্বার্থান্ধ পরিকল্পনায়
শ্রেয়চর্য্যা নিয়ে থাকে,
তা'দের আত্মনিয়মনা
স্বার্থান্ধ অনুপ্রেরণাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ শ্রেয়-পোষণ-প্রদীপনাকে
দলিত ক'রে
শোষণ-বৃত্তির কুটিল তর্পণাতেই
প্রযুক্ত হ'য়ে চলে ;
ফলে, তা'দের বোধ
শ্রেয়ানুরঞ্জনা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে ব্যর্থ ও বিপন্ন ক'রেই চলে ;
তাই, সেবাবিমুখ, সহজ-জ্ঞানহারা, কুটিল
স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতাই
হয় তা'দের ব্যক্তিত্বের পরিণতি । ১৪৮ ।

যখনই দেখছ
তোমার আপদে-বিপদে, দুঃখে-দুর্দ্দশায়
অপমানে-পীড়নে
কেউ সহানুভূতিপ্রবণ হ'য়ে
সসঙ্গতি তোমার
ঐ দুর্ভোগ-নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
সক্রিয় সহানুভূতির আবেগোচ্ছল সন্দীপনা নিয়ে

পারস্পরিক স্বতঃ-সন্দীপনায় সম্বদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে আগলে ধরছে না,
বা তুমিও কাউকে অমনতর করছ না,—
তখনই বুঝো—
তোমরা আদর্শবিহীন, অসংহত,
দৃপ্ত হৃদয়-সম্বেগ নিয়ে
ইষ্টনিবদ্ধ নওকো,
সঙ্ঘ, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি
প্রাণস্পর্শী আবেগদীপ্ত প্রীতির
কথঞ্চিৎও নেইকো তোমাদের,
তাই, লোকপ্রাণতাও নেই,
দুর্বিবপাকের ইন্ধন ছাড়া
তোমরা আর কিছুই নওকো,
অন্যের খাদ্য ও পদলেহী হওয়ার গর্বেবপ্সা ছাড়া
প্রাণবন্ত সম্বল কিছু নাই—
যা' সংহতিতে সন্দীপ্ত হ'য়ে
শক্তিতে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
স্বাধীন তোমরা কিছুতেই নও,
স্বচ্ছন্দ-চলন
তোমাদের কাছে রূপকথা মাত্র,
সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন সম্বন্ধে
সুবদ্ধ কেউই নও তোমরা,
ক্ষোভ ও আপসোস্ নিয়ে
অযথা অন্যায্যভাবে
অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হ'য়ে
জীবন-ধারণ করাই
তোমাদের অর্জ্জিত কর্ম্মের ভাগ্যলেখা,

যতক্ষণ সামলে না দাঁড়াবে—
এ বিদ্রূপ
তোমাদিগকে রেহাই দেবে না কিছুতেই,
এখনও সাবধান হও । ১৪৯ ।

মানুষের অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্টে
শুধুমাত্র অলস নজরেই
তাকিয়ে থেকো না—
তড়িতী সতর্কতায়
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
দেখ—বোঝ—ভাব,
নিরাকরণ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ
সক্রিয়, সানুকম্পী দায়িত্ব নিয়ে—
ঐ দুর্দ্দশা বা কষ্টের লাঘব
কত সত্বর কেমন ক'রে করতে পার
সেই চেষ্টায়,
অলস নজরে তাকিয়ে থাকা
বা নিরর্থক আপসোস্-বুলি আওড়ান
নিরাকরণবুদ্ধিকে হতভম্ব ক'রে তোলে,
আর, উপস্থিতবুদ্ধিকেও অসাড় ক'রে তোলে,
একটা অমানুষিক প্রাজ্ঞতায়
তা'কে অবশ হ'য়ে চলতে হয় ;
ইষ্টানুগ, সানুকম্পী, সচেষ্ট,
দায়িত্বশীল, নিরাকরণী
সেবা-অভ্যস্ততাই
মানুষকে জ্ঞানদীপ্ত ক'রে তোলে,
অন্যের প্রতি অলস অনুকম্পায়
নিজেকে অসাড় ক'রে তুলো' না । ১৫০ ।

অন্যের আপদ-বিপদ-দুর্দ্দশাকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের নিরাপত্তা নিয়ে
ব্যস্ত থাকলে যখনই—
বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ
ও জন-সংগ্রহ তোমার সামর্থ্য-মত
যতটা সম্ভব তা' দিয়ে
বিপুল পরাক্রমে
তা' নিরোধ করলে না যে-মুহূর্ত্তেই—
ঠিক জেনো, সে মুহূর্ত্তেই
তোমার দুর্দ্দশাকে আমন্ত্রণ ক'রে রাখলে,
সে যে-কোন মুহূর্ত্তেই
তোমার দরজায় হানা দিয়ে
সর্ব্বনাশ করবে তোমার ;
তাই, অন্যের দুর্দ্দশাকে
কখনও উপেক্ষা ক'রো না,
তোমার সামর্থ্যে যা' জোটে,
বুদ্ধি-বিবেচনায় যা' আসে—
তা'ই দিয়ে তা' নিরোধ ক'রো,—
স্বস্তির পথ মুক্ত থাকবে । ১৫১ ।

যা'কেই কোন রকমে বিব্রত দেখছ,
বা যে নিজের চলবার দোষেই
বিব্রত হ'য়ে পড়েছে,
তা'কে ফেলে যেও না ;
বুঝো—
ঐ বিব্রতি-বিতাড়নই তোমার সত্তাধর্ম্ম,

যত পার—
যেমন ক'রে পার—
শুভ নন্দনায়
সে যা'তে ঐ বিব্রতি হ'তে রেহাই পায়;
দরদী অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
তেমনভাবে মুক্ত ক'রে তোল তা'কে—
সতর্ক স্বস্তি-প্রসন্ন তৎপরতায়;
এই মুক্ত করবার অনুচর্য্যাই তোমাকে
ক্রমশঃই মুক্ত ক'রে তুলতে থাকবে—
বোধি-ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত যাগ-গরিমায়,
যোগ্যতার জিতি-অনুচলনে;
ঈশ্বর মুক্তির উন্মুক্ত আশ্রয়,
ধারণ-পালনী পরম উৎস । ১৫২ ।

যে-ব্যাপারেই যাও না কেন,
যে-বিষয়েই উপস্থিত থাক না কেন,—
শুধুমাত্র অলস দর্শক হ'য়ে
কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ থেকো না,
শুভ-ইচ্ছা-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তোমার পক্ষে যেখানে যা' সম্ভব
ক্ষিপ্রতার সহিত
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রো,
সাহায্য ক'রো,—
এতে তোমার উপস্থিত বুদ্ধি বেড়ে যাবে,
স্নায়ুগুলিও সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
শরীরও তা'তে তৎপর থাকবে;
অলস দর্শকের বোধিও

বিবশ হ'য়েই থাকে,
ধারণায়ও
তা'র কোন বাস্তব অনুবেদনা থাকে না,
ক্লীব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
ক্লীব ধীই
ক্লৈব্য-অনুগতি নিয়ে
চলাফেরা করে সেখানে,
বিভূতি-বিভবের
অধিকারী হয় সে কমই । ১৫৩ ।

তোমার ঈশ্বর-আনতি-অনুরঞ্জিত অনুচর্য্যা
ভজন-দীপনায়
লোক-সেবা-নিরতি নিয়ে
তা'দের বর্দ্ধনাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে যতই—
যোগ্য অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য আপ্যায়নায়
তা'দিগকে শুভ-প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে,—
তোমার ভিক্ষাও ততই
সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' সার্থকতা লাভ করবে—
ঐ ঈশ্বর অনুবেদনী-অনুচর্য্যায়,
তোমার সত্তার পালনপোষণী পরিচর্য্যাকে
স্বতঃ ক'রে তুলে,
অভাব
বিভবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার স্বভাবকে স্মিত ক'রে তুলবে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে ;

না ক'রে
ভাঁড়িয়ে যে বিভব-তৃষ্ণা
তা' জীবনকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
প্রতিক্রিয়ায়
বিষাক্ত অবদান প্রসব ক'রে । ১৫৪ ।

পূরয়মাণ যে-কোন ধর্ম্মসংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক না কেন,
সুসঙ্গত ইষ্টার্থী সার্থক-অন্বয়ে
বিহিত বৈশিষ্ট্যপালী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'র গণ বা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় হওয়া,
তা'দিগকে রক্ষা করা,
সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা করা,
বা শ্রদ্ধানতি-সহ
তা'র তাৎপর্য্য-পরিবেষণ করা মানেই—
তোমার নিজের ধর্ম্ম-সংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণের সেবা করা ;
মনে রেখো,
ঐ সংস্থা, দ্বিজাধিকরণ, গণ ও প্রতিষ্ঠানের
প্রত্যেক যা'-কিছু
অন্যেরও যেমনি
তোমারও তেমনি—ভাগবত তাৎপর্য্যে,—
যতক্ষণ না তা' ঈশ্বরদ্রোহী
অসৎ-সন্দীপী হ'য়ে ওঠে,
আর, হ'লেও তা'—
তুমি তা'র শোধন-সংস্কারে
প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ো না । ১৫৫ ।

তুমি স্কুল কর, কলেজ কর,
দাতব্য চিকিৎসালয় কর,
আর সঙ্কটত্রাণ অভিযানই কর,
আগম, নিগম, তন্ত্রপ্রচার যতই কর না কেন,—
নিজে যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
আনতি ও আনুগত্যসম্পন্ন না হও,
আর, বাক্য-ব্যবহার-চাল-চলনের ভিতর-দিয়ে
তৎ-স্বার্থ ও সঙ্গতিশীল না হও,
এবং তোমার স্বভাব ও চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি অন্তরে
ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা না হয়,
তবে জেনো,
এগুলির মূল্য নগণ্য,
তা' সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার কিছু নয়কো,
আশু ক্ষণিক প্রশমক হ'তে পারে—
কিন্তু আরোগ্যের ধারে-কাছেও নয়কো,
ধর্ম্মদ যোগ্যতার উদ্ভব তা'র ভিতর-দিয়ে
কিছুতেই হ'তে পারবে না—
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
পারস্পরিক অনুচর্য্যাপরায়ণ সঙ্গতি নিয়ে । ১৫৬ ।

বিহিত কেউ সেবাই করুক,
সাহায্যই করুক,
আর, যে-কোন শুভ-কর্ম্ম-নিরতি নিয়েই
চলুক না কেন—
সুসঙ্গত সাত্বত চর্য্যায়,—

পার তো তা'কে সাহায্য ক'রো,
কিন্তু তা'তে বিরতি এনো না,
অর্থাৎ, যা'তে সে তা' না করতে পারে—
এমনতর কিছু ক'রো না ;
যদি কর—
পাতিত্যকে আলিঙ্গন করবে,
কাউকে শুভ চলন-তৎপরতা হ'তে
বিরত করা মানেই হ'চ্ছে—
জীবনীয় চলনাকে নিরস্ত করা ;
অমনতর নিরস্ত করাই হ'চ্ছে—
পাপের,
পাতিত্যের,
তা'তে তোমারও লোকসান,
অন্যেরও লোকসান । ১৫৭ ।

তুমি পেলে,
কিন্তু তোমার বোধ-বিনায়িত
কুশল প্রচেষ্টা যদি
অন্যের অভাব-পূরণে কাতর হয়
বা অবহেলা করে—
কিংবা অন্যকে অমনি ক'রে দিতে
অনুপ্রাণিত না করে—
আত্মপ্রণোদনী তৎপরতায়,
তোমার প্রাপ্তি
প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে না কিছুতেই ;
আবার, তুমি যাঁ'র অনুকম্পায় পাও—
তাঁ'কে বাস্তবভাবে পূরণ না ক'রে

অভাবগ্রস্ত যা'কে যেখানে পাও,
তা'দের জন্য নিজে সাধ্যমত দায়িত্ব না নিয়ে
যদি তোমার ঐ প্রতিপালকের স্কন্ধেই
চাপিয়ে দাও
তবে তোমার ঐ মেকী সহানুভূতি
তোমার ঐ পরিপোষককেই
বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে—
তোমার পোষণ-উৎস খিন্ন হ'য়ে,
তুমিও বিপন্ন হ'য়ে উঠবে—
যোগ্যতার অপলাপী-অনুক্রমণায় । ১৫৮ ।

তুমি হাজার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হও,
তা'তে যদি দুনিয়ার কেউ খুশী না হয়,
শ্রদ্ধা-প্রীতি-ধন্যবাদে
প্রসাদ-দীপ্ত হ'য়ে না ওঠে,
তুমি ঐ ঐশ্বর্য্যে
খুশী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তৃপ্তও হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তবেই বুঝে দেখ—
তোমার সমৃদ্ধি যদি কাউকে
সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'র সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঐ সমৃদ্ধি সার্থক হ'য়ে উঠবে তখনই,
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে তখনই,
ঐ স্বতঃ-স্বেচ্ছ অনুবেদনী অবদান
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে তখনই,
নয়তো, হ'য়েও হবে না,

পেয়েও পাবে না ;
তোমার অর্থ পরার্থে সার্থক হ'য়ে
পরমার্থ লাভ করবে অমনি ক'রেই । ১৫৯ ।

যে সাহায্য করে
তা'র আপূরণ-তৎপর না হ'য়ে
তা'র কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে
যে বা যা'রা পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয়
প্রায়শঃই দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত,
উৎসাহহীন, লোকচর্য্যাহারা
চাহিদা-উদগ্র জীবন নিয়ে
চলতে থাকে তা'রা ;
তাই, যেখানে পাও,
যা' পেলে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
লোকচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
লোকপ্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রীতি-অবদানের ভিতর-দিয়ে
যা' পাও
তৃপ্তির সঙ্গে তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার বোধি সক্রিয় সঙ্গতি-সম্বদ্ধ হ'য়ে
শ্রমদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
নিষ্পন্নতার আত্মপ্রসাদে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে । ১৬০ ।

যা'কে দাও,—
তা' অজচ্ছল উচ্ছলস্রোতাঃ হ'লেও

সে যদি কদর্য্যচেতাঃ হয়,
তা'র অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি
আরো প্রাপ্তির প্রলোভনে
তোমাকে বিব্রত ক'রে তুলতে
কসুর করবে কমই,—
এটা প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায় ;
তোমার দান
গ্রহীতাকে সুক্রিয় ক'রে
স্বতঃ-অনুধ্যায়ী সামর্থ্যানুশীলন-তৎপর ক'রে
তোমাকে দেওয়ায়
উৎসারিত ক'রে তোলে যদি,
তবে সে-অবদান
তোমার ক্ষতির কারণ হ'য়ে ওঠে কমই ;
যেখানে তোমার দান
তা'র দান-প্রবৃত্তিকে গজিয়ে তোলে না,
অনুধ্যায়িনী বিবেচনায়—
কেন তা' করে না—
নিরূপণ ক'রে,
যেমন করণীয় তা' ক'রো ;
ফল কথা, যা'ই কর,
প্রতিপদক্ষেপেই
আত্মরক্ষণী প্রস্তুতি নিয়ে চলাই ভাল,
যদিও লোকবর্দ্ধনাই তোমার তপঃ । ১৬১ ।

যা'রা সাধ্যমত দেবার তালে
তৎপর না হ'য়ে

তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলতে থাকে,
অথচ নেবার তদ্বির করে
নানা ভাবভঙ্গীতে,—
তা'রা ঐ লোভলোলুপতার
সন্ধিৎসা-অভিব্যক্তি নিয়ে চলতে থাকে ;
তা'দের পাওয়া যে নিতান্তই
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয় ;
যেখানে দেওয়া নাই—
মানুষের আগ্রহ-অনুকম্পা
সেখানে শিথিল হ'য়ে চলতে থাকে ;
চাও তো
সাধ্যমত যেখানে যেমন পার—
তা' দিতে ত্রুটি ক'রো না,
প্রাপ্তিও তোমার দিকে এগুতে থাকবে—
ক্রম-পোষণায় । ১৬২ ।

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকো না,
বিহিত চলনায় চল—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনা নিয়ে,
স্বার্থ-প্রত্যাশা-লুব্ধ না হ'য়ে,
কুশল করণ-যজ্ঞে
অনুপ্রেরিত ক'রে সবাইকে ;
যা'তে লোকের সত্তা
উপযুক্তভাবে সব দিক্ দিয়ে পোষণ পায়,
পরিপালিত হয়—
বিহিতভাবে তা' কর—সঙ্গে-সঙ্গে ;

তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্যে
তৎপর-পরিচর্য্যায়
তোমার পরিবেশ যদি
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অন্তরলাস্যে
আত্মপ্রসাদ-অনুকম্পায়
তোমাকে অভিনন্দিত করে,
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ও কণ্ঠে যদি ব'লে ওঠে—
'তোমাকে নিয়ে আমরা সুখে আছি',
তা'ই কিন্তু তোমার সার্থকতা,
তা'ই তোমার যোগ্যতার
হোম-আহুতি,
তা'ই তোমার জীবনীয় অর্জ্জন ;
এতটুকু স্মরণ রেখো,
বাস্তব চলনায় তেমনি চ'লো,
দুর্দ্দশা যেমনই হো'ক
আর যা'ই হো'ক,
আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হবে কমই । ১৬৩ ।

তুমি যা'কে পছন্দ কর না,
তা'র অনুচর্য্যাও
কমই ভাল লেগে থাকে তোমার—
বিশেষ বাধ্য-বাধকতা ছাড়া ;
তাই, তুমি
অনুচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
যা'দের সেবা-তৎপর হ'য়ে উঠতে চাও,
প্রথমে সৎ-অভিনন্দনা নিয়ে
শুভ-অনুচর্য্যী অনুবেদনায়

তা'দের হৃদ্য হ'য়ে উঠতে হবে তোমাকে—
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে,
উপচয়ী সুব্যবস্থ মিতি-চলনে,—
যা'তে তোমাকে পেয়ে
তা'রা তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য অনুপ্রাণন-আবেগে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
তখন তোমার ঐ অনুচর্য্যা
সেবা-যজ্ঞে সার্থক হ'য়ে উঠে
তোমাকে মহিমা-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
নয়তো, যা'ই কর না কেন,
গোড়ায় গলদ র'য়েই যাবে,
তা' জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না কা'রো কাছে । ১৬৪ ।

পরিচর্য্যা-পরিশ্রম-কাতর
যত হ'য়ে উঠবে—
দক্ষতা বা ক্ষমতাও তত
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বোধ-বিন্যাস ও ব্যবস্থিতিও তত
ঐ সঙ্কীর্ণতা লাভ করবে—
অপটু হ'য়ে ;
আবার, বিহিত অবদানে
যতই কৃপণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
ইষ্টানুগ ইষ্টার্থ-বিনায়িত আত্মনির্ভরশীলতাকে
যতই অবজ্ঞা ক'রে চলবে,
পরমুখাপেক্ষী যতই হবে,
পর-প্রত্যাশী যতই হবে,—

নিষ্পন্নতা ও পরাক্রম-প্রবণতাকে
ততই হারাতে থাকবে,
বোধ, ক্ষমতা ও দক্ষতার
সুসঙ্গত শালিন্যের অভাবে
তোমার ব্যক্তিত্বও তত
যোগ্যতায় শিথিল হ'তে থাকবে,
যোগ্যতা-সন্দীপী ফন্দি-ফিকিরও
দুর্ব্বল হ'য়ে চলতে থাকবে ;
যেমন চাও,
তেমনি ক'রে চলতে থাক । ১৬৫ ।

তুমি তোমার নিজের শ্রম,
অনুচর্য্যা ও অধ্যবসায় দ্বারা
যা' অর্জ্জন কর,—
তা'তেই তোমার কৃতিত্ব,
ঐ কৃতিত্বের অবদান দ্বারা
যা'কে অভিনন্দিত ক'রে তুলে সুখী হও,
সেই তোমার আত্মীয়,
আবার, ঐ শ্রম, অনুচর্য্যা
বা অধ্যবসায়ের বিনিময়ে যা' পাও—
তা'ই তোমার নিজস্ব,
তা'তে লিপ্সা ও আকাঙ্ক্ষা যদি তোমাকে
দলিত বা দমিত না করে,
বরং তোমার নিজস্ব যা'-কিছু
তা' প্রয়োজনমত অন্যকে দিয়ে
যদি আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হ'য়ে ওঠ,
বা ক্ষেত্রবিশেষে

ঐ সম্পদকে উপেক্ষা ক'রেও
ব্যথিত না হও,—
সেই ত্যাগই বাস্তব ত্যাগ ;
নইলে, বিনা প্রচেষ্টায়
অন্যের অজচ্ছল অনুগ্রহ-অবদানের উপর দাঁড়িয়ে
যে বদান্যতা ও ত্যাগ,
তা'তে তোমার
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার কিছু নেইকো,
তাই, তা' তোমার যোগ্যতাকে
জলুসমণ্ডিত ক'রে তুলবে না কিছুতেই ।১৬৬।

তোমার যোগ্যতামাফিক
দয়াদাক্ষিণ্য দিয়ে
যেখানে যা'র যেমনতর অবস্থায়
যেমনতর সক্রিয় বাক্যে, ব্যবহারে
সহানুভূতি নিয়ে
সেবা-সাহায্যে সঙ্কট-মোচন ক'রে তুলবে
বা স্বস্তি ও তুষ্টি বিধান করবে—
তোমার অবস্থামাফিক অমনতর সময়ে
তদনুপাতিক তাৎপর্য্যে
তোমার কাছেও অন্যের ভিতর-দিয়ে
হাজির হবে তা'
স্বস্তি-অবদান নিয়ে,
তোমার অমনতর করাই
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তোমার অজ্ঞাতসারে
বাক্, ভঙ্গী, চলন, চরিত্রে

এমনতর রকমের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে
অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে,
যা'তে তোমার ঐ অবস্থাই
পারিপার্শ্বিকে
সেবা-সম্পোষণী প্রতিক্রিয়ার
আবির্ভাব ক'রে তুলবে—
বিচ্ছুরিত আশিস্-অনুকম্পায় ;
তাই, তোমার যোগ্যতাকে
শীল ও সৌজন্যে অভিষিক্ত ক'রে
লোকসেবায় সার্থক ক'রে তুলতে
কখনই কৃপণ হ'য়ো না,—
ব্যর্থ হবে কমই ।১৬৭।

নিজের চাহিদা-মত সেবা করতে গেলেই
সেবা-অপরাধ এসে হাজির হয়,
যাঁ'কে সেবা ক'রছ,
তাঁ'র অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সুসন্ধিৎসায়
তিনি যেমন চান
তা' উপলব্ধি ক'রে
যখন যেমনতর প্রয়োজন
যথাসময়ে
সুব্যবস্থায়
অর্জ্জনপটু আহরণে
সৎসন্দীপী আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
অপ্রত্যাশী হ'য়ে তা'ই করাই সেবা ;
আর, ঐ সেবাই এনে দেয় আত্মপ্রসাদ;

আবার, ঐ সেবারই অবদান—
যোগ্যতা,
বোধিদীপনা,
ইন্দ্রিয়াদির চতুর তীক্ষ্ণ সমীক্ষা,
বিনায়িত হৃদ্য অনুচলন,
সুসঙ্গত তৎপরতা,
আর, ঐ সেবাই সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে ;
আবার, ঈশ্বরই তদনুগ ক্ষেমসুন্দর ক্ষমতার
আশিস্-বিনায়নী বোধিসত্ত্ব—
ঈশ্বরই সত্ত্ব-সম্বেগ। ১৬৮।

তুমি লাখ সেবাই কর না কেন,
লাখ লোকহিতী কর্ম্মে ব্যাপৃতই
থাক না কেন,—
ইষ্টকর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে
ইষ্টানুগ চলনকে তাচ্ছিল্য ক'রে
যা'ই করতে যাবে—
প্রতিষ্ঠালাভ করা কিন্তু দুষ্করই তা'তে—
প্রত্যাশা থাক্ বা না থাক্ ;
তোমার সেবা, লোকহিতী কর্ম্ম
যতই উচ্ছল ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে চলবে—
প্রতিষ্ঠাও পাবে তেমনি,
আর, ঐ প্রতিষ্ঠা ইষ্টোচ্ছল হ'য়ে
প্রত্যেকের অন্তরে
বর্দ্ধন-অন্তরাস সৃষ্টি ক'রে
পারস্পরিক ইষ্টানত সৌহার্দ্দ্য
ও সহযোগিতার অবতারণায়

জীয়ন্ত সংহতিতে শক্তি ও সম্বর্দ্ধনাকে
প্রতিষ্ঠা ক'রে চলতে থাকবে,—
তুমিও সার্থক হবে,
তা'রাও সার্থকতা লাভ করবে,
সহজ সঙ্গতির অভিবাদনে
আনন্দমুখর হ'য়ে উঠবে সবাই,
নয়তো, সবই ব্যর্থ,
নিরর্থক হবে সবই । ১৬৯ ।

ইষ্টার্থে সংহত ক'রে তুলতে যদি না পার
মানুষকে,
তা'দের সত্তাপোষণী যদি না হও,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচার-অনুচর্য্যায়
অচ্যুতভাবে
সাবুদ ক'রে না তুলতে পার তা'দিগকে—
যোগ্যতাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সহজ স্বাবলম্বী ক'রে যদি না তুলতে পার
পারস্পরিক সহযোগিতায়
স্বতঃ ক'রে তুলে',
গৃহস্থালী অর্থনৈতিক সমাবেশ-সম্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে
উৎপাদন-প্রাচুর্য্যে—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
পারিবারিক সংহতি নিয়ে
সক্রিয় ইষ্টার্থী-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সংহত হ'য়ে ওঠে,—
যে-বিদ্যাই জাহির কর না কেন,

যে-মতবাদের মহড়াতেই
তা'দের ফেল না কেন,
কিছুতেই তৃপ্ত ক'রতে পারবে না তা'দিগকে—
সে ধনিকই হো'ক
মধ্যবিত্তই হো'ক
আর শ্রমিকই হো'ক ;
বিদ্যা যদি
যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে
সত্তাপোষণী স্বতঃস্ফূর্ত্ত পারস্পরিকতায়
সক্রিয় সম্বুদ্ধ ক'রে—
উপচয়ী ক'রে প্রত্যেককে,
স্বাবলম্বী ক'রে সবাইকে,—
ধাপ্পারঙ্গিল কথায়
মানুষকে
কিছুদিন বিহ্বল ক'রে রাখতে পার,
কিন্তু তা'দের বাঁচার আকূতি
একদিন এমনভাবেই গ'র্জ্জে উঠবে
দোর্দ্দণ্ড দ্রোহতাপ নিয়ে—
যে, তা' কিন্তু সাংঘাতিকতাকেই
আমন্ত্রণ ক'রবে পরিশেষে । ১৭০ ।

জীবন-সংশয়ী বুভুক্ষাপীড়িত যা'রা
কিংবা কোনপ্রকার পোষণবঞ্চিত
দোধুক্ষিতজীবন যা'রা,
তোমার সাধ্যমত সানুকম্পী অনুচর্য্যায়
বিহিত প্রয়োজনের আপূরণ ক'রে
তা'দের জীবন রক্ষা যদি না কর,

তাঁ'দের ঐ অন্তরস্থ
স্বর্গীয় সাত্ত্বিক সংস্থিতি হ'তে
যে-অভিশাপ ক্ষরিত হ'য়ে আসবে,—
সে-অভিশাপে
তুমি তো বিদগ্ধ হ'য়ে উঠবেই,
তা' ছাড়া অনেককেই
তা'র হাপে জর্জ্জরিত হ'তে হবে;
এমন-কি, তা'রা যদি
তোমার সংগ্রহ হ'তে
বলপূর্ব্বক কিছু গ্রহণ ক'রেও আত্মরক্ষা করে—
ঈশ্বর বরং তা' মার্জ্জনা করবেন,
কিন্তু ঈশ্বরের বিধি
তোমাকে মার্জ্জনা করবে না ।১৭১।

দুনিয়ায় জন্ম নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
পরিবেশের ভাগবত পরিবিধানে
তোমার জন্য যা' মজুত আছে,
তুমি যখন অশক্ত, অপারগ, আচ্ছন্ন বা বিপন্ন
তখন ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতি হ'তে
তা' যদি গ্রহণ কর,
তা' কিন্তু তোমার কাছে পাপদায়ক নয়কো,
কারণ, অমনতর অবস্থায়
তুমি তা' আত্মরক্ষার্থে করেছ—
বিধির বিধায়নী প্রস্তুতি হ'তে
কাউকে বঞ্চিত করবার
অহিত-সম্বুদ্ধ প্রয়াসশীল না হ'য়ে;

তাই, মনে রেখো,
এমন স্থলে
পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রকৃতির উদার অবদান
যেমন তুমিও বাঞ্ছা ক'রে থাক,
অন্যের বেলায়ও ঐ অবস্থাতে
তুমিও তা'দের জন্য
প্রস্তুত ও মুক্তপ্রাণ থেকো ;
বিধির ভাগবত প্রস্তুতি ও মজুতকে
যা'রা অপহরণ করে—
তাঁ'র দাক্ষিণ্য হ'তে উপযুক্তকে বঞ্চিত ক'রে,—
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়দোষসম্পন্ন । ১৭২ ।

শরীর-রক্ষার জন্য কতকগুলি
খাদ্য ও লওয়াজিমার প্রয়োজন,
আবার, তা' আহরণে
কতকটা শ্রমের প্রয়োজন,
এবং ঐ শ্রমই যোগ্যতা ;
অন্যকে অনেকখানি পোষণ দিয়ে
তা' হ'তে নিজের পোষণীয় সংগ্রহ করতে হয়
সময় ও সামর্থ্যের
বোধ-কুশল উপচয়ী সদ্ব্যবহারে ;
তাই বুঝে, যা' হ'তে তুমি
পোষণোপকরণ পাচ্ছ,
জীবন-নির্ব্বাহ ক'রছ যা'কে দিয়ে
তা'কে রাখতে হ'লে
তা'র পোষণ ও পুষ্টির জন্য
তা'কে উপচয়ে উদ্বর্দ্ধনশীল রাখবার জন্য

কী-ব্যুৎপত্তি নিয়ে কেমনতর
কতখানি শ্রম ক'রতে হয় তোমাকে—
সমীচীন চক্ষু নিয়ে
তা' নির্দ্ধারণ ক'রো
তেমনতর অন্তরাসী হ'য়ে তা'র প্রতি,
তবেই তো তোমার পুষ্টি
জীবনীয় হ'য়ে চলতে পারবে,
ওখানে যেমনভাবেই হোক না
ফাঁকি যতখানি—
তোমার পুষ্টিপ্রবাহ
মৃদুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনতরই ;
আর, ঐ ফাঁকিই হ'চ্ছে শোষণ-বুদ্ধি—
না ক'রে
যদি অপরের উপর দিয়ে চ'লতে চাও —
সেটা তা'র বা তা'দের প্রতি
নিষ্ঠুর প্রীতি,
তা'তে তুমিও নিকাশের পথে ।১৭৩।

গৃহপালিত পশুপক্ষী,
শুধু পশুপক্ষী কেন, এমন-কি গাছপালাদের প্রতিও
ইষ্টানুগ স্নেহল অনুকম্পী হ'য়ে
তা'দের অনুচর্য্যাপরায়ণ থেকো,
তা'দের সুখদুঃখ, স্বাস্থ্য,
আহার-বিহার ইত্যাদির প্রতি
বিহিত বিচক্ষণতার সহিত নজর রেখে
তা'দিগকে
বলী ও বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখতে ভুলো না ;

শুধু গৃহপালিত পশুপক্ষী বা গাছপালাই কেন—
যেখানেই যা'কে
বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ দেখতে পাচ্ছ,
অনুকম্পা-সহকারে সাধ্যমত
তা'দিগকে
সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তুলতে ত্রুটি ক'রো না ;
অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে অনুভব ক'রো,
এতে, এই অনুকম্পী অনুভূতির ভিতর-দিয়ে
সন্বিৎসাপূর্ণ বিচক্ষণ পরিচর্য্যায়
তোমার বোধি প্রসারলাভ ক'রে
সত্তাকে বিস্তারে বিন্যাস ক'রে তুলতে
সাহায্য করবে ;
আর, এ হ'তে বিমুখ যদি থাক,
তাচ্ছিল্যে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চল,
সে-পাপ
তোমার বিস্তারকেও
অবজ্ঞা ক'রেই চলবে,
বিস্তারের আত্মপ্রসাদ
প্রসার-দীপনায়
উল্লসিত ক'রে তুলতে পারবে না তোমাকে । ১৭৪ ।

পিতামাতাই বল, স্বামীই বল,
জ্যেষ্ঠ ভাইবোনই বল,
যে-কোন শ্রেয় গুরুজনই বল না কেন,
শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, অনুচর্য্যা
যা'র প্রতি যা'ই কর না কেন,

তা' যদি আদর্শানুগ বা ইষ্টানুগ না হয়,
সে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা বা অনুচর্য্যা
এমনতর সাংঘাতিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে,
যা' তোমাকে
বিপর্য্যয়ের অতলতলে নামিয়ে
জাহান্নমের হাতছানিতে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলতে
একটুও বিলম্ব করবে না,
কারণ, যে-ই হো'ক না কেন
যা'দের চলন সুকেন্দ্রিক নয়কো,—
বৃত্তি-অভিভূতি
যা'দের বিচ্ছিন্ন, অব্যবস্থ ক'রে তুলছে,—
ঐ অব্যবস্থিতির পরিপুষ্টি
যে-দিক্ দিয়ে
যেমনতরভাবেই হো'ক না কেন,
তা' জীবন ও বর্দ্ধনের পক্ষে
সাংঘাতিক নিশ্চয়ই,
এবং তা' সবারই । ১৭৫ ।

বৃদ্ধোপসেবনায়
শ্রদ্ধোচ্ছল থেকো,
সুবিধা পেলেই, সাগ্রহে
তাঁ'র অনুচর্য্যায়
কসুর ক'রো না,
আর, তাঁ'র বহুদর্শিতার প্রসাদলাভের
তৃষ্ণাকে বজায় রেখো,
সুবিধা পেলেই নিও তা',
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে

তা'কে যেখানে যেমনতর
ব্যবহার বা বর্জ্জন করতে হয়,
তা' ক'রো । ১৭৬ ।

বৃদ্ধোপসেবনাকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
এমন-কি, তোমার চাইতে
যে কিছু বড়,
তা'কেও তোমার শ্রদ্ধানুচর্য্যী
অঞ্জলি-দানে বিরত হ'য়ো না
যথাযথভাবে ;
বৃদ্ধ যে যেমনই হউন না কেন,—
উপসেবনার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র কৃতিচলনার বহুদর্শিতাকে
তুমি যদি অর্জ্জন করতে পার,
আর, ঐ অর্জ্জনাকে
শুভপ্রসূ বিনায়নায়
ব্যবস্থ করতে পার,—
বহু পরিশ্রম-সাপেক্ষ যে-বহুদর্শিতা
তা'কে তুমি সহজ
নন্দন-সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
লাভ করতে পারবে ;
উপযুক্ত স্থলে বিশেষ প্রয়োগে
অশুভকে নিরসন ক'রে
বা নিরোধ ক'রে
শুভদ যা'
তা'কে আয়ত্তে আনতে পারবে ;

তাই, তোমার চারিত্রিক অনুচলনই হয় যেন
ঐ বৃদ্ধোপসেবনা । ১৭৭ ।

বৃদ্ধোপসেবন মানে হ'চ্ছে মুরুব্বী মানা—
অর্থাৎ প্রাজ্ঞদিগকে মানা—
তা' জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে,
আর, মানার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তা'তে সঙ্গত হ'য়ে চ'লে
বহুদর্শিতার বিভব সংগ্রহ করা ;
এই প্রাজ্ঞদিগকে মানা অবজ্ঞাত যেখানে যত—
বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা সেখানে তত,
আর, বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান যেখানে—
স্ব স্ব প্রাধান্যবুদ্ধিও সেখানে তেমনি,
সংহতি সেখানে ম্রিয়মাণ,
শক্তি সেখানে অস্তমিতপ্রায়,
দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে
স্বার্থ-সিদ্ধি-বুভুক্ষায়
বিড়ম্বনা-বিধ্বস্ত হ'য়ে
ঘুরে বেড়ায় সেখানে,
আবার, ঐ বৃদ্ধ, মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞ যাঁ'রা
তাঁ'রা যদি ইষ্ট বা আদর্শপ্রাণ না হন,
তাঁ'দের উদ্দেশ্য, চলন-চরিত্র
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ না হয়,—
তা'ও কিন্তু বীভৎস ব্যতিক্রমই নিয়ে আসে,
সর্ব্বনাশ মন্থর পদক্ষেপে
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতিকে

দুরন্ত ব্যাদানে কবলিত করতেই চায়,
তাই, ঐকতানিক আদর্শে
সমন্বয়ী, সার্থক নয় যা'রা—
তা'রা বৃদ্ধ, মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞ-পদবাচ্য নয়;
ব্যষ্টিকে, সম্প্রদায়কে,
সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রকে
যদি উদ্বুদ্ধপ্রাণ
উন্নতি-পথচারী
শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাও—
ঐ বৃদ্ধোপসেবন
বা মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞদিগকে মানা হ'তে
কিছুতেই নিবৃত্ত হ'য়ো না,
সংহতি
সাদর সম্ভাষণে
শক্তিশালী ক'রে তুলবে তোমাদিগকে
সর্ব্ববিষয়ে ৷ ১৭৮ ৷

সৌজন্যপূর্ণ শুভপ্রসূ সদ্ব্যবহার
করা মানে—
খোশামোদ করা নয়কো,
তোয়াজ বা মোসাহেবী করা নয়কো;
আবার, নিজের অর্থ যা' বা যিনি
বিরোধ বা বিরাগবশতঃ
তাঁ'র অনুচর্য্যা হ'তে বিরত থাকাও
আত্মোৎসর্গ বা আত্মত্যাগ নয়কো,
সমীচীন, সৎ, হৃদ্য ব্যবহারের সহিত
নিষ্ঠাচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে

কৃতি-তৎপরতায়
ঐ অর্থে অন্বিত হ'য়ে
উপযুক্ত ব্যবস্থিতির সহিত
সুসমীক্ষু তৎপরতায়
তাঁ'র অসুবিধাগুলিকে
নিরাকরণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
যোগ্য উপযুক্ত চলন,
তা'তেই আছে বরং আত্মোৎসর্গ,
উচ্ছল কৃতিদীপনী আত্মবিস্তার । ১৭৯ ।

কিসে কী হয়,
কেমন ক'রে,
কখন,
কী অবস্থায়—
তা' স্মৃতিবদ্ধ রাখ,
লিপিবদ্ধও রাখ,
আর, তা' মানুষের
সাত্ত্বিক পরিচর্য্যা ও পুষ্টির জন্য
কোথায় কেমন উপযোগী—
তা' খাটিয়ে দেখতে সচেষ্ট থাক ;
এমনি ক'রে
সত্তা-পরিচর্য্যার প্রবৃত্তিকে
বিনায়িত ও বর্দ্ধিত করতে যত্নবান হও—
হাতেকলমে ;
এমনতর দৃষ্টি, চলন ও অন্তর-বিকাশে
তোমার ও অন্যের
অনেক সুবিধা হ'য়ে যেতে পারে হয়তো । ১৮০ ।

যেই হো'ক না কেন,
তা'র প্রতি যদি
শ্রদ্ধোষিত বা স্নেহলদীপ্ত
অন্তরাসী অনুচর্য্যাপরায়ণ না হও—
অচ্যুত অনাবিল অনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
বহুকাল অবধিও যদি
তা'র সংসর্গ ও সহবাসে কাটাও,—
তুমি তা'কে কিছুতেই
বুঝতে বা বোধ করতে পারবে না,
কারণ, মানুষ যদি
শুধু আত্ম-অনুচর্য্যানিরত থাকে—
তবে কা'রও লাখ সংসর্গেও তা'র কিছু হয় না
নিজের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ধারণারই পরিপুষ্টি ছাড়া,
সে কা'রও অন্তর-মর্য্যাদাকে
উপলব্ধি করতে পারে না,
কারণ, মানুষ চলেই সাধারণতঃ
তা'দের ধারণাকে সম্মুখে রেখে,
সেই ধৃতি যদি
অন্যের স্পর্শ লাভ না করে—
সেখানে বোধ বা বুঝ কিছুই আসে না । ১৮১ ।

নিষ্ঠানন্দিত সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনায়
বিষয় বা ব্যাপারের
কুশল-বিনায়নে
অশ্রেয় যা'-কিছুকে পরিহার ক'রে
নিরোধ ক'রে

শ্রেয়-অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
সাত্বত-তপাঃ অনুকম্পা নিয়ে
ব্যবস্থ চিত্তে
নিজ-সহ পরিবেশের
যে যেমনতর
সেবামুখর হ'য়ে চলতে পারে,—
আর, তা' যত তীক্ষ্ণ তরতরে হৃদয়স্পর্শী হয়,—
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর
মহিমা বিকীর্ণ ক'রে
পরিবেশের প্রতিষ্ঠার সহিত
নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকে । ১৮২ ।

যদি অর্জ্জী হ'তে চাও,—
তোমার অর্জ্জন-উৎসকে
পরিপোষণ কর,
উপচয়ী ক'রে তোল তা'কে—
সুচারু কর্ম্ম-নিষ্পন্নতার অনুচর্য্যায়,
আর, তা'র অন্তঃকরণকে
তোমাতে তৃপ্ত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে,
দায়িত্বশীল অনুবেদনা নিয়ে,
মিতব্যয়ী অনুশীলনার ত্বরিত সমাধানে ;
এমনি ক'রে চলতে চেষ্টা কর,
এই চলনায় নিখুঁত হ'য়ে ওঠ,
দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বই
অর্জ্জী-নন্দনার উর্জ্জী উপঢৌকনে
উৎফুল্ল হ'য়ে চলেছে । ১৮৩ ।

সুবিধা পেলে
তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যা'রা,
ও স্নেহপাত্র যা'রা—
তা'দের
তোমার অবস্থায় যেমনতর কুলায়
তেমনতর মনোজ্ঞ কিছু-না-কিছু
অর্ঘ্য বা উপহার দিওই,
এমনি ক'রে তোমার শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনা
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে—
কৃতিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
যা'র ফলে, মাঙ্গল্য-অনুচলন তোমার
একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেই । ১৮৪ ।

যদি সঙ্গতি থাকে,
আর, দিতেই হয় যদি,
তা'দিগকেই আগে দিও—
যা'রা শ্রেয়-উপচয়ী অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় আহরণ-তৎপর হ'য়ে
লোকচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ করতে পারে—
কৃতি-সন্দীপনায়,
এরই ক্রমান্বয়ী ক্রম-বিবেচনায়
যা'কে যা' দেবার, তা' দিও ;
মনে রেখো—
শ্রেয়ে প্রীতি-সম্বেগ ন্যস্ত ক'রে
তঁৎ-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-প্রবোধনায়

তাঁ'রই অস্তিবৃদ্ধিদ শাসনে
উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণনায়
লোকচর্য্যায় নিরত যা'রা—
স্বার্থ-প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে,—
তা'রাই কিন্তু শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ,
প্রকৃতিই তা'দিগকে
স্বাগতম্-অভিনন্দনে
অভিনন্দিত ক'রে থাকে,
তা'দের লোক-পোষণাই
তা'দিগকে অনুচর্য্যা ক'রে থাকে
স্বতঃই । ১৮৫

মানুষকে দাও,
অনুচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোল,
কিন্তু তা' এমন নীতি-নিয়মনায়—
সে যেন
স্বার্থলুব্ধ কপটাচারী কৃতঘ্ন হ'য়ে না ওঠে ;
অনুচর্য্যা-প্রবৃত্তি
ক্লীব শৈথিল্যে
অপটু স্বার্থসন্ধানী হ'য়ে
মানুষকে অপচয়ে
শীর্ণ ক'রে না তোলে,
অপটু ক'রে না তোলে,
উদ্ভ্রান্ত খেয়ালী ক'রে না তোলে,
প্রীতিপূর্ণ সেবা-সন্ধানী তৎপরতাকে
সে যেন হারিয়ে না ফেলে ;
যা'তে তোমার দান-অনুচর্য্যা
তা'র প্রতি
কল্যাণস্রোতা হ'য়ে ওঠে—

তীক্ষ্ণ নজর নিয়ে
বিবেকী অনুকম্পায়
আরতি-নন্দনা নিয়ে
তা'ই ক'রো ;
অন্তরের সম্পদ্,
কৃতি-দীপনা,
অনুশীলনী আগ্রহ
যেন তা'কে
কৃতজ্ঞ, সুকেন্দ্রিক
তীক্ষ্ণ কৃতি-সন্ধিৎসা-উচ্ছল
ক'রে তোলে । ১৮৬ ।

যাঁ'র কাছ থেকে তুমি পাও,
তোমার প্রতি অনুকম্পাপরবশতায়
যিনি তোমাকে দেন,
তাঁ'কে
চাওয়ার চালবাজিতে
অতিষ্ঠ ক'রে তুলো না,
বিরক্ত ক'রে তুলো না,
বরং তাঁ'র স্বস্থির পরিচর্য্যাই ক'রে চ'লো ;
বিরক্তি কিন্তু
বিরোধ ও নিরোধই
সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তা'তে তোমার
ঐ অনুকম্পা-উচ্ছল প্রাপ্তি—
আত্মস্বার্থ-পুষ্টির যা' উপকরণ—
ক্রমশঃ নিরুদ্ধই হ'য়ে উঠবে । ১৮৭ ।

আবার বলি—
যদি পেতে চাও—
দিয়ে চল—
মিতি-চলনে,
নিজেকে মেরে নয়,
বজায় রেখে,
তোমার যেমন জোটে,
আর, যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
শুধু জিনিষপত্রই নয়,
বাক্য, ব্যবহার,
আপ্যায়ন, অনুচর্য্যা
যেমনতর দরকার যেখানে
দিয়ে চল ;
এই দিয়ে চলা
আর সুজনোচিত আচরণ—
এতেই কিন্তু মানুষের পাওয়াটা
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
তা'র অবস্থানুপাতিক ;
তাই বলি—
অনুকম্পাহারা হ'য়ো না,
দিয়ে চল—
তোমার যখন যেমন জোটে,
সুজনোচিত আচার-ব্যবহার নিয়ে । ১৮৮ ।

তোমার চাহিদা যেন
ফন্দিবাজি ভাঁওতায়

মানুষের সামর্থ্য বা সাধ্যের উপর
জবরদস্তি না করে,
তা'র বজায়ের বিবর্ত্তন-চলনকে
জখম না ক'রে তোলে,
এমন-কি, নিজের পুষ্টি-পোষণেও নয়,
তোমার অনুকম্পাবিহীন চাহিদা
বা চাহিদা-সংগর্ভ আবেদন যেন
ঐ সামর্থ্যকে শোষণ-উৎক্ষিপ্ত ক'রে
তোমাকে তা'র বিরাগভাজন না ক'রে তোলে,—
—তা'তে ক্ষতি কিন্তু উভয়েরই ;
যদি পার, অমনস্থলে
তোমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যা' সম্ভব হয়
কথায়, ব্যবহারে
বা তদ্‌বির-তাগিদের ভিতর-দিয়ে
যতখানি পার—
ঐ দুর্ব্বল-সামর্থ্যদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
অর্জ্জনে উচ্ছল করাতে চেষ্টা কর ;
এমনতর সেবার ভিতর-দিয়ে
তোমারও যোগ্যতা বাড়বে,
সে বা তা'রাও তোমাতে
সশ্রদ্ধই হ'য়ে উঠবে প্রায়শঃ,
এমনতর করা তোমার জীবনে
যত বেশী হবে,
সম্পদ্‌ও বাড়বে তেমনি
শ্রদ্ধার উপঢৌকনে—
তোমাতে অনুরাগ-উচ্ছল অবদানে । ১৮৯ ।

যদি প্রয়োজনক্লিষ্ট হ'য়ে পেতে চাও,
তবে দিও—
যে প্রয়োজনক্লিষ্ট তা'কে—
প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে,
কৃতি-অনুচর্য্যায়,
আর, অমনতর দিয়ে, ক'রে
তা'কে উৎসাহনন্দিত ক'রে তুলো'—
এমনতরভাবে
যা'তে ঐ অমনতর প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
প্রয়োজনক্লিষ্টকে সেও দেয়
যেমনতর তা'র জোটে ;
ঐ প্রীতি-অনুকম্পী দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার পরিবার ও পরিবেশও
অমনতর হ'য়ে উঠছে ;
অনেকের অন্তরেই
অমনতর অনুকম্পাশীল অবদানের স্পৃহা
গজিয়ে উঠতে থাকবে ;
তাই বলি—
ব'সে থেকো না নিথর হ'য়ে,
অনুকম্পাশীল হ'য়ে দাও—
প্রয়োজনক্লিষ্ট যা'রা
তা'দিগকে,
আর, দিতেও উৎসাহান্বিত ক'রে তুলো'
তা'দিগকে—
তা'রা যা'তে নিথর হ'য়ে ব'সে না থাকে,
দেওয়ার আত্মপ্রসাদলুব্ধ হ'য়ে পড়ে—
একটা মাঙ্গল্য-অভিনিবেশী উদ্যম নিয়ে । ১৯০ ।

দুঃখ, দৈন্য, অভাব বা বিপাকে
মানুষের দরদী হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ অনুবেদনা নিয়ে,
মানুষের দরদকে নিজের দরদের মত দেখ,
অনুকম্পা-প্রবণ হ'য়ে ওঠ ;
আর, মানুষ কা'রও দরদে দরদী হ'লে
যেমনতর সক্রিয়-তৎপরতা নিয়ে
তা'র দরদ-নিরসনে প্রয়াসী হ'য়ে ওঠে,
তুমিও তা'ই হও—
সানুকম্পী সংশোধনী তৎপরতা নিয়ে,
সে-দরদ তোমা হ'তেই উদ্ভূত হো'ক
আর অন্য হ'তেই উদ্ভূত হো'ক,
বা তা'র নিজস্ব
বিকৃত ধারণা বা চলনের দরুনই হো'ক,
তোমার এই দরদ-যুক্ত স্বস্তি-বিধায়নী পরিচর্য্যায়
মানুষ যতই দরদ-মুক্ত হবে,
ততই তোমাদের মধ্যে
মৈত্রী-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে,
আবার, এই মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা হ'লে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয় না,—
যে-ইষ্টপ্রতিষ্ঠা
মৈত্রীকেই দৃঢ়তর ক'রে তোলে,
ঐ ইষ্টানুগ দরদী
বাক্য, ব্যবহার ও চলনের ভিতর-দিয়েই
মানুষ পায় স্বস্তি, পায় সান্ত্বনা ;
ঈশ্বর পরম দরদী,
ঈশ্বরে অচ্যুত অনুরাগই হ'চ্ছে

জীবনের স্বস্তি-যাগ,
আর, সুকেন্দ্রিকতাই হ'চ্ছে
তা'র নিনড় ভিত্তি ।১৯১।

বেদনাবিদ্ধ, ক্লিষ্ট—
এমনতর যদি কেউ আসে তোমার কাছে,
সক্রিয় তৎপরতায়
বেগবতী বিশ্বস্ত বাক্যে
তা'কে আশ্বস্ত ক'রে তোল,
যা'তে সে তোমাকে অবলম্বন ক'রে
তোমার সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
বেদনার নিরাকরণে
ঐ বেদনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে
সংস্থ হ'য়ে উঠতে পারে—
একটা আন্তরিক নির্ভরযোগ্য সহজ সম্বোধনায় ;
আর, তোমার বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতায়—
যা' হ'তে ঐ বেদনা উদ্ভূত হ'য়েছে—
যত শীঘ্র সম্ভব
তা'র তিরোভাব যা'তে সংঘটিত হয়,
অন্তরাসী হ'য়ে হাতেকলমে
সুবিন্যাসী তাৎপর্য্যে
তা'র সমাধান কর—শ্রেয়-বীক্ষণায়,
প্রসাদ-দীপ্ত ক'রে তোল তা'কে,
আত্মপ্রসাদে অভিদীপ্ত হও,
স্বর্গ সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমাতে ;
প্রিয়র প্রীতিচর্য্যা,
বান্ধবের বন্ধুত্ব,
আশ্রয়ের আশ্রিত-রক্ষণই ঐখানে ।১৯২।

পেলে যা'রা খুশী হয়,
ঐ আকাঙ্ক্ষাই যা'দের সুখ-তৃষ্ণা,
দিতে হ'লেই কষ্ট অনুভব করে,—
তা'রা নিম্ন-সাধারণ,
অন্তর-তৃপ্তি তা'দের উচ্ছলই হয় কম ;
আবার, যারা পেয়ে খুশী হ'লেও
দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে ব'সে থাকে,
দিয়েও বিনীত আত্মপ্রসাদে
সুখলাস্য-নন্দিত হ'য়ে ওঠে—
তা'রা সাধারণ হ'লেও উচ্চ ;
আর, যা'রা দেওয়ার ভিতর-দিয়ে
আত্ম-উপভোগ-অনুদীপনায়
নিজেকে প্রসাদ-উচ্ছল অনুভব করে,
স্বস্তি ও অস্তিত্বপোষণী অবদান-অনুচর্য্যী
উদ্যোগ-অভিদীপনায়
মানুষকে যোগ্যতায় উৎক্রমণশীল ক'রে
সন্তোষে নিজেদের স্বস্তি-মণ্ডিত অনুভব করে,
দেওয়ার প্রলোভন-প্রসাদে
তর্পিত হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-অবদান যা'দিগকে উৎক্রমণী ক'রে
অন্যের প্রতিও
প্রীতি-অবদানমুখর ক'রে তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে ও অনুচর্য্যায়,—
যা'দের হৃদয়
বিভা বিকিরণ ক'রে চলে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তর্পিত ছন্দে,—
মহৎ মানুষ তা'রা । ১৯৩ ।

তুমি কা'রও কাছে লাখ পাও,
তা'র মানে এ বুঝে রেখো না—
তা'কে অমনতর
বা তা'র চাইতে বেশী দেওয়াটাই
তোমার কৃতজ্ঞতার নিশানা,
তুমি যা'র কাছে লাখ-ভাবে
লাখ-রকমে পেয়ে চলছ,
তা'কে যদি তোমার সাধ্যানুপাতিক
তোমার আন্তরিক উৎসারণার অনুচর্য্যায়
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
বিনীত উচ্ছল-অনুবেদনায়
এতটুকু কিছু দাও,
তা'র জন্য এতটুকু কিছু কর—
আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে
আশ্রয়ী অনুচর্য্যার আলিঙ্গনে—
ক্রমান্বয়ী চলনে,
আবার, ঐ অতটুকু উপচয়ী অবদান ও অনুচর্য্যা
তোমার সত্তা ও সাধ্যকে
আত্মপ্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোলে—
বিনীত প্রীতি-অভিবাদনে—
ঐ তা'কে প্রস্বস্তিবান্ ক'রে,—
তাই-ই তোমার অন্তর্নিহিত কৃতজ্ঞতার উচ্ছল অর্ঘ্য,
স্বস্তি
নন্দনা-সঙ্গীতে
তোমাকে অভিবাদন ক'রে
যোগ্যতাকে
প্রসাদ-উদ্দীপনায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে,

সাধ্যও
স্বতঃ-আলিঙ্গনে সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ঐ স্বতঃ-উৎসারিণী অবদান-অনুচর্য্যা
ক্রমচলন-বিভান্বিত হ'য়ে
উদাত্ত হ'য়ে উঠবে—
অভিজ্ঞতা ও আধিপত্যের উপঢৌকন নিয়ে
বিশ্বস্তির বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক-সম্বেগ,
আর, প্রীতি-উৎসারণী অবদানই
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে
ঐশী-অভিদীপনায়
মানুষকে পরিস্ফুরিত ক'রে তোলে । ১৯৪ ।

সমীচীন সত্তাপোষণী দেওয়ার
অপরিহার্য্য উদ্যম
মানুষকে যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
অর্জ্জনায় নিপুণ ক'রে তোলে,
অনুশীলন-তৎপরতায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির পোষণ-বোধনায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
পরিচর্য্যায় সমীচীনভাবে
সম্পৎশালী ক'রে তোলে ;
বিহিত দান-দীপনা
প্রতিগ্রহকেই কুশলতপা ক'রে তোলে,
আবার, ঐ কুশল-তপ
ইষ্টানুগ অনুনয়নে

লোকসেবা ও বর্দ্ধনাকে
বিদীপ্ত ক'রে তোলে,
ফলে, ঐ তা'র ধারণ-পালনী সম্বেগ
প্রদীপ্ত হ'য়ে
ঐশ্বর্য্য-অনুশায়নায়
ইষ্টে অর্থান্বিত হ'য়ে
তৃপ্তির হোমবহ্নিতে
বর্দ্ধনশীল উন্নতিতে
অমোঘ হ'য়ে ওঠে । ১৯৫ ।

লোকানুসেবনায় যা'রা
নিজের আত্মমর্য্যাদাকে
আত্মপ্রসাদে গুরুগৌরবী মনে করে,
লোকস্বস্তি-ভজনাই যা'দের জীবনের
পরম সক্রিয় আকূতি-সম্বেগ—
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়,
অভাবের আপূরণ-প্রতিভা
যা'দের স্বতঃসিদ্ধ—
তা' নিজেরই হো'ক
আর অন্যেরই হো'ক,—
ভিক্ষার স্মিত-অবদান
তা'দের ভজন-প্রসাদ,
অর্জ্জনার হোম-আহুতি
তা'দের জীবন-অভিসার—
সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ আবেগ-অনুকম্পী
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,

কারণ, লোক যা'র স্বার্থ
লোকের স্বার্থও সে ।১৯৬।

মানুষ বেশী কিছু চায় না,
সে চায় তা'র সত্তাবান্ধব,—দরদী,
একটু সুভাষী হও,
তা'র বাঁচাবাড়ার অন্তরায়গুলির
নিরোধপ্রয়াসী হও—
একটু কুশলকৌশলে,
সুব্যবহার কর,
সক্রিয়ভাবে এমন একটু সেবা দাও—
ইষ্টানুগ ধর্ম্মপ্রাণতা নিয়ে
যা'তে তা'র সত্তা স্বস্তিলাভ করে,
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে উদ্যমে,
তোমার স্বভাবে
সম্ভ্রান্ত সামঞ্জস্যের সহিত
শ্রদ্ধার্হ চলন নিয়ে
এতটুকু যদি সে পায় তো
উদ্দাম হ'য়ে চলবে—
তোমাকে ভালবেসে,
তা'র ফলে, ধর্ম্ম তা'র জীবনে
সহজ হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব চলনে,
তা'তে অর্থ তা'কে আপনি সেবা করবে,
হবে কামনার সম্পূরণ—
তা'র নিজেরই উদ্যুক্ত কর্ম্মে,
অনুরাগ-উচ্ছল হ'য়ে

কেন্দ্রায়িত চলন নিয়ে
এনে দেবে তা'র মোক্ষ,
আর, এতে তোমার জীবনও
অমনতরভাবে
প্রজ্ঞাচেতনসমুত্থানে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলতে থাকবে—
ঐ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে
পরিশোভিত হ'য়ে ;
তা'তে তোমারও লাভ,
অন্যেরও লাভ। ১৯৭।

আর একটু কথা বলি—
যাঁ'র আশ্রয়ে, অভিভাবকত্বে
বা সাহায্যে
পরিপালিত হ'চ্ছ,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে
তাঁ'র জন্য কিছু
করবে কি করবেই,
আর, রোজই খুঁজে-পেতে মনে করবে—
কেমন ক'রে কী দেবে,
কেমন ক'রে কী করবে,
আর, তা' দেবে কি দেবেই,
করবে কি করবেই ;
প্রাত্যহিক এই করণ
তোমাকে অনেক-কিছু হ'তে
রক্ষা করবে। ১৯৮।

তুমি যা'র
ধারণ-পালন-নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত—
তোমার অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু সব নিয়ে,—
তোমার সত্তা ও সম্পদ্
তা'রই আধিপত্যে ;
তাই, অধিপতি যেমন—
তাঁ'র অনুচর্য্যা ও অনুচলন
তোমাতে সক্রিয় স্বতঃস্রোতা
যেমনতর,
তোমার দুনিয়ার অবস্থিতিও তেমনি—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক ;
আর, সেটা যেখানে
যতটুকু ভঙ্গুর হ'য়ে চলে—
তোমার ঐ নিয়মনার ব্যতিক্রমও
তোমাকে তেমনতরই
অবলম্বন ক'রে থাকে,
তুমি তদ্‌গ্রস্তও হও তেমনতর । ১৯৯ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আর, ঐ পরায়ণতা নিয়েই
সবাইকে এমনভাবে সেবা কর,
যেন তা'দের অন্তরে
ইষ্টসেবার উদাত্ত আরতি
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
প্রত্যক্ষ প্রদীপনায়
ইষ্টসেবানিরতি নিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—

তাঁ'র স্বস্তি ও শুভ-অভিপ্রায়ের
পূত পরিচর্য্যায়,
আর, এই হ'চ্ছে ভজন বা সেবার
বাস্তব তুক বা মরকোচ । ২০০ ।

তোমার জীবনে মহার্ঘ্য যা'
তাই-ই প্রিয়পরমে অর্ঘ্যান্বিত কর,
যে-অর্ঘ্যের বিনিময়ে হয়তো
বহু অর্থ পেতে,
তা' দিয়ে অনেক গরীবের
সেবা করতে পারতে,
কিন্তু গরীব লোক চিরদিনই থাকবে—,
তিনি গেলে
আর তাঁ'কে পাবে না হয়তো,
আর তোমার ঐ অর্ঘ্যও
নির্ম্মাল্য হ'য়ে উঠবে না;
শ্রেয় যিনি,
বড় যিনি,
তঁদনুচর্য্যী আগ্রহ-অন্বিত সেবা,
ও তাঁ'র মনোজ্ঞ অনুচলনের
কৃতি-প্রেরণা
মানুষকে বড়ই ক'রে তোলে,
আর, তাঁ'র সেবাই হ'চ্ছে—
দারিদ্র্য-বিমোচনী পরম ভেষজ । ২০১ ।

যিনি তোমার প্রিয়পরম—
তিনি মহাভিক্ষু,

তাঁ'র জন্য যোগ্যতার অনুশীলন কর,
সামর্থ্যকে উচ্ছল ক'রে তোল,
দৈনন্দিন প্রস্তুতি নিয়ে বসবাস কর,
তাঁ'র ভিক্ষা যদি কখনও
সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হয়,
তোমার সামর্থ্যের পূত-অঞ্জলি
তাঁ'কে উৎসর্গ ক'রে
তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
যা'তে ধন্য হ'তে পার,
উল্লাস-সম্বেগী হ'তে পার—
এমনতর হ'য়েই অপেক্ষা কর,
ঐই তোমার মঙ্গল-যজ্ঞ,
আর ইষ্টভৃতি তা'রই পূত-স্থণ্ডিল । ২০২ ।

প্রিয়পরম বা প্রেয় যিনি তোমার,
তিনি তোমার সেবা চান ব'লে সেবা কর—
তা' নয় কিন্তু,
তাঁ'র সেবা নিয়ে
তুমি যদি ব্যাপৃত না থাক,
তুমিই কেমন হ'য়ে যাও,
ঐ আকুল আগ্রহ থেকে সেবা কর,
নইলে তোমার চলে না—
এমনতর হওয়াই কিন্তু
তোমার কল্যাণ-নিশান ;
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুগ অনুচলন হ'তে
যদি একটুও ব্যতিক্রান্ত হও,
তোমার অন্তঃকরণ দাউ-দহনে জ্ব'লে ওঠে—

বেদনার মৌন উৎসারণা নিয়ে,
তোমার জীবনে তাঁ'র অনুগ্রহ কিন্তু তাই ;
স্বতঃ-স্বেচ্ছ আগ্রহে
তুমি তাঁ'রই নিদেশবাহী,
কারণ, তাঁর পরিচর্য্যাই
তোমার জীবনচর্য্যা ;
তোমাকে তিনি নিদেশ করেন,
তোমার সেবা তিনি চান,
তোমার অর্ঘ্য-অবদান
তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন,
এমনতর রকমে যা'ই কিছু করবে,—
তা'তেই কিন্তু তোমার অভিমান নিহিত থাকবে,
এ অভিমান আত্মগর্ব্ব ;
তাই, তা' তামস চলন,
তোমার প্রীতি সেখানে দারিদ্র্যদুষ্ট
তখনও,
তা' তোমাকে প্রাঞ্জল সাত্বত সম্পদের
অধিকারী ক'রে তুলবে কমই । ২০৩ ।

বিজ্ঞ, বিশারদ
ও লোকহিতী যাঁ'রা,
মহামানব যাঁরা—
যে-যোগ্যতা নিয়েই তোমার জীবন-চলনাকে
চলন্ত ক'রে রেখেছ—
সেই যোগ্যতা তাঁ'দের প্রয়োজনে
যখন লাগবে—
তা' টের পেলেই

স্বতঃ-উৎসারণশীল সশ্রদ্ধ অন্তরে
তাঁদের কাছে হাজির হ'য়ে
সেই সেবায় যদি তোমার যোগ্যতাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পার—
প্রাপ্তিপ্রত্যাশারহিত হ'য়ে,
ঐ যোগ্যতা তোমার
দীপন-উদ্দীপনায় উৎসারণশীল হ'য়ে চলবে,
তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
সমৃদ্ধি 'স্বাগতম্' ব'লে
তোমাকে অভিনন্দিত করতে থাকবে ;
আর, তোমার হামবড়ায়ী ঔদ্ধত্য অভিযান
যদি অবজ্ঞা করে তাঁ'কে,
দেখতে পাবে—
অদূরেই
দুরদৃষ্ট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে । ২০৪ ।

মানুষ বিরহ বা ঔদাসীন্যে কাতর হ'লেও
প্রিয়র অবজ্ঞা বা অননুচর্য্যা
দুর্ব্বহই হ'য়ে থাকে তা'র কাছে,
অহং-অভিমান-সংক্ষুব্ধ, বেদনাদীর্ণ
ক'রে তোলে তা'কে,
এমন-কি, ভাগবত মানুষের পক্ষেও তা'ই—
যদিও তাঁ'রা সমঞ্জস চলনেই চ'লে থাকেন
অকামাহত হ'য়ে—
বোধি-বিচক্ষণতায় ;
তাই, কাউকে যদি
প্রিয় ব'লেই গ্রহণ ক'রে থাক—

তা'র অবজ্ঞা বা অবহেলায় বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
ক্ষোভপ্রশমক অনুচর্য্যায়
হৃষ্ট ক'রে তোল তা'কে—
অবশ্য যদি ঐ অবজ্ঞা
বৈশিষ্ট্য-অপদস্থকারী,
অসৎ-সন্দীপী না হয়,
যদিও সাধু সঙ্গতিতে অনুতাপদিগ্ধ
সৌহার্দ্দ্য ও শান্তি-স্থাপনই শ্রেয়,—
সুখী হবে উভয়েই । ২০৫ ।

স্বকেন্দ্রিক একায়নী অনুচর্য্যার
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,
যত পার
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ চর্য্যা-চারণ
তোমার চরিত্রকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলুক—
উপচয়ে সার্থক ক'রে
তোমার শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁ'কে ;
আর, এই চর্য্যা-অনুরতিই
মানুষকে পূর্ণত্বে
সমাসীন ক'রে তোলে—
ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে
সমষ্টিতে আসীন অনুবেদনায়,
উৎসের উৎসারণী মাধুর্য্যে,
সত্তার পরম উৎসর্জ্জনায় ;

ঈশ্বর যা'-কিছুরই
পরম উৎসর্জ্জনী উৎস ।২০৬।

তোমার অন্তর্নিহিত সম্বেগ
স্বকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ধারণ-পালন ও পোষণ-প্রবর্ত্তনে
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে যতই উঠবে—
যেসনতরভাবে,
স্বস্থ পরিবেষণে,
লোক-রঞ্জনী অনুসেবনায়,—
ঐশী আশিস্‌ও তোমার ব্যক্তিত্বে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি তৎপরতায়,
বোধন-অর্থনায় মাঙ্গল্য-অভিযানে
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে ;
স্বকেন্দ্রিক অনুচর্য্যী উপচয়ী
এই কৃতিবর্দ্ধনাই হ'চ্ছে—
ঈশ্বরের উদাত্ত আশিস্,
যা' করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ায় পর্য্যবসিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে পাওয়ায় প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
সাধু সঙ্কর্ষণের ভিতর-দিয়ে
বিনায়নী বিভূতি নিয়ে ।২০৭।

অন্যের সুখ ও সুবিধাকে অবজ্ঞা ক'রে
বা বিহিত বিন্যাস না ক'রে

যে বা যা'রা
নিজের সুখ ও সুবিধায় যত
শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন বা লোলুপ কর্ম্মনিরত,
তা'রা বেকুব বুদ্ধিমানের মতন
নিজের সুখ ও সুবিধার পথকেই
কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তোলে ;
তুমি অন্যের সুখ ও সুবিধার
বিনায়নী ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাপোষণী সুখ ও সুবিধাকে
সলীল ক'রে তোল,
এই সলীল লোক-সম্পর্ক—
যা' তোমাকে বাস্তবে
বিবর্দ্ধনভূত ক'রে তোলে
তা'ই ঈশ্বরীয় আশীর্ব্বাদ ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
সুব্যবস্থ,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী-সম্বেগ । ২০৮ ।

যাঁ'রা সুকেন্দ্রিক সন্তর্পিত তপস্যায়
অস্তি ও বৃদ্ধির সেবা ক'রে চলেছেন,
সত্য ও শুভের সেবা ক'রে চলেছেন—
বাস্তব কর্ম্মঠ বোধি-তৎপরতায়,
তাঁ'রাই মহৎ,
মহাজন তাঁ'রাই ;
ঐ মহাজন বা মহতের পথ অনুসরণ কর,
তাঁ'দের পথ সবারই পথ,

তাঁ'দের বাণীই সত্য ও শুভের বাক্-প্রতীক,
তাই, শাস্ত্রের নিদেশ—
'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ',
গণ-স্বস্তিই তোমার কামনা হো'ক,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক, প্রবৃত্তি-অভিভূত
অব্যবস্থ, সহজ প্রলোভন-প্রবণ গণ-চাহিদাগুলি
যেখানে তা'দের
জীবন-বৃদ্ধির অন্তরায়ী হয়,—
সেখানে সেগুলিকে অবলম্বন না ক'রে
ঐ গণমতের অনুনিয়ন্ত্রণে
তা'কে মহৎ-পন্থায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'দের অস্তি, বৃদ্ধি বা জীবন-সম্বর্দ্ধনাকে
যোগ্যতার সন্বিকাশে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
গণসেবা তা'কেই বলে । ২০৯ ।

প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুকম্পায়
তোমার পরিবার ও পরিবেশের
প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখ—
কা'র কী অভাব, কী অভিযোগ,
কে কেমনতর কী আপদ বা বিড়ম্বনায়
নিপীড়িত হ'চ্ছে বা হ'তে যা'চ্ছে,
ব্যাধি-বিকৃত হ'য়েই বা কে
স্বস্তিহারা হ'য়ে পড়ে আছে,—
অনুকম্পী আপ্যায়না নিয়ে
তোমার যতটুকু সাধ্য সেগুলিকে দেখ,
বাক্য ও ব্যবহারে তা'দিগকে আশ্বস্ত কর,

যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়
তত্টুকু সাহায্য করতে বিরত হ'য়ো না—
অসৎ-নিরোধী অনুবীক্ষণা নিয়ে
প্রস্বস্তিপ্রসন্ন পরিচর্য্যায় ;
সবাই যেন বোধ ক'রতে পারে,
তুমি একজন তা'দের দরদী বান্ধব,
একান্ত আপনার,
এতটুকু সক্রিয় সানুকম্প চলনায়
তোমার বর্দ্ধনার পথের
পাথেয় হ'য়ে উঠবে অনেকেই ;
সার্থক সুকেন্দ্রিক অনুকম্পী পরিবেদনাতেই
ঈশ্বর অন্তরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন । ২১০ ।

মানুষের রকম-সকম দেখে
চালচলন দেখে
যদি তা'র অন্তঃস্থ চাহিদা
নির্ণয় ক'রতে পার,—
তা'ই ভাল ;
আর, তোমার প্রেষ্ঠের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলনা
যতই তোমাকে
তৃপ্তিপ্রসন্ন ক'রে তুলবে
পরিচর্য্যী উদগ্র আগ্রহ-উন্মাদনায়—
তোমার অন্তর-পোষণা ও আত্মবিনায়নাও
ততই স্বতঃ ও সলীল হ'য়ে উঠবে—
তোমার অনুভব-শক্তিকে তীক্ষ্ণ ক'রে ;
তাই বুঝেসুঝে

দেখেশুনে
যেখানে যা' যেমনতর করতে পার—
তা'ই ক'রো ;
না বলতে
বুঝে যত করতে পার—
চাহিদাকে আপূরণ ক'রে,
সেবা স্বতঃ সেখানে ;
আর, সেবার নাম ধ'রে
অভিপ্রায়কে জেনেও কিংবা চিনেও
যদি না করতে পার,
তা' কিন্তু দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ,
সেবক নামধেয়
কাপট্যই সেখানে অধিষ্ঠিত । ২১১ ।

বদান্যতা যা'র সাত্বত—
তা'র ভিতরে সঙ্কীর্ণতা কম,
সে বৈধী-বৈশিষ্ট্যপালী,
আপূরয়মাণ অনুকম্পাশীল স্বতঃই ;
আর, যে বা যা'রা
ঐ বদান্যতাকে উপভোগ করে,
তা'রা যদি ঐ বদান্যতা নিহিত যেখানে
তাঁ'র প্রতি বদান্য না হয় সক্রিয়ভাবে,
তা'রা সঙ্কীর্ণই হ'য়ে ওঠে—
সব দিক্ দিয়ে ;
তাই, যা'রা তোমাকে দেয়—
যেমনতর সঙ্গতিই তোমার থাক,
সক্রিয় আগ্রহ-দীপনায়

সাধ্যমত তাঁ'দের দিও ;

এক-কথায়

যে দেয়—

পাওয়ায় সে উচ্ছল হয়ই ;

আর, যে দেয় না—

সে প্রাপ্তিতৃষ্ণাতুর,

তাই, সক্রিয় পরিচর্য্যা-পোষণায় কৃপণ—

তা'র সত্তা যে সঙ্কীর্ণ—

তা' অতি নিশ্চয় ;

তাই, যেখানে যা'র কাছে

যাই-ই পাও,

তুমিও তা'কে দিতে

কসুর ক'রো না—

আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক্ষমতায় যা' কুলায় ;

পিতার সাত্বত দীপনা

ও মায়ের পোষণ-পরিচর্য্যা—

বাপ-মায়ের এই ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়

তুমি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,

তাই, তুমি তাঁ'দের ;

যাঁ'দের কাছে তুমি পেলে

আপ্যায়নী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে

তাঁ'দের যদি না দাও,

সেবায় সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে

না তোল যদি,—

তমসার সঙ্কীর্ণ সন্ধান

তোমাকে

আতুর না ক'রে তুলেই কি ছাড়বে ? ২১২ ।

তোমার আচার্য্য যিনি,
তিনিই আচরণ-দক্ষ,
জ্ঞানবৃদ্ধ,
স্নেহ-স্রোতা,
কল্যাণ-মূর্ত্তি,
তিনি তোমার পরম আশ্রয় তো বটেই,
তা' ছাড়া, তোমার আশ্রয় যিনি—
যাঁর উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
চলছ,
করছ,
পা'চ্ছ,
পেয়ে পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,
সত্তাকে বজায় রেখে
দুনিয়াকে উপভোগ করছ,—.
তাঁ'র সংরক্ষণাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য,
তাঁ'র পোষণ-বর্দ্ধনাই
প্রধান লক্ষণীয় ও করণীয় তোমার,
তা' যদি না কর—
তুমি কৃতঘ্ন,
স্বার্থপ্রত্যাশা তোমাতে
যেমনতরই ব্যতিক্রম আনুক না কেন,—
সে-ব্যতিক্রম যদি তাঁ'কে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
সে তোমার গুরুতর অপরাধ,
তা'হ'লেই বুঝে দেখ—
যিনি তোমার পরম আশ্রয়,
তাঁ'র প্রতি কী দায়িত্ব তোমার,

কী করা উচিত,
নিজের যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁ'তে যদি
উৎসর্গ-অন্বিত হ'য়ে না ওঠ—
ভাবায়, বলায়, করায় আচারে, ব্যবহারে,
তোমার ভালমন্দ
অন্তর-বাহিরের যা'-কিছু আছে
সবগুলিকেই যদি
তাঁ'র শুভ-অনুচর্য্যী ক'রে না তোল,
ব্যতিক্রম-দুষ্ট হও,—
তোমার স্থান কি শাতন-নিলয়ে নয়কো ? ২১৩।

আচার্য্য-শিষ্য,
পিতা-পুত্র,
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ,
আশ্রয় ও আশ্রিত—
এরা অনুচর্য্যী সেবক হ'লেও
সর্ত্ত-বিহীন,
কিন্তু প্রভুভৃত্য,
সেব্য-সেবক,
এক-কথায় যা'রা সর্ত্ত-নিবদ্ধ,—
যেখানে তা'রা পরিভৃত হয়,—
সেই-ই তা'দের পরম স্থল,
আর, সর্ত্তবদ্ধ হ'লেই
সর্ত্তের ব্যত্যয়ে
ঐ ভরণ যেখানে যত বিশদ

তারা তা'কেই অবলম্বন ক'রে
চলতে পারে,
আর, যে-সংশ্রবে সর্ত্ত নেই—
তা' কিন্তু অত্যাজ্য,
তা'কে ত্যাগ ক'রে
অন্য কিছুকে অবলম্বন করা—
তা' অপলাপী অকৃতজ্ঞতা । ২১৪ ।

তুমি যা'ই কর না কেন,
যা' নিয়ে ব্যাপৃত থাক না কেন,
তোমার জীবনের মূল ধৃতি যিনি,
ভিত্তি যিনি,
যাঁ'কে আশ্রয় ক'রে,
যাঁ'র অনুপ্রেরণা নিয়ে
তোমার জীবন
সম্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে যা'চ্ছে,
তোমার সেবানুচর্য্যা
যদি তাঁ'তে সার্থকতা লাভ না করে,
তিনি যদি অবজ্ঞাত হন,
তোমার জীবনের সব করাগুলি
সঙ্গতিহারা হ'য়ে
তোমাকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
তোমার যোগ্যতা
বিচ্ছিন্ন বহুদর্শিতায় বিভক্ত হ'য়ে
সঙ্গতিকে অর্থহীন, বিচ্ছিন্ন,
বিপর্য্যয়ী ক'রে তুলবে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,

ঐ ধৃতি-পুরুষ যিনি তোমার—
তাঁ'কেই পোষণ-বর্দ্ধনায়
পর্য্যাপ্ত ক'রে তোল,
ঐ পর্য্যাপ্তির প্রাচুর্য্য-পরিবেষণে
পরিবেশকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে পারবে । ২১৫ ।

কা'রও কোনপ্রকার
উপযুক্ত অনুচর্য্যা না ক'রে
তুমি যদি তা' হ'তে
যা' হো'ক কিছু নাও—
আত্মস্বার্থ-পরিপোষণায়,—
তা'হ'লে ঠিক বুঝো—
তা'র স্বার্থে কোন-না-কোন প্রকারে
তোমার আনত হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনাই
সমধিক,
ফলে, ঐ পাওয়ার লোভানিতে
শ্রেয় বা ইষ্টার্থকে দেবার প্রবৃত্তি
তোমাতে সচেতন হ'য়ে
তাঁ'র অপচয় ঘটাতে কসুর করবে না ;
শ্রেয় বা অন্যের ক্ষতি ক'রেও
ঐ যা' পা'চ্ছ—
তা'র দিকেই
একটা লুব্ধতার বাগ নিয়ে
চলতে থাকবে ;
তাই, নিরাশী হ'য়ে
বিহিতভাবে ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
তোমার ক্ষমতায় যা' কুলায়

মানুষের জন্য ক'রো,
আর, তা'রা যা' খুশী হ'য়ে দেয় তোমাকে,
তা' নিও—
ইষ্টার্থের অপচয় না ক'রে,
বরং তা'র উপচয়ী তৎপরতায়,
ব্যত্যয়ের বিমর্দ্দন হ'তে
ঢের রেহাই পাবে,
আর, অর্জ্জনাও ক্রমশঃই তোমাকে
পবিত্র পদক্ষেপে
অভিনন্দিত ক'রে চলবে ;
পাওয়ার পরম বত্ম'ই হ'চ্ছে—
আত্মস্বার্থের দিকে দৃকপাত না ক'রে
শ্রেয়চর্য্যায়
উপচয়ী আত্মনিয়োজনা ;
নজর রেখে, বেশ ক'রে খতিয়ে চ'লো । ২১৬ ।

সহ্য করতে শেখ,
সহনপটু হও—
কষ্টকে অতিক্রম ক'রেও ;
তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে,
তা'র ব্যাঘাত না ক'রে
সহানুভূতি-সন্দীপনায়
তা'কে অনুতপ্ত ক'রে তুলতে
দৃঢ়সঙ্কল্প হও ;
কা'রও প্রয়োজন যদি হয়,
তোমার খাদ্য দিয়ে
তা'কে তৃপ্ত ক'রতে সচেষ্ট থাক—

নিজে না খেয়েও
ঐ তৃপ্ত করার সুখে ভরপুর থেকে ;
শীতে যদি কেউ
সঙ্কুচিত-কম্পমান হ'য়ে থাকে,
তোমার কোর্ত্তাটা দাও—
যদি তোমার সাথে অন্য-কিছু নাও থাকে,
ঐ সহানুভূতির আনন্দই
তোমার শীতাতপ সহ্য করার ক্ষমতাকে
সন্দীপিত ক'রে তোলে যেন ;
পথহারা যদি কেউ তোমাকে ড'কে—
যতটুকু এগিয়ে দিলে সে খুশী হয়
যদি পার, তা'র চাইতেও
অনেক বেশী দিও,
সে যেন তোমার অনুচর্য্যায়
ভরপুর হ'য়ে
অনুকম্পা-উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে ;
উপযুক্ত অনেক বিষয়েই এমনি ক'রো—
নিজের স্বস্তিকে অটুট রেখে,
বর্দ্ধিত ক'রে । ২১৭ ।

যাঁর পোষণ-পরিচর্য্যী নিয়মনায়
তুমি উৎসারিত হ'য়ে উঠেছ
বা হ'য়ে চলেছ,—
স্বার্থ-সংক্ষুধ সন্ধিৎসায়
তাঁ'র পোষণ-পরিচারিণী সেবার
স্বাভাবিক দায়িত্ব হ'তে
নিজেকে ছিন্ন ক'রে

যখন কেবলমাত্র আত্মস্বার্থ-সেবায়
নিজেকে নিয়োজিত করেছ বা করলে—
তোমার উপচয়ী সেবা হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তাঁ'কে,
ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধকে ছিন্ন ক'রে,
তুমি ঠিক জেনো—
এটা তোমার মহত্ত্বর উৎক্রমণ তো নয়ই,
বরং একটা অন্তরনিরুদ্ধ
কৃতঘ্ন, দুষ্ট অকৃতজ্ঞতা
তোমার এমনতর জীবন-অভিযানের মূলে
আধিপত্য করছে ;
বলায় ও চলায়
ভাঁওতাবাজির আড়ম্বর নিয়ে
যতই চল না কেন,—
তুমি সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী, কৃতঘ্ন । ২১৮ ।

যে নিজেকে অক্ষত রেখে
অন্যকে বাঁচিয়ে চলবার প্রবণতা
যত নিখুঁত সক্রিয়তায়
আহরণ করতে পারে—
সে ততই বেঁচে থাকা
ও সম্বর্দ্ধনার সংস্কারকে
জীবনে সার্থকতায় সংহত ক'রে তুলে
ব্যক্তিত্বকে বাঁচবার উপযোগিতায়
সজাগ রাখতে পারে ;
আবার, অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে
যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে

বা মৃত্যুকে বরণ করে,
এর ভিতর-দিয়ে
সে নিজেকে
অকৃতকার্য্যতার উত্তাল অভিনিবেশেই
নিমজ্জিত ক'রে তোলে,
কারণ, তা'তে বোধি ও চলন
বিয়োগান্তক হ'য়ে ওঠে;
আর, যে অন্যের ক্ষতি ক'রে
নিজেকে বাঁচাতে চায়,
তা'র ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ তো হয়ই না,
বরং তা'
সঙ্কুচিতই হ'তে থাকে। ২১৯।

মানুষকে ফুল্ল ক'রে তুলতে পারবে না—
সেবা-সন্দীপনায়
সে-দায়িত্বের
বালাই বহন করতেও নারাজ বাস্তবে—
অথচ তুমি কাছে গেলেই
সে বা তা'রা তোমার সাথে কথা কইল না,
আদর-আপ্যায়িত করল না,
খাতির-মুরোদ করল না,
এই ভেবেই তোমার মন খিঁচড়ে গেল,—
আপ্যায়িত অনুচর্য্যার দাবী
অহঙ্কার-অভিভূত হ'য়ে
তোমাতে যে বসবাস করছে
তা' বুঝতেও চাও না;
তাই, যদি মানুষকে

আদর-আপ্যায়ন, সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
নন্দিত ক'রে তুলতেই না পার,
অথচ নন্দিত হবার দুর্ম্মদ আকাঙ্ক্ষা
দাবীর আধিপত্যে চালিয়ে দাও,—
এতে তোমার অবস্থাই
বিরক্তিকর হ'য়ে উঠবে সবার কাছে—
সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে মানুষ
তোমার আবির্ভাবে—
দরদী হওয়া তো দূরের কথা;
আচার, ব্যবহার, আপ্যায়ন ও আত্মত্যাগে
মানুষকে নন্দিত বা ফুল্ল ক'রে
না তুলতে যদি পার—
তা'দের অনুচর্য্যায় ফুল্ল হবার আকাঙ্ক্ষা
ত্যাগ কর এখনও,
আচার-ব্যবহার-আপ্যায়নে
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় দিয়ে
তা'দের আপনার ক'রে নাও,
নইলে, ব্যর্থতা
অটুট ধিক্কারে
তোমাকে নস্যাৎ ক'রে তুলবে সন্দেহ নাই,
চাও তো সাবধানে চল । ২২০ ।

স্পর্দ্ধা বা হামবড়াইয়ের জন্য
যে ত্যাগ কর—
তা' কিন্তু ত্যাগ নয়কো,
বরং ঐ হামবড়াইয়ের পরিপোষক তা',
আর, নিজের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার দিকে

লক্ষ্য না রেখে
অন্যের সুখসুবিধা-বিধান
ও আপদ-নিরাকরণের প্রণোদনা থেকে
যা' দাও,
তা' ঐ ত্যাগেরই
গরিমা নিয়ে চলে—

বিনায়নের অনুকম্পী সিংহাসনে
সমাসীন ক'রে তোমাকে,
তোমারই জয় ঘোষণা করতে করতে,
আর, যদি কাউকে সাহায্যই কর,—
সেই মূল্যে তা'কে তোমার সুবিধার জন্য
পদানত করতে চেও না,
ওকেই বলে ত্যাগ,—

যা'র প্রতিক্রিয়ায়
পোষণ-উপঢৌকন
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠতে
উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হ'য়ে চলে ;

আবার, যে তোমার স্বস্তি ও সুবিধায়
আত্মনিয়োগ ক'রে চলে,—
তা'কে যদি পুষ্টি না দাও,
উপচয়ী ক'রে না তোল,
তোমার ঐ অকৃতজ্ঞ চলন
তা' কিন্তু হারাবে—
চক্রবৃদ্ধিহারে
সুদ-সমেত । ২২১ ।

ঘৃণ্য তোমার কাছে কেউ নয় কিন্তু—
বিশেষতঃ তুমি যদি
আচার্য্যকেন্দ্রিক ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে চল ;
সৎই হো'ক
বা অসৎই হো'ক,
সাধুই হো'ক,
বা চোরই হো'ক.
সবাই কিন্তু জীবনীয় সত্তা নিয়ে
বসবাস করে,
আর, জীবনের দ্যুতিই হ'চ্ছে—
আত্মিক সম্বেগ,
যা' বিহিত-বিনায়নী উদ্বোধনায়
জীবনকে জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে,
সবার মধ্যে এই আত্মিক সম্বেগকে
উদ্দীপিত ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-বৈশিষ্ট্য ;
সৎ-এর কাছে তুমি
সক্রিয় সেবানুদীপ্ত শুভ-সম্বর্দ্ধনা,
অসৎ-এর কাছে তুমি
হৃদ্য অনুনয়নী উৎসারণায়
অসৎ-নিরোধী মাঙ্গলিক অনুনয়ন,
সাধুর কাছে তুমি
শুভচর্য্যী কল্যাণ,
চোরের কাছে তুমি
শুভ-প্রেরণার বৈধী হৃদ্য-অনুশাসন —
যা'র প্রভাবে সে তোমাতে আকৃষ্ট হ'য়ে

চৌর্য্যবৃত্তিকে পরিহার করতে
পশ্চাৎপদ হয় কমই ;
তোমার ঐ জীয়ন্ত শ্রদ্ধাময় ব্যক্তিত্ব —
সদাচারের পরম উৎসাহ,
অনুচর্য্যার পরম নন্দনা,
কদাচারীর কাছে
জীবন-বিনায়নী স্বস্তির
শুভ-সমাচারী পরম প্রেরণা ;
এক-কথায়,
তোমার সেবার ক্ষেত্র কিন্তু সবাই,
যে যেমনই হো'ক,
তা'কে শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার আত্মিক ধর্ম্ম,
সদনুচর্য্যী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার স্বস্তি-প্রসাধন ;
তাই, তোমার সাধ্যে যেমনতর কুলায়
তেমনি ক'রে এই অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে উজ্জীবিত ক'রে চলতে হবে ;
কা'কেও যদি ঘৃণা কর—
ঘৃণা কিন্তু করবে তুমি
তোমারই অন্তর্নিহিত অন্তর্দেবতাকে ;
মূর্ত্ত-দ্যুতি ঐ আত্মিক সম্বেগ—
যা' প্রতিটি জীবনে
জীয়ন্ত বিকিরণায় দীপ্তিমান,
তাই, বুঝে দেখো—
ঘৃণ্য তোমার কাছে কে ? ২২২ ।

তুমি খানিক নিজের,
খানিকটা অন্যের,—
তা' তোমাকে বিব্রতি-বহুল
ফাটলে বিভক্ত ক'রে
বিকৃত দুঃশীল ক'রে তুলবে ;
তাই, তুমি একায়িত হও,
সেই সত্তা-স্বার্থই
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক—
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে ;
লাখ জনের স্বার্থ-চর্য্যা কর,
তা'তে কোন ক্ষতি নাই,—
যদি ঐ এক সাত্বত স্বার্থে
অর্থান্বিত হও—
দৃঢ়-অন্বয়ী তাৎপর্য্যে । ২২৩ ।

কোন পরিবার, সমাজ, দেশ বা প্রদেশই
নিজে-নিজে বাঁচতে
বা বেড়ে চলতে পারে না,
কারণ, তা'র তা' বাড়বার উপকরণ
বা আবহাওয়া নিতে হয়
তা'র পরিবেশ থেকে,
যে-পরিবেশ
ঐ পরিবার, সমাজ, দেশ বা প্রদেশের বাইরে
উৎক্রমণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বেঁচে থাকবার বা বাড়বার
অনুক্রিয় তৎপরতায়

চলৎশীল হ'য়ে রয়েছে,
ব্যষ্টি বা সমষ্টি সবারই পক্ষে
অমনতর পোষণ
অনুপাতিকভাবে প্রয়োজনীয় ;
তাই, তোমার কোলে অন্যকে
পরিপোষণী অনুচর্য্যায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে যেমন,—
তেমনি অন্যের কোলেও
আত্মপোষণী অনুশ্রয়ী তৎপরতায়
তা'কে অবলম্বন ক'রে
সেবা-সহযোগিতা নিয়ে
তোমাকেও থাকতে হবে,
বাড়তে হবে ;
তাই, কা'কেও কেউ
ত্যাগ করতে পারে না,
এই ত্যাগের কল্পনা
একটা বাতুলের
আত্মম্ভরি প্রলাপ ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
তাই, সইতেও হবে সবাইকে
বইতেও হবে সবাইকে—
আদর্শ-অনুধ্যায়ী সত্তাপোষণী
অনুক্রমণী অনুনয়নে ;
এই অনুক্রমী অনুনয়ন-তৎপরতাই
যেমন তোমার সত্তার পরম সোহাগ,
তেমনি পরিবেশেরও পরম সম্পদ্ ;
তাই, তোমার বাড়ী,

তোমার ঘর,
তোমার পল্লী,
তোমার দেশ—এগুলি
পরিবেশের সেবার ঘাঁটি ছাড়া
আর কিছু নয়,
যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাধ্যানুযায়ী
অন্যকে পোষণ দিতে হবে,
আর, সেই পোষণের ভিতর-দিয়ে
নিজে থাকতে হবে—
সম্বৃদ্ধি-তৎপর হ'য়ে ;
তাই, মনে রেখো—
তুমি একা নও,
বহুতে বিস্তার লাভ ক'রে
তোমার আবির্ভাব হয়েছে—
বহুরই সাত্ত্বিক সম্পোষণার সম্পদে
নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে ;
এর পরিধি যা'র যত বেশী,
ব্যষ্টি, পরিবার ও সমষ্টিতে
এই সম্পোষণী চর্য্যা
যা'র জীবনে যতই
নিষ্পন্নতায় সুবিস্তৃত,
তা'কেই লোকে তত
বড় ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে,
মহাত্মা ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে ;
আর, এই পোষণা শুধু মৌখিক নয়কো—
কর্ম্ম-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলা,

যা' মানুষকে বাস্তবতায়
অধিরূঢ় ক'রে
আধ্যাত্মিক অনুবেদনায়
তৎপর ক'রে তোলে—
আদর্শকে বা নিজেকে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
উপলব্ধি ক'রে,
উপভোগ ক'রে,
অনুক্রমণী সেবানুচর্য্যায়,—
যা'তে যোগ্যতায় দ্রুত হ'য়ে ওঠে মানুষ,
মহান্ হ'য়ে ওঠে মানুষ—
দক্ষতার নিপুণ অনুচলনে ;
মনে যেন থাকে,
বুঝে চ'লো—
তুমি কী,
তোমার করণীয়ই বা কী ,
সুকেন্দ্রিক সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
ধারণ-পালনী আবেগ-দীপনা
বিহিত আশিস-বর্ষণে
তোমাকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক । ২২৪ ।

জীবনের মাপকাঠি কিন্তু তা' নয়—
যে, শ্রেয়ানুচর্য্যাকে বাদ দিয়ে
দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ক'রে
অবদলিতদিগকে শুশ্রূষা ক'রে
নিজেকে ধন্য ব'লে মেনে নিয়ে
ধুক্ষা-ধর্ষিত জীবন নিয়েই

খুশী হ'য়ে থাকলাম ;

যদি পার—

নিজে আদর্শনিরত হ'য়ে ওঠ,

শ্রেয়প্রবণ হ'য়ে ওঠ,

নিজেকে শ্রেয়তপাঃ ক'রে নাও,

ঐ তপস্যা তোমার যোগ্যতাকে

জীয়ন্ত ক'রে তুলুক,

তোমার বাক্য-ব্যবহার-অনুচলনের ভিতর-দিয়ে

তোমার ঐ শ্রেয়ানুরঞ্জিত, সুকেন্দ্রিক

বিধি-বিনায়িত স্বস্তিদীপনী সত্তা

প্রীতি-বিকিরণায়

ঐ তা'দের অন্তরে

স্বস্তি-প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক,

এই কর্ম্মানুশীলনের ভিতর-দিয়ে

যোগ্যতা আহরণ করুক,

আর, ঐ যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে

আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক,

লোকনারায়ণ দারিদ্র্যমুক্ত হ'য়ে উঠুন ;

আর, ঐ সমবেত হৃদয়ের

সাম-সঙ্গীত শুনতে-শুনতে

তোমার ঐ শ্রেয়-নারায়ণে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে

স্বস্তি-নন্দনায়

তা'দিগকে উপভোগ কর,

স্বর্গের পারিজাত-মলয়

তোমাকে অমৃতদীপ্ত ক'রে তুলুক ;

আদর্শ-অনুপ্রাণন-পরিচর্য্যী প্রেরণায়

সেবা-নিরতি-যাগতপাঃ

যতক্ষণ না হ'য়ে উঠছ,
তুমি লোক-অন্তরকে
স্পর্শও করতে পারবে না,
ধন্যবাদ-আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
দৈন্যদীর্ণ ধুক্ষায় ধর্ষিতই ক'রে চলবে,
গর্ব্বেপ্সু গরিমা
অন্ধতমোতেই
তোমার সংস্থিতি নির্দ্দেশ ক'রে দেবে । ২২৫ ।

যাঁ'র কর্ম্মে তুমি নিয়োজিত হয়েছ,—
যাঁ'র উন্নতির উপর
তোমার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করছে,
যাঁ'কে দিয়ে তোমার আত্মমর্য্যাদা,
পারিবারিক ও পারিবেশিক পরিচর্য্যা
সম্ভবমত বজায় রেখে চলেছ,
কর্ম্ম-নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে যদি উপচয়ী না ক'রে তুলতে পার—
বিহিত সময়ে,
বিহিত প্রয়োজনে,
বিহিত রকমে,
ত্বরিত তদ্বিরে,
তঁদর্থী ক্লেশ-সুখ-শালিন্যে,
বিহিত সুব্যবস্থ বিধানে
তাঁ'র আয়-ব্যয়কে বিনায়িত ক'রে
তাঁ'কে অর্জ্জনোচ্ছল ক'রে না তুলতে পার যদি,
তা' করতে গিয়ে

সুখ-সুবিধা উপভোগের প্রলোভনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোল যদি,
কাজে গাফিলতি কর,—
তুমিও উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
কারণ, তাঁ'রই আয়ের উপর
তোমার জীবন-চলনা নির্ভর করছে,
তুমি তাঁ'র প্রয়োজনীয়ই
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার চিন্তা, বিবেচনা,
বোধিকুশল ব্যবস্থা,
ত্বরিত-নিষ্পাদনী আগ্রহ—
এগুলির সমঞ্জস-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
উৎপাদনকে যদি
প্রকৃষ্ট ক'রে না তুলতে পার,
তুমি তাঁ'র পক্ষে
উপচয়ী হ'য়ে উঠতে তো পারবেই না,
নিজেকেও অবসন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার গ্রাসাচ্ছাদনই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে ;
এই বিবেচনা ক'রে
যাঁ'কে দিয়ে তুমি পরিপুষ্ট হ'চ্ছ,
তাঁ'র ভরণ-কুশল হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
তাঁ'কে বর্দ্ধনমুখর ক'রে তোল,
সে-বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তুমিও বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, তোমাকে বহন করতে
তিনিও পারবেন না,

আর, তাঁ'র ঘাড়ে যতই দোষ চাপাও,—
তোমার পরিপোষণী প্রয়োজন
তিনি কুলিয়েই উঠতে পারবেন না,
তাঁ'কে দোষারোপ কর,
আর অপবাদই দাও,
অকাট্য প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে পারবে না
তাঁ'র,
আর, এই প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠতে না পারাই
তোমার পক্ষে অকৃতিত্বের লক্ষণ ;
তুমি কী পেতে পার—
তোমার নিষ্পাদনী কৃতিত্বই
তা' ব'লে দেয় কিন্তু ;
তাই, যদি চাও,
উপচয়ী চলনে চল,
নয়তো, পাওয়াই তোমার
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে । ২২৬ ।

যা'রা পুণ্য বা প্রত্যাশা-সিদ্ধির
প্রলোভন নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ বা শ্রেয়চর্য্যা করতে যায়,
যা'র ফলে, তা'রা ভাবে—
যা'ই কেন করুক না তা'রা,
যেমন চলায়ই চলুক না,
দয়ালের দয়ায়
তা'দের অন্তরের চাহিদাগুলি
সুসিদ্ধই হ'য়ে উঠবে,

কারণ, ঐ শ্রেয়
ঈশ্বর-প্রসাদ-সন্দীপ্ত,
তাঁ'র দর্শনে, স্পর্শে ও অনুচর্য্যায়
কামনাসিদ্ধি হ'য়েই থাকে,
এমনতর তাত্ত্বিক চলন নিয়ে
যা'রা শ্রেয়সেবা করতে যায়—
প্রত্যাশার চাহিদা-সঙ্কুল অন্তঃকরণে,
তা'দের শ্রেয়চর্য্যা তো হয়ই না,
নিজের প্রত্যাশার চর্য্যাও হয় না ;
তুমি শ্রেয়চর্য্যা-প্রত্যাশা নিয়েই
যদি শ্রেয়চর্য্যা করতে যাও,—
তাঁ'র স্বস্তি ও সুখে
তুমি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ কর,
তোমার কর্ম্ম, ভাব, বাক্য
সৎ সাহস
বেপরোয়া সুগতি
সব দিয়ে
কর্ম্মতপাঃ অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে চলাই যদি
তোমার অন্তরের পরম আকূতি হয়,—
আবিল প্রত্যাশার
আবিল কুহক যদি তোমাকে
বঞ্চনার দিকে
কিছুতেই লুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,—
উচ্ছল-অনুরাগের উদাত্ত আহ্বানই
যদি তোমার অন্তঃকরণকে উচ্ছল ক'রে
শ্রেয়সেবাতেই নিরত ক'রে তোলে,—

আর, ঐ কৃতিদীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্বের ভিতর-দিয়ে
ধৃতির ভিতর-দিয়ে
সার্থক অধ্যবসায়ী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত বোধি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সার্থকতায়
প্রসাদনন্দিত ক'রে
চারিত্রিক বিভায়
যদি বিভূতিমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পার তুমি,
তুমি দেখতে পাবে—
তুমি কল্পতরুর মূলেই আছ,
আর, তোমার ঐ শ্রেয়ই হলেন—
বাঞ্ছাকল্পতরু ;
তোমার অন্তঃকরণ
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
প্রসাদ-প্রসন্ন হ'য়ে
প্রবুদ্ধ সম্বেগে বলতে থাকবে
বাস্তব অনুবেদনা নিয়ে—
শ্রেয় আমার !
তুমিই কল্পতরু,
তুমিই কামনার
বিনায়নী কলস্রোতা সিদ্ধিরই সোপান,
তুমিই জীবনের অমৃত-তোরণ । ২২৭ ।

যা'রা সেবা-সন্ধিৎসু অর্জ্জন-উন্মুখ,—
তা'রা অল্পমাত্র প্রেরণা বা সাহায্য পেলেই
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে

নিজের ও অন্যের
সম্ভাপোষণার সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে,
অনুচর্য্যী উৎসারণায়
পার তো তা'দের সাহায্য কর ;
আর, যা'দের সাহায্য করলে
বা অনুপ্রেরিত ক'রে তুললে
গৌণে অর্জ্জন-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে,—
পরিচর্য্যায় দ্বিতীয় স্থান তা'দেরই ;
অর্জ্জন-সম্ভাব্যতা আছে যা'দের—
তা'দের সাহায্য করলে
অনেকে পরিপোষিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, সর্ব্বাগ্রে এদের সাহায্য ক'রে
অন্যকে যতটা পার কর ;
এদের জন্য না ক'রে
যা'দের দ্বারা তা'রা নিজেরা বা অপরে
কেউই পরিপোষিত হয় না,
তা'দের যতই সাহায্য কর—
তা'রা কিছুতেই অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে না,
বরং তা'রা তোমাতে নির্ভরশীল হ'য়ে
না-পারার খেলোয়াড় হ'য়ে দিন কাটাবে ;
তা'দের সাহায্যের পরিমাণ
অন্যায্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে যতই,
দেউলিয়ার পথে অগ্রসর হ'তে থাকবে
তেমনতর,
কারণ, তা'দের লোকপরিচর্য্যার প্রবৃত্তি কম,
তা'রা পোষক হ'তে চায় না,
শোষক হ'য়েই দিন কাটাতে চায়—

নানারকম খেয়ালের দার্শনিক ভাঁওতায়
বা অজুহাতের বায়নায়
অন্যকে ধাঁধিয়ে দিয়ে ;
তাই মিতি-বিবেচনা নিয়ে
যেখানে যেমন করবার তাই-ই কর ;
মনে রেখো—
যা'দের সাহায্য করলে বা সুযোগ দিলে
সাধু-সন্দীপনায় কৃতী হ'য়ে উঠবে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবে,—
তা'রাই তোমার সাহায্যের
প্রথম ও প্রধান স্থান । ২২৮ ।

যা'রা শ্রেয়কে ভালবাসে,
তাঁ'র সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা ছাড়া
কিছুই ভাল লাগে না ব'লে
ব'লে থাকে,
অথচ তাঁ'র কখন কোন্ অবস্থায়
কী প্রয়োজন
সেদিকে সন্ধিৎসু নজর নেইকো,
বা তা'র উপকরণ-সংগ্রহে উদাসীন,
তাঁ'র যখন যেটুকু প্রয়োজন
তা' বুঝে নিজেকে তেমনতর
প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারে না,
অনুচর্য্যী নজর দিয়ে
তাঁ'র অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে
বিহিত ব্যবস্থাও ক'রতে পারে না,
প্রয়োজনের পূর্ব্বে সংগ্রহ ক'রে

বিহিত বিনায়নী ব্যবস্থায়
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে,
সুদর্শিতা ও বোধি-বিনায়িত সংগ্রহের
অন্বিত তৎপরতায়
তাঁ'কে সার্থক ক'রে তুলে,
নিজেকে উপযুক্তভাবে
যোগ্যতায় সাজিয়ে রাখার
আকূতি যা'দের নেই,
সেবা-আকূতি আছে—ভাবে,
কিন্তু তৎক্রিয়াসম্পন্ন নয়কো যা'রা,—
বুঝে রেখো—
অনুচর্য্যা বা সেবা
তা'দের আন্তরিক আগ্রহ নয়কো,
সেবা বা অনুচর্য্যার বাহানায়
প্রত্যাশা ও অলস উপভোগ-আপূরণ-প্রয়াসী হ'য়ে
চলাই তা'দের স্বভাব,
তাই, তা'রা বোধ ও বিবেচনায়
সক্রিয়ভাবে সেবা-প্রস্তুতিকে
সুন্দর বিন্যাসে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে চলতে পারে না ;
এমনতর যা'রা
তা'রা প্রত্যাশা বা উপভোগ-মত্ত
ভাবালু সেবক ছাড়া
আর কিছুই নয় তখনও । ২২৯ ।

তুমি চাকুরীজীবীই হও,
আর ব্যবসায়ীই হও,

প্রত্যাশাকে মুখ্য ক'রেও যদি চল,
তা'হলেও অন্ততঃ—
অশক্ত, মহৎ ও পুণ্য-প্রতিষ্ঠানে
আত্মনিয়োগ করেছেন যাঁ'রা—
তাঁ'দের কাছ থেকে
কিছু না নিয়ে
আরোতর অন্তরাবেগে
তাঁ'দের শুভচর্য্যা ক'রবার
সৌভাগ্য যদি জোটে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রো,
নির্ব্বাহ ক'রো –
অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
এর ভিতর-দিয়ে
প্রত্যাশাভিভূত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলার বিরুদ্ধে
তোমার প্রবণতা খানিকটা
পরিপোষিত হবে,
ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপ্তি লাভ ক'রতে থাকবে
অনেক ব্যষ্টিতে,
এবং ওই প্রীতি-প্রণোদিত সেবাই
তোমার পসার বাড়িয়ে
উপার্জ্জনকে স্বতঃ ক'রে তুলবে ;
মনে রেখো—
প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে যতই চলবে,—
সঙ্কীর্ণতরও হ'য়ে উঠবে তেমনি,

উপার্জ্জনও সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে
তত্টুকু;
কিন্তু তুমি যদি
সেবার সৌভাগ্য পেয়ে
বাস্তবে উদ্‌যাপন কর তা'কে—
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে,
মানুষও তখন সুযোগ পেলে
তা'দের সাধ্যমত
তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে
বিরত হবে না—
স্বতঃ-অনুবেদনায় ;
তোমার পরিচর্য্যা
যতই প্রতিটি ব্যষ্টিতে
পরিব্যাপ্ত হবে
প্রত্যাশালুব্ধ না হ'য়ে—
প্রীতি-অর্ঘ্য যা'র যা' জোটে,
তা' তোমাকে দিয়ে
মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে
বঞ্চিত হ'তে চাইবে কমই,
ফলে, তোমার আয়ও ব্যাপ্তিলাভ করবে—
যদিও তোমার পরিচর্য্যা
প্রত্যাশালুব্ধ নয়কো ;
শিব-সুন্দর পরিব্যাপ্ত
প্রতিটি ব্যষ্টিতেই,
আচার্য্যকেন্দ্রিকতায়
প্রতিটি ব্যষ্টির শুভ-অনুচর্য্যায়
যতই তৎপর হ'য়ে উঠবে,—

তোমার উপার্জ্জনের ব্যাপৃতিও
বেড়ে যাবে ততই । ২৩০ ।

কা'রও সৎ বা শুভ প্রয়োজনে
সক্রিয় অনুবেদনায়
প্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে
তা'কে যদি সাহায্য না কর,
তা'র সহায় না হও,
এতটুকু ত্যাগ-স্বীকারের
আত্মপ্রসাদী অনুকম্পা
যদি না থাকে তোমার,
তুমি প্রত্যাশা করতে পারবে না—
তোমার প্রয়োজনে
কেউ তোমাকে
এমনতর সক্রিয় অনুকম্পা নিয়ে
ত্যাগী আত্মপ্রসাদে সাহায্য করবে ;
তাই, তুমি মানুষের নিঃস্বার্থ অনুকম্পী
সক্রিয় অনুকম্পা যদি চাও,—
সৎ ও শুভ প্রয়োজনে
তা'কে তেমনি সাহায্য কর—
নিরাশী হ'য়ে,
প্রত্যাশপ্রলুব্ধ হ'য়ে নয়কো ;
তোমার জীবনে ঐ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা
যতই প্রবল হ'য়ে চলতে থাকবে,
লোক-অনুকম্পা
ঐশী অনুবেদনা নিয়ে
ততই তোমাকে সাহায্য করতে

হস্ত প্রসারণ ক'রে চলবে—
প্রায়শঃই তা' দেখতে পাবে ;
তাই, তুমি মানুষের প্রতি যা' কর না,
তেমনতর পাওয়ার প্রত্যাশা
একটা ভূতুড়ে আত্মপ্রতারণা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ২৩১ ।

প্রয়োজন যদি থাকে—
পরিচর্য্যায় পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
সার্থকতা আপনিই আসবে । ২৩২ ।

দান যদি
হিসেব ক'রে না দেওয়া যায়,
তা'হলে তা'
বিপদকেই ডেকে আনে । ২৩৩ ।

তোমার নেওয়া যদি
দেওয়ায় উৎসারিত না হয়—
শক্তি ও সামর্থ্যমত,
বুঝে রেখো—
তোমার পাওয়া
সমীচীন তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে চলবে না ;
তুমি বাঁচ,
আর সবাইকে বাঁচাও,
তোমার সত্তাসংহতি
উচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকুক । ২৩৪ ।

প্রীতিদীপ্ত দেওয়ার অন্তঃকরণে
পাওয়ার তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে,
তুমি দাও—
তা' সাধ্যানুপাতিক,
আর, যেমন পার
সবার স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
দিয়ে-থুয়ে
বিহিত অনুকম্পায়
প্রত্যাশায় প্রবুদ্ধ না হ'য়ে,
দেখবে—
ভক্তি-অর্ঘ্য
বহনদীপালী নিয়ে
তোমার নিকটে উচ্ছল হ'য়ে চলেছে ;
যত পার—
সুখী কর অন্যকে,
তুমিও সুখী হও নিজে-নিজে । ২৩৫ ।

ক্ষমা কর—
শিষ্ট তাৎপর্য্য নিয়ে,
তাই ব'লে, কা'রো ক্ষতি ক'রতে যেও না—
যদি তা'তে
মাঙ্গলিক তাৎপর্য্য না থাকে । ২৩৬ ।

বিপর্য্যস্ত হ'য়ো না,
তোমার চলা সাবলীল হ'য়ে
যেন নিজেকে
দাঁড়াবার উপযুক্ত ক'রে তোলে,

অন্যকেও যেন তা'
দাঁড়াবার সাহায্য ক'রে চলে—
যথাবিহিত চর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ।২৩৭।

গোপনে
যে তোমাকে যা' বলতে চায়—
তা'কে নিরোধ ক'রো না,
বরং প্রীতিসন্দীপ্ত ব্যবহার ও সমীক্ষণে
যদি সেবাদীপ্ত তাৎপর্য্য নিয়ে
সুবিনায়নে
তা'কে সৌষ্ঠবসমন্বিত করতে পার—
তবেই পুণ্য তোমার সেখানে ।২৩৮।

আর্ত্ত যা'রা, দুঃস্থ যা'রা,
রুগ্ন যা'রা, মুমূর্ষু যা'রা,
বুভুক্ষু যা'রা—
এগিয়ে চল তা'দের কাছে,
আশার বাণীতে
প্রাণশক্তিকে
দৃপ্ত ক'রে তোল,
তা'দের অবসন্ন দেহকে অঙ্কে তুলে নাও,
তড়িৎ-দক্ষতায় ক্ষিপ্র-চকিতে
এমন ব্যবস্থিতির সমাবেশ কর—
যা'তে তা'রা প্রাণ পায়,
উঠে দাঁড়াতে পারে,
যত পার, মৃত্যুর করাল ছায়াকে সরিয়ে দিয়ে
জীবনের আলোকপাত ক'রে

দীপন সৌজন্যে
মমত্বের উদ্গাতা হ'য়ে
তৃপ্তি সিঞ্চন কর তা'দের অন্তরে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-অনুরঞ্জনায়,
বাঁচাও, প্রাণবান্ ক'রে তোল তা'দের—
যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনি পরিপোষণ দিয়ে,
তোমার পরিস্থিতিকেও
ঐ ব্রতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
তা'রাও যেন তোমার মত
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় কর্ম্ম-তৎপরতায়
একটা সমবায়ী শক্তিদীপনায়,
হাসি ফুটাও তা'দের মুখে
আশা দাও তা'দের বুকে—
প্রাণন-পরিচর্য্যায় জীয়ন্ত ক'রে
শরীরে, মনে, জীবনে
সামর্থ্যের সঞ্চার ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুগ বোধন-তৎপরতায়
যোগ্যতায় যুক্ত ক'রে তোল,
একটা স্বাবলম্বী, সহযোগী
সানুকম্পী সক্রিয় অনুকম্পনায়—
এমনি ক'রেই প্রতিপদে
তোমার সেবা যেন
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
দুটো অন্নজল দিয়েই
তোমার সেবাব্রতকে

সাঙ্গ ক'রে তুলো না ওখানেই,
তা'দের জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তোল,
উপচয়ী শ্রম-তৎপরতায়
সামর্থ্যবান্ ক'রে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তোল,
তুমি সবারই স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াও,
প্রাণবন্ত, সহৃদয়ী, সক্রিয়-সেবামুখর
আচার, ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গীতে—
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
প্রতিপ্রত্যেকেই তা'রা যেন
তোমারও স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
প্রিয়পরম
আশিস্-উচ্ছলায়
আবির্ভূত হউন তোমার অন্তরে । ২৩৯ ।

তুমি শ্রেয়সন্দীপী সুকেন্দ্রিক অনুকম্পী
অনুবেদনা নিয়ে
যদি কা'রও কোন উপকার কর,
সেই যে তোমার উপকার করবে—
উপকৃত হ'য়ে,
তা' কিন্তু নাও হ'তে পারে,
কারণ, যা'র উপকার করছ,
যে তোমাকে-দিয়ে উপকৃত,
তা'র আত্মনিয়মনী সম্বেগ,
যা' দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণে
আগ্রহের উদ্দীপ্তি হ'য়ে ওঠে.

যে-উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়ায়
উপকারীর উপকার করতে
মানুষকে আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
তা' তা'র নাও থাকতে পারে ;

কিন্তু তোমার অন্তরে ঐ উপকার-প্রবৃত্তি
এমনতরভাবে বিনায়িত হ'য়ে
অনুবেদনী আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে পারে,—

যে-আগ্রহ
লোকের অন্তরে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে
তোমার প্রতি উপকার-প্রবণ হ'য়ে ওঠার
প্রলোভন জাগিয়ে তুলতে পারে ;

তাই, সাধ্যানুপাতিক
লোক যা'তে তোমা হ'তে উপকৃত হয়—
তা' কর,
যা'কে করছ—
সে তোমার জন্য যদি কিছু নাও করে,
ঐ প্রেরণা উপযুক্ত অন্তঃকরণে
এমনতর উন্মাদনার সৃষ্টি করবে,
যা'তে সে তোমাকে দিয়েই কৃতার্থ হবে,
যদিও—
'অপাত্রে অযোগ্য দান
দাতা গ্রহীতা দুই-ই ম্লান' ;
আবার, পাওয়ার প্রলোভনে
উপকারী সাজলে
তা' কিন্তু ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী । ২৪০ ।

শ্রেয়-সঞ্জাত, উৎকৃষ্ট-অনুধ্যায়ী
নারীই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
অপকৃষ্টকে যখনই তা'দের
সেবা ও পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন,
সদাচার-অন্বিত তৎপরতায়,
শ্রেয়-শালিন্যে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
অভিজাত গুরুগৌরবী পিতামাতার ন্যায়
হৃদ্য আবেগ নিয়ে
উপযুক্ত অনুশ্রয়ী আত্মনিয়মনে
তা'দের তা' করা উচিত,—
যে-পরিচর্য্যার ফলে,
ঐ অপকৃষ্টের অন্তরে
শ্রদ্ধোৎসারিণী সম্ভ্রমের উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব
পরিপোষণ করার ইচ্ছা
স্বভাবতঃই গজিয়ে ওঠে,
অনুসরণী অনুচলন
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে তা'দের অন্তরে—
একটা ভক্তি-উৎসারিণী সমীহ নিয়ে
প্রাণস্পর্শী বিনীত অভিবাদন-অনুক্রমণায় ;
এর ভিতর-দিয়েই
মাঙ্গলিক অভিসারণার
আবির্ভাব হ'তে থাকে ;
নয়তো, শ্রেয়হারা বিলোল সংস্রবের
সঙ্কীর্ণ আকর্ষণে
অযৌন-জনন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে

অর্থাৎ, সংস্রবী সঙ্গতির ফলে
ঐ উৎকৃষ্ট যা'রা,
তা'দের অন্তঃকরণ সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত হ'য়ে
ঐ অপকৃষ্টের প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' সহজেই হ'য়ে উঠতে দেখা যায় ;
সেইজন্য সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধান
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ,
বিশেষতঃ নারীরা ত্বরিতই
সংস্রবদুষ্ট হ'য়ে থাকে
পুরুষের চাইতে,
আর, তদনুগ আচরণেও
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে ত্বরিতই,
তাই, নারীদের পক্ষে
ঐ সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চলা
অতীব প্রয়োজনীয় ;
ঈশ্বর-অনুবেদনী আরতি
মানুষের উন্নতির পরমপ্রসাদ,
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বরই জীবনের জীবন-বিভব । ২৪১ ।

যে-কোন পরিচর্য্যাই করতে যাও না কেন—
আর, সে-পরিচর্য্যা
তোমার জীবনে
যদি অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠে থাকে —
তো যা'র পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়েছ
সে যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
শুধু লৌকিক কর্ত্তব্যবোধে নয়—

জীবনের অনিবার্য্য আকূতির
আগ্রহোন্মাদনায়
তা'র সেবা না করতে পারলে
জীবনকে তৃপ্ত ও স্বস্থই বোধ হয় না—
এমনতরই যেন হয়ে ওঠে ;
তাহ'লে দেখতে হবে—
তোমার সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সন্তোষ
সানন্দ-প্রভাবান্বিত হ'য়েছে কিনা—
যা'র সেবা করছ তা'র মনকে
সুস্থ, দীপ্ত ক'রে
তা'কে সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিসম্বুদ্ধ
ক'রে তোলার সক্রিয় প্রচেষ্টা
তোমাকে পেয়ে ব'সেছে কিনা—
তোমার ঐ আকূতি
তোমাকে স্বতঃই দক্ষ, ক্ষিপ্র ও কুশলকর্ম্মা
ক'রে তুলেছে কিনা—
সন্ধিৎসু ব্যবস্থিতির সুচারু, সমঞ্জস
সার্থক সমাবেশে—
পরিবেশ বা পরিকরদিগের সহিত
সদ্ব্যবহারসম্পন্ন সহযোগিতা
সহজ হ'য়ে উঠেছে কিনা তোমার—
কা'রও অবাঞ্ছিত কোট্‌কে
নির্ব্বিরোধে সদ্ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পার কিনা—
হীনম্মন্যতা-প্রভাবান্বিত হ'য়ে
অন্যের প্রতি দ্বেষ বা আক্রোশবশতঃ
তা'র পরিচর্য্যা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে উঠেছ কিনা,—

যদি উঠে থাক
তা'তে আগ্রহ তোমার
আত্মম্ভরিতার স্বার্থমলিন
আত্মপ্রতিষ্ঠ রাহাজানি-মাত্র—
ঐ পরিচর্য্যা
পথেই নষ্ট পেয়ে যাবে,
তাই, যা' তোমাকে-দিয়ে সম্ভব
নিজে ক'রো,
পরিকর বা পরিবেশের সহিত
সদ্ব্যবহারে তা'দিগকে নন্দিত ক'রে
তা'দিগকে-দিয়ে ঐ পরিচর্য্যাকে
দক্ষ, সুপোষিত ক'রে তুলো',
বাচাল ও বেফাঁস আলোচনা থেকে
বিরত থেকো—
নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে,
কা'রও দোষকেই মুখ্য ক'রে ধ'রে
তা'কে অপদস্থ ক'রো না—
বরং স্বাদু নিয়ন্ত্রণে বিন্যস্ত ক'রে তুলো'
শুভ বিন্যাসে,
নিজে কোট্ ক'রো না—
পরিবেশের ভিতর কা'রও কোট্
বা হামবড়াই রকম দেখলে
তা' পরিপূরণে সাহায্য ক'রো—
যদি তা'
ঐ পরিচর্য্যাকে ব্যাহত না করে,
আর, এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে চ'লো
যা'তে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে

তা'রা সুখী হয়—
তোমাকে সুখ্যাতি ক'রে
তা'রা আত্মখ্যাতিরই সুখ অনুভব করে,
করণীয় যা'—
এমনতর সতর্ক নজরে
তা'কে পর্য্যবেক্ষণ ক'রো—
সময়মত সহজে তা' যেন সম্পাদিত হয়,
আর, তা'ই করাই যেন তোমার
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
বিরোধ-ব্যত্যয়গুলিকে এড়িয়ে
নিজ-সহ সবাইকে যা'তে
নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে এনে
সুব্যবহার ও যথোপযুক্ত সেবায়
ফুল্ল রেখে
তোমার ঐ পরিচর্য্যার ব্রতকে
সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবে সুসম্পন্ন ক'রতে পার
তা'ই ক'রো,
করা বা সেবার ভিতর-দিয়ে যদি
নিজের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ হয়—
পরিকর ও পরিবেশদিগকে
প্রীতিবন্ধনে নিবদ্ধ রাখতে পার—
তা'দিগকে ঐ উৎকর্ষ-চলনের যাত্রী ক'রে
দক্ষ-কুশল-কর্ম্মঠ ক'রে—
তা'তে কিন্তু তোমারই উৎকর্ষ
ঐ পরিবেশ নিয়ে,
এতে নিজেও প্রতিষ্ঠা পাবে,
আর, পরিচর্য্যাও প্রসন্ন হবে । ২৪২ ।

তুমি যতই গণসেবী কর্ম্ম কর না কেন,
গণকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
এক-আদর্শে উদ্দীপ্ত ও নিবদ্ধ ক'রে না তুলছ—
অকাট্য আকুতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে'
তা'দের হৃদয়কে,—
তা'রা পরস্পর পরস্পরকে
নিজের স্বার্থ ব'লে অনুভব করবে কমই,
যোগ্যতার অভিদীপনায়
সম্বেগ-শালিন্যে
সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে কমই,
প্রবৃত্তি-আবিষ্ট, অলস-স্বার্থ-সংক্ষুধ
লোলজিহ্ব হ'তে বিরত হবে কমই ;
তা'রা বুঝবে না ধর্ম্ম,
বুঝবে না তদনুচর্য্যী কর্ম্ম,
আসবে না যোগ্যতা,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তা ও স্বার্থপরিচর্য্যা
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না তা'দের ভিতরে ;
ঐ অলস প্রলোভন তা'দিগকে
বিচ্ছিন্নতায় বিশ্লিষ্ট ক'রে
গোলামি-প্রবুদ্ধ ক'রে
সরাষ্ট্র নিজেকে
পরপদতলে আহুতি দিতে
একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, তা'দের অন্তরস্থ বোধিচক্ষু
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে না,

তাই, কর্ম্মানুনয়ন
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অভিনিবেশ নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, চাই প্রথমেই আদর্শে দীক্ষা,
আত্মনিয়ন্ত্রণী প্রচেষ্টা ও সমুচিত নিয়মন,
সত্তার ধারণ ও পোষণ-প্রবর্দ্ধনামণ্ডিত
শিক্ষা ও অনুশীলন,
সুকেন্দ্রিক, বীর্য্যবান্, যোগ্য,
প্রাণন-প্রবুদ্ধ, অভিজাত সন্তান ;
তাই বলি—
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যী প্রাণন-দ্রোহী অভিলাষগুলিকে
স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
এখনই ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী দীক্ষায়
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
ভেদের ভিতরেও
প্রাণন-বিবর্দ্ধনী অভেদকে
সংস্থাপিত কর,
ত্রাণ তোমাদিগকে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে ;
নয়তো, বিলম্ব
পরিস্থিতিকে
ঘূর্ণিত বিক্রমে
জাহান্নমের দিকে
নিয়ে যাবেই কি যাবে—
জীবনীশক্তিকে অযথা

দুরাগ্রহ-দুর্দ্দশায়
প্রতিপদক্ষেপে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে । ২৪৩ ।

তুমি লোককল্যাণব্রতী হও,
আর, তা'ই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক—
কিন্তু তা'
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ ইষ্ট-অনুগ পন্থায়,
ঐ কল্যাণব্রতই তোমাকে
আত্মিক অভিযানে শ্রেয়ধর্ম্মী ক'রে তুলবে—
সত্তাকে সাবলীল স্বাবলম্বী ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আরপূয়মাণ
শ্রেয়ানুধ্যায়ী কীলক-কেন্দ্রে
সংহত ক'রে সবাইকে,
তা'দিগকে আত্মিক অনুবন্ধে উদ্বাহী ক'রে—
পারস্পরিক অর্থান্বিত স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় ;
কল্যাণকর পরাক্রমী আত্মিক সম্বেগ
মানুষের দুর্গতিকে দলিত ক'রে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
প্রত্যেককে স্বাবলম্বী সমুন্নত ক'রে তুলে থাকে,
যদিও অসৎ-অভিসন্ধির যেখানে প্রভুত্ব—
লোকজীবনের আত্মিক সম্বেগ
বিধ্বস্তি-বিহ্বল হ'য়ে
ম্রিয়ল চলনে চলৎশীল সেখানে সাধারণতঃ,
সেখানে ঐ পাবক-প্রাণ কল্যাণব্রতী যাঁরা—
তাঁ'রা দুর্গতির কবলে বিধ্বস্তি লাভ ক'রে থাকেন ;
তাই, বিপাক-বিধ্বংসী

পরাক্রমী বেষ্টনী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
ঐ ব্রতপরায়ণ যত হ'তে পার
ও করতেও পার অন্যকে
ততই ভাল,
বিপাকের দন্তুর আঘাত হ'তে
অনেকটাই রেহাই পাবে তা'তে,
তখন ঐ সক্রিয় প্রীতি-নিবুদ্ধ কল্যাণ-আলিঙ্গন
মানুষের আত্মিক সম্বেগকে
জীয়ন্ত ক'রে তুলে'
ঐ দুর্গতির ভিতর অদম্য প্রাচীর
সৃষ্টি ক'রে তুলতে থাকবে স্বতঃই ;
ক্ষোভ, ভয়-বিহ্বলতা ও ক্লেশ-পীড়ন উপেক্ষা ক'রে
ঐ ব্রত-উদ্‌যাপন যে করতে পারে—
অন্তরের অন্তরীক্ষ হ'তে
জয়গান তা'কে উল্লসিত ক'রেই রাখে—
তৃপ্তিদ স্তাবক অনুশীলনায় ;
ঈশ্বর কল্যাণময় । ২৪৪ ।

মানুষকে
প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলির নিয়মনে
অবস্থানুপাতিক ক্রিয়ার
সুসঙ্গত, স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য-বিন্যাসে
আচরণসিদ্ধ ক'রে তুলতে অবসর না দিয়ে,
স্বাধীন দায়িত্ব গ্রহণে অপটু ক'রে তুলে,
তা'দের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপযুক্ত
লওয়াজিমা সরবরাহ ক'রে চলবে যতদিন—

প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে অবসন্ন ক'রে,—
ততদিন হয়তো তা'কে
বল্গা টেনে ঠিক রাখতে পার ;
কিন্তু যতদিন যোগ্যতার অভিদীপনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণী বিন্যাস-বিবর্ত্তনে
পরিবেশের সাথে আপূরণী সঙ্গতি-সমন্বিত অন্বয়ে
তা'কে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে
অভ্যস্ত ক'রে না তুলছ,—
যে-মুহূর্ত্তেই ঐ শাসন ও সরবরাহ থেমে যাবে,—
তন্মুহূর্ত্তেই তা'র নিস্ক্রিয় বৃত্তিগুলি
ছন্ন-দীপনায় সক্রিয় হ'য়ে
সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে
বিস্ফোরণ সৃষ্টি করতে ত্রুটি করবে না ;
তাই, যা'ই কর, আর তা'ই কর,—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সংহত ক'রে
সন্দীপিত ক'রে
পারিবেশিক সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক-অন্বয়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে স্বতঃ ক'রে তোল—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্বই
স্বভাবতঃ অমনি হ'য়ে ওঠে,
এই করতে গেলে
যেখানে যেমন প্রয়োজন, তা'ই কর,
তবেই সে মঙ্গলের অধিকারী হ'য়ে
মাঙ্গলিক হ'য়ে উঠতে পারবে সবার কাছে । ২৪৫ ।

মানুষের দুঃখে, কষ্টে, আপদে, বিপদে
দৈন্যে, দুরবস্থায়

'সবারই এমনতর হয়,
তোমারও হ'য়েছে,
তা' ব'লে দুঃখ ক'রবার আর কী আছে?'—
এমনতর কথায় সান্ত্বনা দেওয়া
ক্লীবত্বেরই লক্ষণ;
কা'রও দুঃখদ এমনতর কিছু হ'য়েই যদি থাকে,
তা' আর হ'তে দেবে না—
এমনতর প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রবর্ত্তনা
ও তন্নিয়মনী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'কে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পুরুষোচিত প্রপূরণী সান্ত্বনা
বা উপযুক্ত পৌরুষ-প্রবোধনা;
তুমি যদি বীর্য্যবান্ হও,
বীর্য্যবত্তার আভিজাত্য যদি থাকে,
আর, ঐ আভিজাত্যে
গুরু-গৌরবী হ'য়ে থাক তুমি,—
মানুষের বেদনায়
সান্ত্বনা বা প্রবোধ দেবার
মনুষ্যত্বব্যঞ্জক হৃদয় নিয়ে
ঐ পৌরুষ-সন্দীপ্ত সান্ত্বনা ও প্রবোধে
মানুষকে দীপ্ত ক'রে তোল,
তৃপ্ত ক'রে তোল;
তা'দের অন্তরের অজস্র স্বস্তিবাদ
তোমাকে শ্রদ্ধার আসনে অধিরূঢ় ক'রে
প্রীতি-মাল্যে বিভূষিত ক'রে তুলুক;
ঈশ্বর স্মিত-দীপনায়

অব্যক্ত বাক্যে ব'লে উঠুন—
'তোমার জয় হো'ক' । ২৪৬

তুমি যদি কা'রও নিয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
নির্ভরতাকে অপঘাত ক'রে
ভরসাকে ব্যাহত ক'রে
উপচয়ী তৎপরতাকে জালঙ্গলি দিয়ে
অপচয়কে অবাধ ক'রে দিয়ে
নিজের তালকে মুখ্য ক'রে নিয়ে চল,
প্রবৃত্তিগুলিকে—
তোমাকে যিনি নিয়োজিত করেছেন
তাঁ'র পরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত না কর,
তঁদুপচয়ী কর্ম্মক্লেশে নিজেকে ক্লিষ্ট মনে কর,
বিপাকে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,—
তোমাকে যে একবার দেখেছে—
তা'র কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ক'রে,—
কেন সে নিজের ক্ষমতাকে ক্ষয় ক'রে,
তোমার পোষণ, উন্নতি, উদ্বর্দ্ধনা বা উপচয়কে
নিজের স্বার্থেরই প্রতিভূ ক'রে ধ'রবে ?
তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে
তা'র সত্তা ও স্বার্থের
মুখ্য-পরিষেবী না হ'য়ে
পরিপোষক না হ'য়ে
পরিরক্ষক ও পরিপূরক না হ'য়ে
নিজের চাহিদাকে মুখ্য ক'রে নিয়ে
তা'র পোষণ-বর্দ্ধনাকে গৌণ ক'রেই নিয়ে চল,
শুধু তা'ই নয়,

আবার তা'র শোষক হ'য়ে ওঠ,
আর, আশা কর—
সে তোমার পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক হ'য়ে দাঁড়াবে,
তা' কিন্তু নেহাৎই অবান্তর প্রত্যাশা,
তাই, যা'কে তুমি তোমার
পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনার কেন্দ্র ক'রে নিয়ে চলতে চাও,—
তা'র স্বার্থকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে নাও আগে,
সেইটাকে মুখ্য ক'রে নাও,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার সন্ধিৎসা
ও ত্বরিত চলন নিয়ে চল,
তৎপর থাক তা'তেই—
কুশলকৌশলী দক্ষ-বোধায়নী প্রবর্ত্তনা নিয়ে,
তা'কেই সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
এক-কথায়, তা'কেই আঁকড়ে ধর,
তা'র উপচয়ী কর্ম্মে ব্যাপৃত হ'য়ে চল,
তা'রই হও,
আর, এই হওয়াটা যতই
উপচয়ী দীপনা নিয়ে
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার আত্মপুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনাও
তেমনি সরাসরিভাবে
তোমাকে উচ্ছল করবেই,
তুমি পাবেও তদানুপাতিক ;
নতুবা, ঐ ভূতুড়ে চলনা
প্রেতপঙ্কেই তোমাকে নিক্ষেপ করবে

উচ্ছৃঙ্খল আপদের ইন্ধন জুগিয়ে ;
ঈশ্বর
যে যুক্ত তা'র বোধে দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
আর, ঐ বোধ-বিধৃত চলনাই
সুখ ও শান্তির বরপ্রদ আশীর্ব্বাদ । ২৪৭ ।

বেগার-প্রথাকে ত্যাগ ক'রো না,
বরং বিহিত মর্য্যাদায়
পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোল,
পরার্থ-চিন্তা ও চর্য্যাকে বরবাদ ক'রে
স্বার্থ-চিন্তা ও চর্য্যা
কষ্টপ্রসূই হ'য়ে থাকে ;
ঐ বেগার-পরিচর্য্যায়
পারস্পরিকতা বাড়বে,
পরার্থে আত্মনিয়োজনায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার পরিবেশ হ'তে
দরিদ্রতা বিদূরিতই হ'তে থাকবে ;
আরো, ঐ পারস্পরিক
চিন্তা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাদের সংহতিও শক্ত হ'য়ে উঠবে,
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়
সবাই সবার হ'য়ে উঠবে—
অনুকম্পী স্বতঃ-উৎসারণী
অনুবেদনা নিয়ে ;
আর, বেগার দেওয়া মানেই
কা'রও কাছে কিছু প্রত্যাশা না ক'রে

তা'র আয়-উন্নতি যা'তে হয়,
তা'তে আত্মনিয়োগ ক'রে
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোলা । ২৪৮ ।

চাষবাস, শিল্পসামগ্রী
বা যা'ই কিছু কর—
তা' ব্যক্তি ও পরিবার-গত রকমেই কর,
আর, যেখানে প্রয়োজন
বেগারের ব্যবস্থা কর—
সাত্বত আগ্রহ-সন্দীপনা
অনুকম্পা-পরায়ণ অনুচর্য্যা-নিরতি
ও ব্যক্তিগত কৃতি-পরিবেষণ নিয়ে ;
বেগার দেওয়া মানে—
আমন্ত্রণ-অনুরুদ্ধ হ'য়ে
বিনা পারিশ্রমিকে
পরস্পরকে প্রয়োজন-অনুযায়ী
সাহায্য করা ;
ঐ করাগুলি যদি সমবায়ী রকমের হয়—
সেই-ই ভাল,
যা'তে কা'রও বেলায়
কোথায়ও কোন অপ্রতুলতা না থাকে
এমনতরভাবে ;
উপচয়কে এমনি ক'রেই
উদ্বর্দ্ধনে নিয়ে যাও,
উন্নতির সহজ চলনে
বর্দ্ধনমুখরিত হ'য়ে
সামগ্রিক সম্বর্দ্ধনায় চলতে থাক—

প্রাপ্তির লোভে নয়,
প্রদীপ্তি-পরিচর্য্যায়,
আর, এইটেই হ'চ্ছে—
সহজ প্রাকৃতিক সম্বর্দ্ধনী পরিচালনা । ২৪৯ ।

শ্রমকে কখনও অবহেলা ক'রো না,
যেমনতর আত্মনিয়োগ করলে
সন্ধিৎসু অনুবেদনা নিয়ে
যেমন ক'রে নিয়োজিত হ'লে
নিষ্পন্নতাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পার,—
তা' করবেই কি করবে,
তা'তে একটুও অবহেলা ক'রো না ;
ঐ অবহেলা কিন্তু
নিজের সামর্থ্যকেই অপলাপ করে,
তাই, তা' অপরাধের ;
তোমার মজুরির জন্য
যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন,
তুমি তা'র চাইতে কিছু-না কিছু বেশী
করবেই কি করবে ;
এই বেশী-করার আগ্রহ-উদ্দীপনা
তোমার সামর্থ্যকে
ক্রম-উচ্ছলতায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
আরো হ'তে আরোতরে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
তোমার পারগতা
ক্রম-নিষ্পন্নতায়

ক্রমেই পরিপুষ্ট হ'তে থাকবে ;
সবাই শ্রমজীবী,
তুমিও শ্রমজীবী,
যে-কাজেই নিয়োজিত হও না—
ঐ অমনতর ক'রেই
তা'কে সুন্দরে নিষ্পন্ন ক'রে
সামর্থ্য-প্রবাহকে
বাড়িয়ে তুলবে ;
এই এমনতর অনুশীলনে চলা মানেই
কৃতি-তপাঃ হ'য়ে চলা,
বিহিত আত্মবিন্যাসে
বর্দ্ধিত হ'য়ে চলা ;
নিষ্পাদনী শ্রম-চলনই
সবার সাত্বত পোষণ ও বর্দ্ধনা ;
তুমি কর,
সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়
তা'র এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
সামর্থ্যকেও ক্রম-বর্দ্ধমান করতে থাক—
করণীয় যা'-কিছুকে
সুন্দরে সমাপন ক'রে ;
আর, তোমার আওতায়
যা'রাই থাক না কেন,
তা'রাও যা'তে অমনতর হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর ক'রেই
তা'দের পরিচর্য্যাপরায়ণ হও,
আচরণ তোমাকে
তা'দের আচার্য্য ক'রে তুলুক,

আর, তুমি
শুভস্বস্তির সুন্দর-অভিযানে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার অস্তিত্বই
বর্দ্ধনার বন্দনা হ'য়ে উঠুক । ২৫০ ।

নির্ভর করবে কেমন ক'রে ?
কা'কেই বা নির্ভর করা বলে ?
আর, তা' ক'রলেই বা কী হয় ?
—সেটা বেশ ক'রে বুঝে নাও,
আর, যেমন ক'রে চললে
নির্ভর করা হয়,
তা'ই কর,
তবে তো তোমাতে নির্ভরতা সিদ্ধ হবে !
নির্ভর করা মানেই হ'চ্ছে—
সমীচীন বা সম্যক্-ভাবে ভরণ করা,
আপূরিত করা,
পোষণ করা,
এক-কথায়, সব-কিছু দিয়ে ধারণ করা—
তা' দানে,
গ্রহণে,
পাওয়ায়,
দেওয়ায়,
সেবা-সৌকর্য্যে,
অনুচর্য্যায়,
নিদেশবাহিতায় উদগ্র-উদ্দীপ্ত থেকে,
যাঁতে নির্ভর করছ

তাঁ'র প্রতি
শ্রদ্ধোষিত একায়িত অনুবেদনা নিয়ে,
আর, তাঁ'কে ঐ অমনতর
করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ভিতরের ঐ গুণগুলি
সুকর্ষিত সৌকর্য্যে
সঙ্গতিশীল বিনায়নায়
তোমার চরিত্রকে
চর্য্যাদীপ্ত ক'রে
এমনতরই প্রভাব-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে—
তোমার চরিত্রের স্বতঃ-বিকিরণায়
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
ক্রমশঃ ঐগুলি চারিয়ে যেতে থাকবে,
আর, সব্যষ্টি সমষ্টি
ভরণ-উদ্দীপনায়
তোমার চর্য্যামুখর হ'য়ে উঠবে স্বতঃই—
নিজেদের সাত্বত স্বার্থে ;—
তবে তো নির্ভরতা সিদ্ধ হবে ;
আর, ঠিক বুঝে নিও—
তুমি কা'রও উপর নির্ভর করলে,
আপ্রাণতা নিয়ে
তা'র জন্য কিছু করলে না—
যা'তে সে আভৃত হয়,
আধৃত হয়,
আপুরিত হয়,
অথচ কেবল তা' হ'তে

গ্রহণই করতে লাগলে—
নিজেরই স্বার্থপুষ্টির জন্য,
নির্ভরতা সেখানে কিন্তু
মূক ও বধির হ'য়ে উঠলো
তোমার ব্যক্তিত্বে,
ফলে, তুমি অলস ও অসাড় হ'য়ে উঠলে,
তাই, চেয়ো না কিছু,
নিজের সত্তাকে বজায় রেখে
অমনতরভাবেই সেবা ক'রে যাও,
নির্ভরতার আবির্ভাব
তা'র পূর্ণাঙ্গ পুষ্টি নিয়ে
তোমাকে ধারণে, পালনে,
পোষণে, ভরণে, দানে,
গ্রহণে, প্রাপ্তি-পরিচর্য্যায়
ভরপুর ক'রে তুলবে ;
তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে
অমনি ক'রে ধারণে, ভরণে
পূরণে, পোষণে
বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-সন্দীপী সব দিক-দিয়ে
সব রকমে
আভৃত ক'রে তোল,—
নির্ভরতার আবির্ভাব হো'ক্
তোমার ব্যক্তিত্বে ;
তোমার দেওয়া, নেওয়া, পাওয়া
তৃপ্তি-দীপনায়

ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে উঠুক ;
প্রেষ্ঠকে আপুরিত ক'রে তোল —
সব দিক্-দিয়ে,
সব রকমে,
প্রীতি-পরিচর্য্যা
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
কৃতি-চলনে
তোমাতে পরাকাষ্ঠা লাভ করুক ;
তোমার পরিচর্য্যাই
পাওয়াকে আবাহন করুক,
নির্ভর কর অমনি ক'রেই—
স্বতঃ-সলীল সন্দীপনায়,
নির্ভয় হ'য়ে ওঠ । ২৫১ ।

কা'রও চরিত্র, অবস্থা,
চাহিদা ও রকম-সকম-সম্বন্ধে
সঙ্গতিশীল বোধ যদি না থাকে—
বিহিত অনুধ্যান ও অর্থবাহী সমীক্ষা নিয়ে,—
তবে সে কখন কোন্ ইঙ্গিতে
কী রকমে কী চায় বা বলে,
তা' ধারণা করাই কিন্তু
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে ;
যা'কে দেখ,
যা'র সঙ্গ কর,
সতর্ক নজরে
সঙ্গতিশীল মনন নিয়ে

তা'কে এমনভাবে দেখ, শোন, বোঝ—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণী সমীক্ষায় দাঁড়িয়ে,—
যা'তে অনুমানে টক্ ক'রে
তা'র চাহিদাকে অনুধাবন করতে পার—
একটা চাউনি,
একটা রকম,
একটা কথা
বা হাবভাব থেকে;
অনেক বহুদর্শিতা আয়ত্তে আসবে
তোমার ।২৫২।

বোধবিকাশ লাভ করা
খুব কঠিনই কিন্তু—
যদি সার্থ-কসঙ্গতি নিয়ে
উপযুক্ত প্রস্তুতির সহিত
বিহিতভাবে প্রেয়-পরিচর্য্যা না কর;
আত্মচর্য্যা নিয়েই ব্যস্ত থেকো না,
স্বস্তিপ্রসূ উপচর্য্যা-তৎপরতায়
প্রেয়চর্য্যাই
প্রকৃত আত্মচর্য্যা-শিক্ষার তুক,
কারণ, ওর ভিতর-দিয়েই
প্রকৃত বোধের উন্মেষ হ'য়ে থাকে;
আর, সে-বোধই
বিন্যাস ও বিস্তার লাভ ক'রে থাকে
উপযুক্ত প্রতিফলন নিয়ে;
যেখানে যেমন পরিবেশ
পরিচর্য্যাও তেমনি ক'রে ক'রো—

যেখানে যেমন ক'রে
যা' করতে হয়
তেমনিভাবেই ;
তৃপ্তি পাবে তুমি,
আর, তা'রাও পাবে,
তোমার জীবনও ইষ্টার্থী হ'য়ে উঠবে । ২৫৩ ।

যতক্ষণ তুমি সুস্থ থাক,
স্বীয় জীবন-অনুচর্য্যী যা'-কিছু—
যেখানে যেমন সম্ভব,
তা' নিজ হাতে নিষ্পন্ন করতে
যত্নবান্ থেকো,
অন্যে তোমার সেবা-সম্পর্কে
যদি কিছু না-ও করে,
সে-জন্য কা'কেও দোষারোপ ক'রো না,
বা বিরক্ত হ'য়ে উঠো না,
তোমার করণীয়গুলি তুমি নিষ্পন্ন ক'রো—
বিহিত ব্যবস্থায়,
মিতব্যয়ী চলনে;
এই অভ্যাস তোমাকে
কাউতে নির্ভরশীল হ'তে দেবে কমই,
তা' ছাড়া ঐ অভ্যাসই তোমাকে
কর্ম্মকুশল ও দক্ষ হওয়ার অনুপ্রেরণা
যোগান দিয়ে চলবে
ও বোধ, বিবেচনা ও সুসঙ্গত ব্যবস্থিতিতে
অভ্যস্ত ক'রে তুলবে ;
যত পার, অন্যের কর,

নিজে সেবা নিতে কুণ্ঠিত থাক—
পারতপক্ষে নিতে যেও না,
অশোভন যা'-কিছুকে এড়িয়ে
ঐ ছোট্ট-খাট্ট অভ্যাসে যতই
সুচারু-সুসঙ্গত বিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে উঠবে,
সব কাজের ভিতরে
ঐ অভ্যাস তোমাকে প্রেরণা দেবে,
তৃপ্ত হবে তুমি,
অপরকে তর্পিত ক'রে তুলবে
তপরঞ্জিত অনুপ্রেরণায়—
সার্থক-সুসঙ্গত-সুব্যবস্থ-অন্বিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ;
ঈশ্বর
পালন-সম্বেগ, ধারণ-সম্বেগ ও বহন-সম্বেগ
অধিষ্ঠিত থাকেন,
ঈশ্বরই
পরম ধৃতি-সম্বেগ । ২৫৪ ।

যা'কেই দেখ না কেন,
যে-ই তোমার কাছে আসুক না কেন,—
প্রীতিচক্ষুতে তা'কে দেখ,
আপ্যায়নী সৌজন্যে
তা'র প্রতি
বিহিত-অনুচর্য্যায় নিরত হও—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী সতর্ক-সন্ধিৎসায়,—
সাধ্যমত সুখী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর তা'কে—

ইষ্টার্থী প্রীতি-কামনায়,
যত্নের অভিজিৎ হবিঃর
হবন-চর্য্যায় ;
আর, ব্যষ্টিনিহিত ঈশিত্ব-বিগ্রহ
তোমাকে অবিরল আশিসে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক ;
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে
উৎসুক অনুবেদনায়
সজাগ ক'রে রাখ ;
দেখ,
তৃপ্তির যা'-কিছু পার,
কর,
এই করার ভিতর-দিয়ে হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হওয়া
তোমার পাওয়াকে অবিরল ক'রে
ঈশ্বরে উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলুক । ২৫৫ ।

তোমার ইষ্টার্থ-অবদানকে
সুক্রিয়-তৎপরতায় উচ্ছল না ক'রে
মিত-চিন্তায় তা'কে যতই
সংযত ক'রে তুলতে যাবে,
সার্থক অর্জ্জন-দীপনাও
তোমা হ'তে
তেমনতরভাবেই বর্জ্জিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
কারণ, যে সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধোষিত প্রচেষ্টা
আগ্রহ-উদ্দীপনায়

সার্থক-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে অর্জ্জনপটু ক'রে তুলছিল,
সেটা ঐ মিত-চিন্তায় শ্লথ হ'য়ে
অর্জ্জন-প্রবৃত্তিকেও
তোমারই অজ্ঞাতসারে
কমিয়ে দিতে থাকবে ;
তাই, পিতামাতাই হউন,
শ্রেয় গুরুজনই হউন,
বা সৎ-আচার্য্যই হউন,
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-উদ্দীপনায় ভিতর-দিয়ে
তোমার বুদ্ধি-বিনায়িত
কুশল-দক্ষতার অনুচলনে
সুক্রিয়-তৎপরতায়
যোগ্যতার অভিসারে
যদি তাঁ'দের পোষণ-পালনী হ'য়ে চলতে পার
বাস্তবভাবে,—
ঐ সুকেন্দ্রিক পদবিক্ষেপের ফলে
তোমার অর্জ্জন--দীপনাও
ক্রম-পদক্ষেপে
শ্রেয়ার্থী ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তায়
বর্দ্ধন-নন্দনায়
উচ্ছলই হ'য়ে উঠবে—
ইষ্টানুগ অনুপ্রেরণী আগ্রহের
শুভ-সন্দীপ্ত সুক্রিয়-চলনের ভিতর-দিয়ে । ২৫৬ ।

তুমি আচার্য্য বা ঈশ্বরকে ভালবাস,
অথচ তোমার পিতামাতা, ভাই

এবং শ্রেয় ও স্নেহল সম্বন্ধন্বিত যারা,
তা'দের প্রতি যা' যা' করণীয়—
তা' তো কর না,
এবং সে করাগুলি যা' কর—
তা'ও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে ওঠে না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি তখনও
আচার্য্য-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারনি,
তাই, পরিবেশেও
তোমার প্রীতি-প্রভাব
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠেনি,
সক্রিয় চর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারনি
সেইজন্য,
চল,
কর বিহিত করণীয়গুলিকে—
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে,—
পারবে,
হবেও সবই,
স্মরণ রেখো—
ঐ আচার্য্যই তোমার জীবন-কেন্দ্র । ২৫৭ ।

তোমার আশ্রয় যিনি,
যিনি তোমার পরম দেবতা,
প্রিয়পরম—
যাঁ'কে তুমি ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রতীক ব'লে
গ্রহণ ক'রে সুখী হও,—

তাঁ'র উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনে প্রথম ও প্রধান করণীয় ;
তিনি যা'তে যেমন ক'রে
সাশ্রয়ী হন,
শুভদীপ্ত হন,—
তা'ই করাই তোমার
প্রথম ও প্রধান সম্বেগ হওয়া উচিত,
অন্য যা'-কিছু
ঐ অবকাশের ভিতর যতটা পার ক'রো—
তোমার নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য,
আর, সে-করাও যেন
তঁদর্থকেই বহন করে—
তঁৎ-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি কথায়
আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে
তোমার জীবন
তা'রই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক,
উৎসর্গীকৃত হও তুমি তাঁ'তে,
শিবসুন্দরকে ঘোষণা করুক
প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার । ২৫৮ ।

নিষ্ঠানন্দিত আরতিতে
তোমার সামর্থ্যের প্রীতি-অবদান
শুভ-সুন্দর নিষ্পন্নতায়
তোমার ইষ্ট, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে

ক্রম-বর্দ্ধনী বর্ত্তনায়
যতই তাঁ'কে নন্দিত ক'রে তুলবে —
তাঁ'রই নিদেশ-পালনী
আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে,
অর্থান্বিত অনুবেদনী সঙ্গতিতে,—
উন্নতিও তোমার ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত হ'য়ে
তেমনি বিভব বিস্তার ক'রে চলতে থাকবে ;
সৌম্য প্রভাবে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে তোমার ব্যক্তিত্ব—
পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
প্রত্যেককে উদ্বোধিত ক'রে
ঐ কৃতি-নন্দনায় ;
তোমার বিবর্ত্তন চলতে থাকবে
বিবর্দ্ধনার দিকে । ২৫৯ ।

আগ্রহ-উদ্দীপনী
নিষ্ঠানন্দিত অনুসেবনার ব্যাপৃতি নিয়ে
লোক-পালন
ও আপদ্-উদ্ধারণের জন্য
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তোমাকে এমনভাবে সতর্ক কর,—
যা'তে দক্ষ বোধি-কুশলতা নিয়ে
তুমি লহমায় অর্থাৎ সত্বর
বিরুদ্ধ যা'-কিছুর
নিরাকরণ করতে পার

এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সবাইকে
পোষণায় পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পার—
সার্থক সঙ্গতিশীল
সক্রিয় অভিনিবেশের সহিত ;
ঐ ফন্দিবাজিতে
নিজেকে মত্ত ক'রে তোল,
আর, এমনি ক'রেই
সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে ওঠ ।২৬০।

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
ইষ্টনিষ্ঠাকে জীবনে অটুট ক'রে চল,
প্রথম ও প্রধান ক'রে চল ;
সঙ্গে-সঙ্গে অনুসেবী হও,
অনুচর্য্যী হও,
আর, তা' মানুষের পক্ষে
ব্যষ্টি-সমষ্টি-হিসাবে
আশা-উদ্দীপনায়
নির্ভরতায়
পারস্পরিকতা নিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠুক ;
পরাক্রমে, আধিপত্যে
অর্থাৎ, ধারণ-পালনী সম্বেগশীল
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
নিরন্তর হ'য়ে চ'লো,
আধিপত্য অটুট হ'য়ে রইবে ;
এটা বরাতী চাকুরের আধিপত্য নয়কো,

চাকুরি গেলে তা' রইল না—
এমন নয়কো;
সাত্বত সংস্থিতি যতদিন থাকবে,
তোমার প্রীতিস্রোত সক্রিয় চর্য্যায়
যতদিন বইবে,
আকাশ-বাতাস ঘোষণা করবে—
তুমি মানুষেরই জন্যে,
তাই, তুমি জীবনীয় অধিপতি তা'দের । ২৬১ ।

প্রিয়পরম বা ইষ্টের শরণ লওয়া মানেই
তাঁ'কে রাখা,
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুগ অনুচলনে
অব্যাহত থাকা,
আর, নির্দ্দেশগুলি
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন করা,
ঐ করার ভিতর-দিয়েই
কৃপা আপনি উথ্‌লে ওঠে,
আর, দয়াও ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ঐ চলনে,
দয়া মানেই হ'চ্ছে
পরিপালন করা,
পরিরক্ষণায় ব্যাপৃত থাকা;
তাঁ'কে অমনতরভাবে গ্রহণ ক'রে
সেই চলনে চলা,
আর, বিপরীত যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে
ঐ তাঁ'রই শুভ-সাত্বত চলনে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোলা,

তাঁ'কে এইরকমভাবে
পরিচর্য্যা করাই হ'চ্ছে
তাঁ'র সেবা করা ;
তবে তো তাঁ'র দয়া তোমাকে
তেমনতর স্বতঃ-সন্দীপনায়
পরিপালিত করবে,
পরিরক্ষিত হবে তুমি । ২৬২ ।

আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুধ্যায়ী অনুচলনে
শ্রেয়চর্য্যায়
তুমি যতই দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুসেবনায়
আত্মনিয়োগ ক'রে,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
বাক্য ও ব্যবহারের
উপযুক্ত নিয়মনী হৃদ্য পরিবেষণে,
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমনতর
কুশলকৌশলী দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
স্বার্থপোষণী সঙ্কীর্ণতাকে ব্যাহত ক'রে,
স্বতঃ উৎসারিত
অনুশীলন-অভ্যস্ত অনুচলনে,
এই অনাসক্ত সম্বেগের
স্বতপাঃ অনুক্রিয় অনুচলন
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
কৃতী দীপনায়
তোমাকে তো কৃতার্থ ক'রে তুলবেই,

তা' ছাড়া, অমনতরই
প্রাণন-সম্বেগী পরিবেদনায়
তোমার পরিবেশকেও
ঐ প্রেরণা ক্রম-ক্রিয়তায়
প্রতুল ক'রে তুলবে—
যোগ্যতার জীয়ন্ত সেবা-সন্দীপনায় । ২৬৩ ।

শ্রেয়-প্রীতি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপী আগ্রহ-অনুরাগ-আবেগের সহিত
কা'রও কিছু করবে না—
পালন-পোষণী অনুচর্য্যায়
তা'কে ধারণ করতে—
তোমার স্বাভাবিক যে বোধ-বিবেচনা আছে
সন্ধিৎসার সহিত তা'কে খাটিয়ে,
এক-কথায়, কাউকে তোমার
স্বার্থ-প্রতীক ক'রে
ঐ স্বার্থ সংরক্ষণার জন্য
পোষণ-পূরণের জন্য
কী করবার আছে তোমার
তা'ই তোমার বোধে আসে না,
করবার প্রবৃত্তিও এলোমেলো,
এমনতর যা' কর,
তা' উপচয়ী কিছু হ'য়ে ওঠে না—
অপচয়ী ছাড়া,
এমনতর চলনে
তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে কী ক'রে ?
যে অন্যকে

উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে না,
সে নিজেকে উপচয়ী করবে কী ক'রে ?
আর, সে অধিকারই বা লাভ ক'রবে কিভাবে ?
তাই বলি—
যা'র উপর অধিকার চাও,
উপচয়ী অনুবেদনা নিয়ে
তা'র জন্য কর—
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
অধিকার আপনিই তোমার
সেবা ক'রে চলতে থাকবে । ২৬৪ ।

অদিনে, অসময়ে
বা যে-কোন অবস্থায়
যাঁ'র আশ্রয় পেয়েছ,
যিনি বিহিত নিয়ন্ত্রণে
যা'-কিছু সংঘাত বহন ক'রেও
স্মিত-অন্তরে
তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন—
কঠোর উদ্যমে উদ্যোগী হ'য়ে,
নিবিষ্ট হৃদয় নিয়ে
ভাল-মন্দ যা'-কিছুর
অন্বয়ী-অনুনয়নী ব্যক্তিত্বের অভিব্যঞ্জনায়
যিনি তোমাকে আগলে ধরেছেন,
শত আঘাত, ব্যাঘাত
ও কুটিল সংঘাতেও
তাঁ'কে ছেড়ে কোথাও যেও না,
তাঁ'রই অনুচর্য্যা কর,

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
অঞ্জলি হ'য়ে ওঠ তুমি—
কর্ম্মের কৃতী-অভিসারে,
নিষ্পন্নতার হোমবহ্নিতে
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে
পরম সার্থকতায়,
তাঁ'কেই আবাহন কর,—
অঞ্জলিবদ্ধ হৃদয়ে
আকণ্ঠ-উদ্দীপনায়
হোম-আহুতিতে
তোমার জীবন-যজ্ঞের সেই যজ্ঞেশ্বরকে
নিত্য-নবীন উৎসারণায় আবাহন কর,
ঐ আবাহনী অনুধায়না
কৃতিদীপনামণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে যেন নিরন্তর ক'রে তোলে—
অনন্তের নিরন্তরতায়
অন্তর-বাহিরের দ্যোতন-অনুদীপনায়,
আর, যা'-কিছু প্রতিটিকে
ঐ হোম-উৎসারণায়
উৎসর্গীকৃত ক'রে
পরমার্থে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
এই উত্তোলনাই হো'ক
তোমার জ্বলন-চলন,
এতেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে । ২৬৫ ।

তুমি যখন
তোমার আচার্য্যের নিজস্ব হ'য়ে উঠলে,

অচ্ছেদ্য স্বার্থ হ'য়ে উঠলে তাঁ'র—
সব ভাবে
সব দিক্‌-দিয়ে,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
আচার্য্যও অমনতর হ'য়ে উঠলেন
তোমার কাছে,
কৃতি-উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা
সজাগ হ'য়ে উঠলো
তোমার ভিতর তখন
তেমনতর রকমে,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি
তাঁ'র নিজস্ব রকমে
আরাধনা করতে লাগলো—
একায়নী সংশ্রয়-তৎপরতায় ;
আর, তখন থেকে
তিনিও হ'য়ে উঠলেন
তোমার পরম আশ্রয়,
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা তোমার
ফুটে উঠতে লাগলো—
কৃতি-উৎসর্জ্জনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,
সব যা'-কিছুর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
উদ্দাম-অঢেল চলনে,
সার্থকতার নিষ্পাদনী অর্ঘ্যে,
আর, তাঁ'র ঐ আরাধনাকে
অর্চ্চনা করতে লাগলো

তখন থেকে—
অদম্য উৎসাহ-আনন্দের
অনুস্রোতা সলীল গতি নিয়ে,
কৃতার্থতার পরম প্লাবনে ।২৬৬।

তোমার বাক্ ও কর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতি
যখন কা'রও জীবনকে
উচ্ছল ও উদ্দীপিত ক'রে
স্বকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রদ্ধার উন্মীলনী আগ্রহ
সৃষ্টি করতঃ
আদর্শ বা শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে তোলে,
অবসাদের স্থবির পটহকে
ভগ্ন ক'রে
অনুপ্রাণনার উচ্ছল-আবেগের উৎসৃজনে
তা'কে অনুচর্য্যানিরত ক'রে তোলে,
নিষ্পন্নতায় সুন্দর ক'রে তোলে—
ত্বরিত তাৎপর্য্যে,—
যা'র ফলে
তা'র সহযোগিতায়
তোমার জীবনীয় যা'-কিছুকে
অর্জ্জন করতে পার—
চারিত্রিক সঙ্গতিশীল দ্যুতিমান
বোধতৃপণায়,—
সেই হ'চ্ছে
তোমার উপার্জ্জনের সাত্ত্বিক প্রেরণা;
এমনি ক'রে

যা'ই উপার্জ্জন কর না কেন—
শুভ-সুন্দরে বিনায়িত ক'রে,—
তাই-ই তোমার শুভ-সন্দীপ্ত অর্জ্জন—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উৎসারণার
সুক্রিয় প্রবণতায় ;
আর, তা' ছাড়া
যা'কেই তুমি
যেমনভাবেই হো'ক, মোচড় দিয়ে
দুঃখ-দীর্ণ ক'রে
যা'ই পাও না,
তা' কিন্তু শাতনী অর্জ্জন ;
শুভ-সুন্দরের উপাসনা কর—
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি বাক্যে,
আচরণে, ব্যবহারে,
যোগ্যতায় মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোল,
শ্রেয়নিষ্ঠায় অকাট্য ক'রে তোল,
আর, এমনতর ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে
আরো আরো উচ্ছলতায়
অর্জ্জনপটু হ'য়ে চল,
তোমার সেবা
প্রতিটি অন্তরের দিগ্বলয়কে উচ্ছল ক'রে
ধন্যবাদ-প্রস্বস্তি আমন্ত্রণ করুক,
তুমি দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠ,
স্বর্গ তোমাতে পুষ্পাবর্ষণ করুক। ২৬৭।

তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
সব ঝোঁক, সব প্রাণতা নিয়ে
সক্রিয় সেবানুচর্য্যার সহিত
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
এই তোমার আসল জীবনীয় মূলধন,
আর, এই হওয়াকে
একনিষ্ঠ বা সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণতা ব'লে থাকে,
তা'রপর তোমার সুশৃঙ্খল উপচয়ী শুভ-নিষ্পন্নতা—
তা' যা'র যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক—
যেন তোমার সত্তাপোষণার সার্থকতার সহিত
শুভ-সঙ্গতির বিকিরণ ক'রে
তোমার ও অন্যের সম্বর্দ্ধনার
পরিপোষক হ'য়ে ওঠে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক,
আর গৌণতঃই হো'ক,
তোমার নিজের বা অপরের
যে-কোন কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাক না কেন,—
যথাসম্ভব অন্তরাসী হ'য়ে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে
যত পার
একটুকুও পেছপাও হ'য়ো না;
ঐ কর্ম্মব্যাপৃতি—
ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক—
নিঃস্বার্থ সম্বেদনা নিয়ে
উপচয়ী তৎপরতায়
সুশৃঙ্খলার সহিত

তা'কে নিষ্পন্ন করতে থাক—
হৃন্ত-নিরলস অনুচর্য্যায় ;
এমনতরই ক'রে চল,
এই কৃতি-সমাবেশ
দেখবে—
স্বতঃ-তৎপরতায়
তোমার সত্তাপোষণী অনুনয়নে
তোমাকে সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত
ক'রেই চলতে থাকবে ;
তুমি না-চাইলেও
ঐ কৃতি-অভ্যাস
তোমার দায়িত্বের দরজায়
টোকা দিয়েই চলতে থাকবে ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশের
যা'-কিছু শুভ-দীপনী সৎ-প্রয়োজনের নির্ব্বাহে
ঐ অধিগত অভ্যাসকে
যেমনতর ইচ্ছা ব্যবহার ক'রো—
হৃন্ত-নিরলস কৃতি-দীপনা নিয়ে,—
দৈন্য
লাজুক দৈন্যে
তোমার জীবনের এক পাশে
সঙ্কুচিত হ'য়েই রইবে,
ধারণ-পালনী সম্বেগের
সার্থক-যোগ্যতায়
ঈশী-আশীর্ব্বাদও
তোমাকে জীবনে নন্দিত ক'রে তুলবে। ২৬৮।

শোন বলি।

ছোট্ট একটু কথা—

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় ব'লে

যাঁ'কে জান

বা যাঁ'কে শ্রেয় ব'লেই ধারণা তোমার,

অমনতর সৎ ব'লে যাঁ'কে

বা যাঁ'দিগকে শ্রদ্ধা কর,

ভালবাস,

তাঁ'দের প্রতি সেবাপ্রবণ থেকে,

তাঁ'দের যে-কোন কাজেই

তুমি আত্মনিয়োগ কর না কেন,

সমগ্র দায়িত্ব নিয়েই তা' ক'রো—

একটা উদ্যাপনী গোঁ নিয়ে,

ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদে

নিজেকে উদ্দীপ্ত রেখে ;

এমনতর শুভ-অনুচর্য্যায়

পালন-পোষণ-পূরণী অনুবেদনায়

নিজেকে সব কাজের ভিতর

ঐ ব্যাপারে ব্যাপৃত রেখে

তুমি ক'রে যাও,

কৃতিত্ব লাভ কর ;

তোমার সেই কৃতিত্বই কিন্তু

তাঁ'দের প্রতি তোমার

শ্রদ্ধোৎসারিণী অবদান-অর্ঘ্য ;

এই করার অনুবেদনী অনুপ্রাণতাকে

এমনি ক'রেই একটু একটু

বাড়িয়ে তোল—

পরিবেশের সংরক্ষণী অনুবেদনা নিয়ে,
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক,
সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
এমন ক'রে চল,
যা'তে ঐ অনুবেদনাকে
বাস্তবে রূপায়িত ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
নিষ্পেষণী ধুক্ষা হ'তে রেহাই দিয়ে
স্বস্তি-প্রসাদী ক'রে তুলতে পার ;
সুকেন্দ্রিক ঐ চলনা তোমাকে
কেন্দ্রায়িত বিস্তারে
বিশাল ক'রে তুলবে—
অটল-বোধিসম্পন্ন
বাস্তব ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে ;
প্রসন্নতার প্রসাদে
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তুমি ;
মনে রেখো—
ঐ শ্রেয়-পুরুষ যাঁ'রা
তাঁ'রাও তোমার আচার্য্য,
তাঁ'দের সেবা মানেই হ'চ্ছে—
ঐ আচার্য্য-অনুধায়িনী সেবা,
ঐ সেবা তোমাকে
স্মিতগৌরবী ক'রে তুলবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সব শ্রেয়-পুরুষই
তোমার আচার্য্য,
তোমার গুরু,

পরিবেশের সৎ-সন্দীপনী শুভ-প্রেরণা,
সত্তার পালন-পোষণী প্রবুদ্ধ প্রদীপ,
তাঁ'রা স্বতঃই দ্বন্দ্বাতীত—
পারস্পরিকতায় । ২৬৯ ।

ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়জনকে
দক্ষ কুশলকৌশলী অনুবেদনা নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ সন্দীপনায়
অনুচর্য্যা করা সমীচীন ;
ভেবে-চিন্তে অবস্থানুক্রমে
বিহিত করণীয় যা'
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে
তাঁ'কে স্বস্তি-সমৃদ্ধ করাই হ'চ্ছে
অনুচর্য্যা বা সেবার তাৎপর্য্য ;
আর, আচার, ব্যবহার, চালচলন
সব দিক-দিয়ে যা'তে
তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,
তা'র প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলা সমীচীন ;
এমনি করতে করতে
ঐ ব্যাপৃতি
পরিবেশে ক্রমে-ক্রমে
ব্যাপ্ত হ'তে থাকে ;
এই ব্যাপন-সৌকর্য্য নিয়ে আসে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী তৎপরতা,
বিনায়ন-বোধনা,
আর, সমীচীন ব্যবস্থিতি,
আর, এর ফলেই ব্যক্তিত্ব

ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়-অন্বিত হ'য়ে
পরিবেশে পরিস্ফুরিত হ'য়ে চলতে থাকে—
সুসম্বদ্ধ ধারণপালনী কুশলতায় ;
এমনতর ক'রেই সে
দক্ষকুশল ঐশ্বর্য্যে
ধৃতি-দীপনী প্রভায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি কর,
নিজেকে বিহিতভাবে
সুক্রিয়া-তৎপর ক'রে চল,
তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপ্তির আবহাওয়ায়
প্রীতি-নন্দনায়
প্রত্যেক অন্তরে
ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে—
কুশলস্রোতা হ'য়ে । ২৭০ ।

তোমার অনুচর্য্যা বা সেবা যদি
সত্তা, পরিবেশ, পরিস্থিতির
অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
সুবিবেচিত হ'য়ে
শুভদ সাত্ত্বিক সুপোষণায়
ব্যবহৃত না হ'লো,—
তোমার ধী
ধারণা-বিধৃত হ'য়ে
বোধি-বিনায়নী তৎপরতায়
বাস্তব উপযোগিতাকে

নির্দ্ধারণ করতে পারবে না,
তুমি দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারবে না,
সুবিবেচক হ'য়ে উঠতে পারবে না,
অনুচর্য্যার সুপ্রয়োগ হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি ;
সেবা মানেই হ'চ্ছে—
সত্তাকে পরিপালিত ক'রে তোলা,
পরিপোষিত ক'রে তোলা,
পরিপূরিত ক'রে তোলা,
আর, ঐ পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণের
অন্বিত তাৎপর্য্যশীল অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
সেবার প্রাণ ;
ঔপকরণিক প্রস্তুতি
যদি বিহিত, সুবিনায়িত
ও প্রয়োগ-আনুপাতিক যথোপযুক্ত না হ'য়ে
খুঁতো ও বিক্ষোভী হ'য়ে ওঠে,
সে-সেবায় তোমার ব্যক্তিত্ব
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
সুকেন্দ্রিকতায় প্রস্বস্তি লাভ করবে না ;
তাই, সেবাই যদি করতে চাও—
নজর রেখো,—
তোমার সেবা যা'তে
নিখুঁত ও সার্থকতা-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তা' যদি সুকেন্দ্রিক প্রীতি-সন্দীপ্ত
অন্তরাসী না হয়,
বা তোমার শ্রেয়পরম ও তৎসংশ্রয়ী যাঁ'রা,
যাঁ'রা তোমার সেব্য —

তাঁ'দের সত্তা, স্বস্তি ও তৃপ্তি
তোমার কাছে যদি মুখ্য না হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে ঐ অনুচর্য্যা, পরিচর্য্যা ও সেবা
সর্ব্বতঃ-সুচিন্তিত প্রস্তুতি-সহকারে
নিষ্পন্নতায় পরিপূরিত হ'য়ে উঠবে না ;
সেবাতেই যদি সার্থক হ'তে চাও,—
সর্ব্বতোবিবেচনায়
তা'কে সুনিষ্পন্ন ক'রে তোল—
সত্তাপোষণায় অর্থান্বিত ক'রে ;
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সেবানুবেদনা,
সেবা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই সেবাপ্রাণ প্রাজ্ঞ-পরিবেদনা । ২৭১ ।

যাঁর স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-উদ্দীপনা
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তোমাকে প্রতিপালন করছে,
নিজের অভাব-অভিযোগ
বা অন্যের প্রতিপালনের বোঝা
তাঁ'র স্কন্ধে চাপিয়ে
নিজে নন্দিত হ'তে যেও না ;
কা'রও কাছে জীবনপোষণা পেয়েও
যদি নিজেকে
অর্জ্জনপটু দক্ষ ক'রে তুলতে না পার,
আগন্তুক অভাবে
তাঁ'র কাছেই যদি হাত বাড়াতে হয়,
বুঝে নিও—
তোমার ক্ষমতা-সন্দীপ্ত যোগ্যতা

ঘাঁটতিতেই চলেছে তখনও ;
যত পার, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত থেকে
সেবামুখর অর্জ্জনপটু সাশ্রয়ী হ'য়ে
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
তোমার প্রতি
সশ্রদ্ধ-অনুকম্পী অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে
যোগ্যতায় প্রদীপ্ত ক'রে
তা'দেরই সহায়তায়
তোমার ঐ প্রতিপালককে
পুষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা কর.
এতে তোমার যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা
বেড়েই উঠবে,
প্রতিপালক যে
এবং পরিবেশে অপটু যা'রা
তা'দের বর্দ্ধন-লালসায়
তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
তখন আর বঞ্চনার ব্যঙ্গস্থল হ'য়ে
থাকতে হবে না তোমাকে ;
যোগ্যতা ও দক্ষতা যেখানে
সুনিষ্পন্ন অভিযানে
আত্মনিয়মন ক'রে চলতে থাকে,
ঈশিত্বও বিভা-বিভূতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেই ব্যক্তিত্বে । ২৭২ ।

যে-অনুগ্রহ বা যে-অনুকম্পা
তোমাকে পরিপালিত করছে, ;
তা'কে তুমি কোনরকমে

ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
স্ফূর্ত্ত ক'রে
তর্পিত ফুরফুরে ক'রে রেখো,
আর, সেই অনুগ্রহের
আশিস্ উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
তোমার পরিবার ও পরিবেশের প্রতি
তেমনতরই অনুগ্রহ বা অনুকম্পাশীল হ'য়ে উঠো—
কৃতিচর্য্যা নিয়ে,
আপালনী উন্মাদনা নিয়ে ;
যাঁ'র অনুগ্রহ
তোমাকে অমনতর পরিপালন করছে—
দৈন্যপীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের সংগ্রহ ক'রে
তাঁ'র ঘাড়ে চাপিও না,
তা' কিন্তু পাপের,
বরং তা'দের পরিচর্য্যায়
তুমি নিয়োজিত হও,
ধীর সুকৌশলে
কৃতিচলন-চর্য্যায়
তা'দিগকে পরিপালিত ক'রে তোল,
আর, তা'দের ভিতরে
আপালনী ও পরিচর্য্যী প্রচেষ্টা সঞ্চারিত ক'রে
যা'তে তাদের অভাব-অসুবিধা মোচন হয়—
তা' ক'রতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে
কাজে লেগে যাও,
আশা-ভরসায় উচ্ছল ক'রে রাখ তা'দিগকে ;
এমনি ক'রে পরম্পরা-হিসাবে

সকলের ভিতরেই
কৃতিমুখর ভাবদীপনাকে
জাগ্রত-সম্বেগী ক'রে তোল,

যেন তা'রাও
অমনতরই করতে থাকে অন্যদের ;

এমনি ক'রে তোমার অনুপ্রাণতা
প্রতিপ্রত্যেককে অনুপ্রাণিত ক'রে
অনুচর্য্যার প্লাবন সৃষ্টি করুক,

আর, তুমি ঐ প্লাবন-স্নাত হ'য়ে
সুষ্ঠু সঙ্গতিশালী অর্থান্বিত পরিবেদনায়
যে-অনুকম্পা বা অনুগ্রহ
তোমাকে অমনতর পরিপোষণে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে,
আনতিপ্রদীপ্ত সুসন্ধিৎসু
আলোচনদীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে
তাঁ'র নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ,
ভরপুর ক'রে তোল তাঁ'কে ;

সবাইকে সুখী ক'রে
সুতৃপ্ত ক'রে
তুমি পরিতৃপ্ত হও,

এই তৃপণা
তর্পণ-গীতিতে
তোমাকে পরিতৃপ্ত ক'রে তুলুক—
নৈবেদ্যের আত্মনিবেদনী
অনুচর্য্যা-তৎপরতায় । ২৭৩ ।

তুমি যা'র অনুপোষণী নও,
যা'র স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারনি তুমি,
এক-কথায় যা'র অনুপোষণা ও অনুচর্য্যাই
সরাসরি তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র বিভবেও তোমার কোন প্রত্যাশা সম্ভব নয়,
কারণ, তোমার ঐ প্রত্যাশা
তা'কে আপূরিত. আপোষিত ক'রে তোলে না ;
যে বা যিনি তোমার স্বার্থ—
তা'র অনুচর্য্যা ও অনুপোষণাও
তোমার কাছে সহজ ও স্বতঃ,
আর তা'র পুষ্টি-প্রবর্দ্ধনাও
তোমার পুষ্টি-প্রবর্দ্ধনার
স্বতঃ-পোষণী অনুদীপনা হ'য়ে থাকে ;
তাই, মানুষের সত্তাপোষণী স্বার্থ না হ'য়ে
তোমার চাওয়া আপূরিত না হ'লে
তা' দুঃখের কিছু নয়,
আর, দুঃখও যদি হয়—
তা' কিন্তু
উদ্ধত আত্মম্ভরিতার ব্যর্থতাজনিত ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
যাঁ'র দায়িত্ব তোমাকে ধুক্ষিত ক'রে তোলে না,
তোমার দায়িত্বে তা'কে দায়ী ক'রে তুলবে,—
ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, কর্ম্মতঃ
তা'ও কি হয় ?
ফাঁকির ব্যবসায়ে ফাঁকিই মেলে ;
ঈশ্বরই আত্মনিবেদন,
আত্মবিনায়ন,

তত্ত্বপাঃ কর্ম্মপরায়ণতা মানুষকে
তাঁ'র আশীর্ব্বাদেরই অধিকারী ক'রে তোলে,
যোগ্যতার বিভবমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর সবারই
সুকেন্দ্রিক কর্ম্মদীপনা । ২৭৪ ।

শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে
তোমার যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র প্রতি তোমার প্রীতি
যদি লেশমাত্রও থাকে—
তা' আবিলই হো'ক বা অনাবিলই হো'ক,
তাঁ'র অন্তরের বেদনা, অস্বস্থি,
নিরাকরণ-যোগ্য উদ্বেগ,
ও তা'র কারণ যা'-যা' কিছু—
যা' বোঝ বা জান
তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনামাফিক
দক্ষ নিয়মনে
তা' উৎখাত করতে
প্রথমেই লেগে যাও
এমনতরভাবে—
যা'তে তা'র দ্বারা
ঐ শ্রেয় ও প্রেয় যিনি তোমার
তিনি জড়িত হ'য়ে না ওঠেন ;
ঐ বাস্তব-করণের ভিতর-দিয়ে
তোমার বীর্য্য, পরাক্রম
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে থাকবে—

বজ্রাঙ্গবলীর মত,
তোমার তপ, জপ, সাধনা, মন্ত্র ঐ পথেই
বোধদীপ্ত উদ্দীপনায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলতে থাকবে,
নিষ্ঠাও আলোক বিতরণ ক'রে
তোমার ঊর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ, পশ্চাৎ
সব-কিছুকেই আলোকিত ক'রে তুলবে,
হয়তো, ঊর্জ্জী-ভক্তি-প্রসাদও
তোমাকে অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে ;
আর, ও' যদি না করতে পার,
অমনতর বুদ্ধিই যদি না জোয়ায়,
তুমি একটা ক্লীব ভাবুকতা নিয়ে
প্রলাপী ভাবমত্ততায়
নিজের দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের
প্রবল প্রবৃত্তির পূজা ক'রে চলেছ,
প্রথমও ওই-ই,
প্রতিষ্ঠা ওই ই,
সার্থকতার সামগানও ওখানে । ২৭৫ ।

তোমার ইষ্টই হউন,
বা শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
তাঁ'র প্রতি
যে-অবস্থায় যেমনতর
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলতে পার,
তা'তে ত্রুটি ক'রো না,
আর, ঐ অনুচর্য্যা-উদ্বেগকে
তোমাতে স্তিমিত হ'তে দিও না ;

এমন-কি, যখন পারা উচিত নয়—
অর্থাৎ তোমার অসুস্থ অবস্থায়—
যখন কিনা,
তোমার সংস্পর্শে
অন্যে সংক্রামিত হ'তে পারে,
তখনও উপযুক্ত পরিশুদ্ধির সহিত
যা' করতে পার,
যে-করায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই
তা' তো করবেই ;

আরো দেখবে—
তোমার কোনরকম করা, চলা, বলা
কা'রো প্রতি যেন কোন
বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে ;

বিশেষ-বিনয়ী বিনায়নায়
হৃদ্য বাক্‌দীপনা নিয়ে
যা' করণীয় তা' ক'রো—

সন্ধিৎসু সাবধানী চলনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
যা'তে তোমার প্রতি
সবাই স্বতঃ-অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ হয়,
কেউ বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে,
এই অনুচর্য্যী অনুদীপনা
তোমার আত্মিক-সম্বেগকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তোমাকে অন্তর্দীপী ক'রে তুলবে,
সেই দীপনায় তুমিও হবে সুখী,
অন্যেও প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে । ২৭৬ ।

অভাবীকে সহানুভূতির চক্ষে দেখ—
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
যেমন পার দাও,
ফিরিও না তা'কে,
এই চলন একদিন তোমাকেও
দারিদ্র্যমুক্ত ক'রে তুলতে পারে । ২৭৭ ।

আবার বলি—
যা'ই কিছু করতে যাও,
তা'রই গোড়ার কথা—
ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্ছেদ্য আকুত-আগ্রহ নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু অনুশীলনা
ও নিদেশবাহিতার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতির সার্থক-অন্বিত তাৎপর্য্যে,
অনুসেবনী পরিচর্য্যায়
শুভ-ভজনার দক্ষকুশল অভিসারে
সব যা'-কিছু নিয়ে
ঐ তাঁ'কেই প্রতিষ্ঠা করতে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়;
আর, সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে;
যেমন ক'রে পার,
তিনিই তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে উঠুন;
এই প্রাধান্যের আবেগ,—

অর্থাৎ, তাঁকেই তোমার জীবনে
প্রধান করার আবেগ
সব যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
তোমাকে শুভ-সুন্দরে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলুক;
এমনতর অদম্য আগ্রহের সহিত
যদি তাঁকে আঁকড়ে না ধর—
প্রীতি, তিরস্কার, ভৎ'সনার
সম্বেদনী সাম্যের অনুকম্পী আরাধনায়,—
তবে যা'ই কিছু কর না,
সবই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকবেই কি থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিস্ফোরণী উল্কার মত
ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে
পরপদলেহী কুকুরের মত
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াবে;
তাই, পরিচর্য্যী পরিষেবণায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তাপোষণী প্রবর্দ্ধনার
সঙ্গতি-সংগ্রথিত ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
ঐ ইষ্টবেদীতে
এমনতর ক'রেই
শুভ-সুন্দরে আরাধনা করতে-করতে চল—
প্রতিটি বচনে
প্রতিটি চিন্তায়
প্রতিটি আচরণে
পরিবেষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সবাইকে সৎ-সন্দীপ্ত করতে-করতে ;
এমনতর আরম্ভই হ'চ্ছে
জীবন-জগতের মঙ্গলঘট ;
যা'ই কর, আর তা'ই কর,—
সব ভাল-লাগা অতিক্রম ক'রে,
সব বিরক্তিকে অতিক্রম ক'রে,
সমস্ত ধর্ম্মকে সুসঙ্গত ক'রে,
তোমার জীবন
ঐ তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
আর, গীতার সেই সুর—
'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'—
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার জীবনে,
এমন-কি, সবার জীবনে—
সঙ্গতির সামছন্দে,
আদর্শ ও মন্ত্রের
যোগানুগ ক্রমবিকাশের ভিতর-দিয়ে,
কৃতিমুখর ধ্বননার
পরিচর্য্যী নৃত্যের মত । ২৭৮ ।

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ
অনুচর্য্যাপরায়ণ না হ'য়ে ওঠ,
উপচয়ী অনুশীলন-তৎপর না হ'য়ে ওঠ—
সুনিষ্পাদনী আবেগ-আগ্রহ নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
তুমি যোগ্যতায়

সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারবেই না কখনও,
তোমার ধী-অনুপ্রেরণা
বোধিদীপ্ত আবেগ নিয়ে
সুসংস্কৃত যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে
সমর্য্যাদা মহিমান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
আর, এই যোগ্যতায়
স্বতঃ-দীপ্ত হ'য়ে যদি না ওঠ,
সেবা-তৎপর না হ'য়ে
মানুষের অনুগ্রহ-ভিক্ষুই হ'তে হবে,
পরিবেশের পরিবেষণ
যেমনই হো'ক,—
আর যা'ই হো'ক,—
যোগ্যতা তোমাকে মর্য্যাদায়
অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারবে না,
কারণ, মানুষের জীবন-আকূতি,
আত্মপোষণী অনুরাগ
সেই দিকেই আনত হ'য়ে ওঠে,
যেখানে সে সেবানন্দিত হ'য়ে
সত্তায় সন্দীপ্ত ও সুপুষ্ট হ'তে পারে ;
তুমি যদি কেবলই
মানুষের অনুগ্রহ-ভিক্ষু হ'য়েই চল—
অনুচর্য্যী সেবা-নন্দনায় নন্দিত না ক'রে তা'দিগকে,
জীবন-দীপনায়
উদ্দীপ্ত না ক'রে তা'দিগকে,
সত্তায় সম্পুষ্ট না ক'রে তা'দিগকে,—
তুমি তাঁ'দের শোষকই হ'য়ে থাকবে,
তা'দের ক্ষয়ণ-সম্পদ হ'য়েই

চলতে হ'বে তোমাকে ;
সেবামুখী না হ'য়ে
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে বাধ্য হবে,
সেবা-নন্দিত
স্বাধীন হ'তে পারবে না তুমি,
মর্য্যাদার ডাক তোমাকে
যাগ-দীপ্ত ক'রে তুলবে না ;
তাই, শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
শ্রদ্ধোষিত সুকেন্দ্রিক নিয়মনায়
অনুচর্য্যী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
অনুশীলন কর,
নিষ্পন্নতায় মানুষের হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ সুনিষ্পন্নতা তোমাকে
যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তুলুক,
পরিবেশের ভরণ-তৎপর হ'য়ে
আত্মনির্ভরশীল হও ;
এমনতর যোগ্যতা-অভিদীপ্ত
আত্মনির্ভরশীলতাই হ'চ্ছে
বোধ ও ব্যক্তিত্বের সুসঙ্গত অন্বয়ী ঐশ্বর্য্য,
বর্দ্ধনার সনাতন পন্থা,
প্রসাদের পরম তর্পণা,—
যা' যোগ্যতার আত্মপ্রসাদে
মর্য্যাদায় প্রসাদ-নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই মানুষের পরম মর্য্যাদা,
সেবানন্দিত অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতাই
তাঁ'র হোমজ্যোতিঃ,
ঈশ্বরই যোগ্যতার যুত-সম্বেগ,

ঈশ্বরই ভরণ-প্রদীপ্ত আত্মনির্ভর,
ঈশ্বরই কল্যাণের কল্প-দীপনা । ২৭৯ ।

তোমার আদর্শ অন্বিত হ'য়ে
যা'রা সঙ্ঘভুক্ত বা পরিবারভুক্ত
তা'দের প্রতি সক্রিয় দরদী হ'য়ে
আপ্যায়নী অনুকম্পা নিয়ে
যেমনতর আচার-ব্যবহার করতে হয়—
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
তেমনি ক'রো ,
মনে রেখো—
তোমার পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের
সত্তাপোষণী প্রয়োজন ও পরিচর্য্যা হ'তে
ঐ পরিবারের জন্য
দৈনন্দিন সাধ্যমত
যেখানে যেমন করা উচিত,
তা' না-করাই
তোমার পক্ষে যেমন অশোভন ও অশ্রেয়,
অস্তিবৃদ্ধির ব্যতিক্রম-জনক অপরাধ,
তেমনি সঙ্ঘপরিবারের পক্ষেও কিন্তু তাই-ই,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
তা' না করাই
অস্তিবৃদ্ধির ব্যতিক্রমী অপরাধ ;
তাই, সাধ্য ও সঙ্গতিমত
যেখানে যেমন করা উচিত,—
আপদে বিপদে, সুখে, দুঃখে—
তা' করতে একটুকুও

সঙ্কুচিত হ'য়ে চ'লো না ;
আর, বিহিতভাবে এ ক'রে
যা' উদ্বৃত্ত থাকে তোমার
তা'ই তোমার আপদ-রক্ষণী পুঁজি ;
কিন্তু যা'রা তোমার আদর্শে শ্রদ্ধাবান্
বা জিজ্ঞাসু হ'য়ে
তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়
বা কোনপ্রকারে তোমাদের সঙ্গে
যা'দের সাক্ষাৎকার হয়,
তা'দের প্রতি লৌকিকতাপূর্ণ
বিনীত সৌজন্যের সহিত
ভদ্রতাব্যঞ্জক অনুবেদনা নিয়ে
বিহিত অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
যেখানে যেমন করণীয় তা' ক'রবে ;
তা'র ফলে, তোমার স্বীয় পরিবার
বা সঙ্ঘ-পরিবারের
পারিবেশিক সদনুচর্য্যী সেবানন্দনায়
সহজে অনুকম্পাশীল হ'য়ে উঠবে তা'রা
তোমাদের প্রতি ;
তোমাদের মধ্যে
যে-কেউই এমনতর করুক না কেন
তজ্জনিত প্রসাদ-প্রদীপনা
ছড়িয়ে প'ড়বে সবার উপর
অল্প বিস্তর,
এই আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
তোমার বর্দ্ধনাও গজিয়ে উঠবে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,

তোমাদের দৈনন্দিন জীবন-চলনা
অনেকখানি শুভ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
অনুচর্য্যাপরায়ণ সমর্থন,
সম্বেদনা,
সাহায্য
স্বতঃ-নন্দনায়
তোমাদের অল্প-বিস্তর
আলিঙ্গন করবেই কি করবে ;
এমনতর সহজ ও স্বাভাবিক চলনা হ'তে
তোমরা কখনও
বিচ্যুত হ'য়ে উঠো না ;
ঈশ্বর করুণাময়,
ঈশ্বর কৃপাপরবশ,
করণ-আরতির ভিতর-দিয়েই
তিনি অন্তরের শ্রদ্ধোষিত স্নেহল-মন্দিরে
স্নেহল চক্ষু নিয়ে
জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন,
ঈশ্বর কৃতার্থতার পরম-নন্দনা । ২৮০ ।

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাবিনায়িত আত্মনিয়মন
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তোমাকে আপূরিত ক'রে তুলুক ;
তোমার প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকেন—
তাঁ'র শ্রদ্ধা-বিনায়িত উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমাকে সমর্থ ব্যক্তিত্বে অন্বিত ক'রে
আত্মবিনায়নী যোগ্যতায়
জীয়ন্ত ক'রে তুলবে ;

তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা,
তদুপচয়ী কর্ম্ম ও করণীয়কে অবহেলা ক'রে,
তাঁ'র ভার সশ্রদ্ধ-অনুবেদনায় না নিয়ে,
শ্রদ্ধোষিত তদর্থী ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তায়
তদুপচয়ী কর্ম্মনিরত না হ'য়ে
তাঁ'কে তোমার আপূরণী, আপোষণী সংরক্ষণার জন্য
দায়ী করবে,
তাঁ'র ভার বা বোঝা হ'য়ে দাঁড়াবে,—
তা'র মানেই কিন্তু
তোমাকে ব্যর্থতায় সমাহিত ক'রে তোলা;
তাঁ'র ভার নিয়ে যদি সুখী হও,
ঐ ভার নেওয়ার ভিতর-দিয়েই যদি
আত্মপ্রসাদ অনুভব কর,
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
যে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক উপস্থিত হয়,
স্বস্তি-সন্দীপ্ত সুখে
তা'কে বিনায়িত ক'রে
যদি উপচয়ী ক'রতে পার তাঁ'কে—
জীবন-বিভবে,—
তবেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রাপ্তির কাঙ্গাল হ'য়ে থাকতে হবে না;
মনে রেখো—
তিনি তোমার
ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী ন'নকো
তুমিই তাঁ'র জন্য দায়ী
তাঁ'কে অনুসরণ করবার আছে,
অনুগ্রহ করবার তোমার কিছু নেই;

যা'র ভার নাও,
ঐ ভারের উপযুক্ত নিয়মনে
তা'র দ্বারা ভৃতই হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, ব্যর্থতার রৌরব-অবশায়ী হ'য়ে
এই জীবন কাটান ছাড়া
আর কোন পথই নাই,
তিনি তোমার দয়ী,
দায়ী ননকো ;
ঈশ্বর দয়াময়,
আর, তাঁ'র অনুসরণ ও অনুচর্য্যা
মানুষকে দয়াদীপ্ত ক'রে তোলে । ২৮১ ।

বেশ ক'রে স্মরণে রেখো—
জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে,
অন্ততঃ তোমার পরিবেশে
নিকটতম প্রতিবেশী যা'রা,
তা'দের কেউ আদর্শহীন,
অনুশীলন-বিহীন.
অর্চ্চনা-বিহীন,
অভাব-অনটনক্লিষ্ট,
অভুক্ত,
যোগ্যতাহারা.
পাপদুষ্ট,
দারিদ্র্যপীড়িত,
এক কথায় অশন বসনহারা,
বিধ্বস্তি-বিমর্দ্দিত—
ইত্যাকারে মরণপন্থী হ'য়ে না থাকে ;

যত যথাসম্ভব পার,
তোমার ধান্ধায় তুমি যেমন ফের,
তা'দের ধান্ধা নিয়ে
কৃতিতৎপর অনুবেদনায়
অনুকম্পী হ'য়ে দেখো—
কেমন ক'রে কা'কে কোন্ পথে
উৎকর্ষে বিনায়িত ক'রে
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলতে পার;
এক মুঠো অন্ন দিয়ে,
পরিধেয় দিয়ে,
কর্ম্মে নিযুক্ত ক'রে,
যা'কে যেমন সম্ভব
তেমনি ক'রেই তা'কে
সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষী ক'রে তুলতে
সচেষ্ট হও,
যথাসম্ভব হৃদ্য-অনুকম্পায়
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
তা'দিগকে স্বস্তির পথে নিয়োজিত কর;
তোমার খাওয়া-পরা হ'লো,
সুখে-স্বচ্ছন্দে রইলে.
তাহ'লেই যে তোমার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রইবে—
তা' কিন্তু নয়;
তোমার পরিবেশকে ভরসা দাও,
আশায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
কৃতিতৎপর ক'রে তোল,
তোমার অন্ন-বস্ত্র হ'তে

তা'দের একমুঠো অন্ন দাও,
একখানা বস্ত্র দাও,
আর, এমনতর যোগ্যতার
অধিকারী ক'রে তোল—
যা'তে অনায়াসেই তা'রা
তা'দের প্রয়োজনীয় যা'
তা' অর্জ্জন ক'রতে পারে ;
তুমি ভুক্ত থেকে
তা'রা যদি অভুক্ত থাকে,—
তোমার অন্ন
তোমার অর্ঘ্য
তোমার নৈবেদ্য
বাসুদেবকে নন্দিত ক'রে তুলতে
পারবে না কিন্তু ;
তা'দের অনুচর্য্যা কর,
বাসুদেব নন্দিত হ'য়ে উঠুন,
তোমার যোগ্যতার জয়জয়কার হো'ক ;
স্বস্তির পুষ্পবৃষ্টি
তোমাদের মঙ্গল-অভিযানকে
সার্থক ক'রে তুলুক । ২৮২ ।

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
ইষ্ট যিনি,
বা তোমার শ্রেয় গুরুজন যিনি,
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
একনিষ্ঠ অনুচর্য্যায়
যদি তাঁর স্বস্তি-সম্পাদন করতে চাও,

সেবানন্দিত ক'রতে চাও তাঁকে
তাহ'লে আগেই বুঝে নিও—
সেবা মানে হ'চ্ছে
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ,
তোমার সাধ্য-মতন
ঐ সুনিষ্ঠ উদ্দীপনা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে
এই দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে হবে—
স্বতঃ-স্বেচ্ছ অন্তর-উৎসেচনী
আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে
বিহিত তৎপরতায় ;
আবার, এই সেবা ক'রতে হ'লে
শুধু তাঁ'কে নিয়েই
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকলে চলবে না,
তাঁ'র সংরক্ষণা, সম্পোষণা ও সম্পূরণা তো
দেখতে হবেই,
তিনি যে অন্তর-উৎসারণায়
যা'দিগকে যেমনভাবে
পালন-পোষণ-প্রদীপনায়
পরিপোষণ বা প্রতিপালন করছেন—
তা'দের আপদে, বিপদে, দুঃখে-দৈন্যে
অভাবে-অনটনে
অনুশীলনী অনুপ্রেরণা দিয়ে
বাস্তবে হাত ধ'রে তুলে
যথোপযুক্ত যথাবিহিত
সাধ্যানুপাতিক সাহায্যে,—
তোমার তা'দিগকেও দেখতে হবে,

তা'তেও তৎপর হ'য়ে উঠতে হবে—
হৃষ্ট বাক্-ব্যবহার
ও উপচয়ী কর্ম্ম-তৎপরতা নিয়ে,
অনুচর্য্যী অনুক্রমণায়,
মাঙ্গলিক অসৎ-নিরোধী অভিযানে ;
তোমার এই তৎপরতা
ও সঙ্গতি-অন্বিত বিনায়নী বিবেচনা নিয়ে
তা'দের অন্তরে
ঐ শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ উন্মাদনা জাগিয়ে
তা'দের যোগ্যতা যা'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে
তা'রা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনুশীলনার প্রবর্ত্তনা ক'রে,
ঐ অনুশীলনায় উদ্দাম-উদ্যোগী ক'রে
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
তদর্থ-অনুদীপনায়
অন্বয়ী উৎসারণশীল ক'রে তুলতে হবে
তা'দের প্রত্যেককে,—
যা'র ফলে, তা'রা
তোমারই ঐ শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'কেই স্মরণ ক'রে
অন্তরে-বাহিরে সংরক্ষণ ক'রে
পালন ক'রে
পোষণ ক'রে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে—
একটু প্রীতি-প্রসন্ন ফুরফুরে হাসিমুখে ;

দরদী অনুচর্য্যা নিয়ে
এমনি ক'রে
প্রত্যেককে
প্রত্যেকের প্রতি ক'রে তুলতে হবে,
আর, প্রত্যেকে মিলে
যা'তে ঐ শ্রেয়-সঙ্গতিতে
সংন্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
উদাত্ত সংহতির অভিসারণায়,
পারস্পরিক সংরক্ষণ, সম্পূরণ ও সম্পোষণ-অনুদীপনায়,—
তা'তেই উদ্দাম ক'রে তুলতে হবে তা'দিগকে;
এই খুঁটিনাটি-সহ
আঘাত-ব্যাঘাতকে অতিক্রম ক'রে
তাঁ'র হৃদয়ে শুভ-স্বস্তিকে উৎসারণশীল ক'রে
ঐ প্রবৃত্তি-অনুবেদনা-সহ
যতই তাঁ'তে
তাঁ'র জীবন-চলনায়
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
তোমার জীবনেও
মূক অভিবাদনে
পরিস্থিতির প্রতিটি প্রতিধ্বনিতে
তোমার স্বস্তি
ধন্যবাদ-গীতি
ঐ প্রিয়পরমকে উপলক্ষ্য ক'রে
তাঁ'রই জীয়ন্ত বেদীতে
প্রাণের উৎসারণী নাদঘন ধ্বনন-দীপনায়
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে ততই;
মনে রেখো—

প্রতিটি খুঁটিনাটিতে
স্বাস্থ্যে, স্বস্তিতে
তাঁকে যতই
প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে—
সেবানিরত অনুদীপনায়,—
ঐ প্রদীপনা তোমাকেও
প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলবে ততই—
পূতবর্দ্ধনায়,
তাঁ'রই রাতুল চরণ-ছায়ায় ;
তাঁ'র অন্তর বুঝে,
চাহিদা বুঝে,
চলন বুঝে,
রকম বুঝে,
বলার অপেক্ষা না ক'রে
নিদেশের প্রতীক্ষায় না থেকে
যতই এগুলিকে
অন্বিত-সঙ্গতিতে
সার্থক-সৌকর্য্যে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী মাঙ্গলিক অভিদীপনায়
নিষ্পাদন করতে পারবে—
সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী
ধ্বননশীল অনুবেদনায়,—
তোমার ব্যক্তিত্বও
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে ততই ;
তোমার প্রতিটি কোষকণা
প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গী
সাম-সঙ্গীতে গেয়ে উঠবে—

'স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!'
'শান্তি। শান্তি। শান্তি।';
ঈশ্বরই পরম শান্তি,
ঈশ্বরই পরম স্বস্তি,
ঈশ্বরই জীবনের মাঙ্গলিক অভিযান,
বর্দ্ধনার অনুশ্রয়ী পরম অবদান,
ঈশ্বরই
কৃতার্থতার
বিধায়নী আশিস্-নির্ঝর ।২৮৩।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৮৩। যা' করনি, তা' পেতেও পার না।

৮৪। "আমি সুখী হলুম না" এই আপ্‌শোসের অন্তরালে আছে —তুমি কাউকে সুখী করনি।

৮৫। সেবায় বণিগ্‌বৃত্তি।

৮৬। স্বার্থ-পীড়িত উপকার শুভপ্রসূ হ'য়ে থাকে কমই।

৮৭। বাস্তব উপকার।

৮৮। অন্ধ অনুচর্য্যা।

৮৯। দানের কথা ব'ললে ভাল হয় কোথায়?

৯০। খোঁটামারা প্রীতি-অবদান।

৯১। দরদী মন নিয়ে দিও—আর দিয়ে খোঁটা দিও না।

৯২। না ক'রে পাওয়ার দাবী বিরক্তি ও বিরোধের আমন্ত্রক।

৯৩। পুণ্যপোষণী দানের তাৎপর্য্য।

৯৪। মানুষের অভাব-অভিযোগে যা'রা দেয় না, ধড়িবাজিই তা'দের পাবার একমাত্র পন্থা।

৯৫। স্বার্থ-পরিচর্য্যায় হৃদয় পাওয়া যায় না।

৯৬। ঔদার্য্যের ছদ্মবেশে অসৎকে প্রশ্রয় দিও না।

৯৭। শুধু লৌকিকতার ভান দেখিয়ে কর্ম্মহীন অনুকম্পার পরিণতি।

৯৮। যদি নিজের ভাল চাও, নিরাশী হ'য়ে মানুষের সেবা কর আগে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৯৯। ইষ্টহীন আত্মম্ভরি সেবা ধর্ম্ম-কৃষ্টি ও সংহতিঘাতী।

১০০। অপরের সদ্‌বাসনা পূরণ না ক'রলে নিজের প্রত্যাশারও পূরণ হয় না।

১০১। যা'রা পেয়ে ধন্য হয় না, তা'দেরকে দান তোমাকে অপকারে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে।

১০২। কোন্ সেবা তোমাকে প্রভৃত ক'রে তুলবে?

১০৩। সামর্থ্যসত্ত্বেও পরপ্রয়োজন উপেক্ষা ক'রলে নিজের যোগ্যতারই অপলাপ করা হবে।

১০৪। মানুষের সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় নিরত থাক।

১০৫। কা'রও প্রতি সহানুভূতিশীল না হ'লে—

১০৬। পালকের স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে অন্যের প্রতি দরদী সেবানুকম্পা দুর্ভাগ্যেরই আমন্ত্রক।

১০৭। কাউকে আশ্রয় দিতে হ'লে—

১০৮। যাঁ'র আশ্রয়ে আছ, তাঁ'র অবস্থা বিবেচনা ক'রে তোমার চিন্তাচলন নিয়ন্ত্রিত করো।

১০৯। আশ্রয় যে তোমার, তা'র স্বার্থ

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

কা'রো কাছ থেকে যদি কিছু নাও—

২১৭। দরদী অনুকম্পায় মানুষকে ভরপুর ক'রে তোল।

২১৮। ইষ্টস্বার্থবিরত হ'য়ে আত্মস্বার্থে মস্‌গুল হওয়া—কৃতঘ্নতা।

২১৯। সেবায় আপন ও পর।

২২০। মানুষকে ফুল্ল ও নন্দিত না ক'রে নিজে ফুল্ল ও নন্দিত হওয়ার দাবী ব্যর্থ ধিক্কারের আমন্ত্রক।

২২১ সার্থক ত্যাগ।

২২২। ঘৃণ্য তোমার কাছে কে?

২২৩। একস্বার্থী হ'য়ে অন্যের চর্য্যা ক'রো।

২২৪। পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য্য কেন?

২২৫। ইষ্টহীন নরনারায়ণ-সেবায় মূঢ়ত্ব।

২২৬। যাঁ'র উন্নতিতে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর ক'রছে, তাঁকে সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ক'রে তোল।

২২৭। শ্রেয় তোমার কাছে কল্পতরু হ'য়ে ওঠেন কখন?

২২৮। সাহায্যের প্রথম ও প্রধান পাত্র।

২২৯। ভাবালু সেবক।

২৩০। অশক্ত, মহৎ ও পুণ্য-প্রতিষ্ঠানে যোগদান ক'রেছে যা'রা, তাদের সেবা নিজের বর্দ্ধনার পথকেই সুপ্রশস্ত ক'রে তোলে।

২৩১। কা'রও কিছু না ক'রে পাওয়ার প্রত্যাশা ভূতুড়ে আত্মপ্রবঞ্চনা।

২৩২। প্রয়োজনে পরিচর্য্যায় সার্থকতা।

২৩৩। হিসেবহীন দানে বিপদ।

২৩৪। দেওয়া-হারা নেওয়া অশুভ।

২৩৫। অন্যকে দিয়ে সুখী কর, সুখী হবে নিজেও।

২৩৬। ক্ষমা কর কিন্তু ক্ষতি ক'রো না।

২৩৭। বিপর্য্যস্ত না হ'য়ে এমন চল যাতে দাঁড়াতে পার।

২৩৮। গোপনে কেউ কিছু তোমাকে ব'ললে।

২৩৯। তেমনি সেবাই করণীয়, যা' মানুষকে যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলে।

২৪০। প্রতিদানে উপকার না পেলেও উপকারে বিরত থেকো না।

২৪১। অপকৃষ্টের সেবায় বিশেষতঃ নারীদের লক্ষণীয়।

২৪২। পরিচর্য্যা করতে গেলেই—

২৪৩। তোমার গণ-সেবা সার্থক কখন?

২৪৪। লোককল্যাণব্রতী হও, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টানুগপন্থায়।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী			বাণী সংখ্যা

সূচী			বাণী সংখ্যা

সূচী			বাণী সংখ্যা

সূচী	বাণী সংখ্যা

সূচী			বাণী সংখ্যা
ভজনবিহীন ভক্তি	....	....	৬২
ভরসার সাথে সাহস	....	....	৪৪
মনে রেখো—সর্ব্বপ্রথমেই তুমি	....	....	১৩৬
মন্দির আর প্রার্থনা-গৃহ যা'দের	....	....	১৩৭
মহৎসেবার সময় পাও না	....	....	৭৬
মানুষকে দাও	....	....	১৮৬
মানুষকে দাও যা' সঙ্গতিতে কুলায়	....	....	৫৪
মানুষকে প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলির নিয়মনে	....	....	২৪৫
মানুষকে ফুল্ল ক'রে তুলতে পারবে না	....	....	২২০
মানুষকে যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্যমত	....	....	৭২
মানুষ বিরহ বা ঔদাসীন্যে কাতর হ'লেও	....	....	২০৫
মানুষ বেশী কিছু চায় না	....	....	১৯৭
মানুষের অসুখ-বিসুখ দুঃখ-কষ্টে	....	....	১৫০
মানুষের দুঃখ-কষ্টে, আপদে-বিপদে, দৈন্যে, দুরবস্থায়	....	....	২৪৬
মানুষের রকম-সকম দেখে	....	....	২১১
মানুষের সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় নিরত থাক	....	....	১০৪
মানুষের হৃদয় অর্জ্জন না ক'রে	....	....	৬৫
যখনই দেখছ তোমার আপদ-বিপদে	....	....	১৪৯
যতক্ষণ তুমি সুস্থ থাক	....	....	২৫৪
যতক্ষণ তোমার ইষ্টনিষ্ঠা	....	....	১২
যদি অর্জ্জী হ'তে চাও	....	....	১৮৩
যদি নিজের ভালই চাও	....	....	৯৮
যদি প্রয়োজনক্লিষ্ট হ'য়ে পেতে চাও	....	....	১৯০
যদি ভজন-নন্দনায়	....	....	৪৫
যদি সঙ্গতি থাকে	....	....	১৮৫
যদি সহানুভূতি-প্রবণই হও	....	....	৯৭

সূচী বাণী সংখ্যা

সূচী			বাণী সংখ্যা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ বাণী সংখ্যা অর্থ

অনুকম্পনা—২৩২=অনুকম্পা, সমতানের সক্রিয় ভাবস্পন্দন।

অনুক্রমী—২২৪=যথাযোগ্যভাবে চলৎশীল।

অনুক্রিয় তৎপরতা—২২৪=সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল যে তৎপরতা।

অনুধায়না—২৬৫=অনুধাবন ক'রে চলা।

অনুধ্যায়িতা—১২৭=অনুচিন্তনযুক্ত চলন ।

অনুধ্যায়িনী—১৬১=তদনুসারী চিন্তাযুক্ত।

অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যা—১০০=অনুধ্যানযুক্ত সেবা।

অনুবেদনা—১৫=অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

অনুশ্রয়ী—২২৪=আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

অনুসেবনী—২৭=অনুসরণপূর্ব্বক সেবা ও পোষণ-পরায়ণ।

অনুস্রোতা—২৬৬=অনুসরণপূর্ব্বক চলমান।

অন্তরাসী—৫৭=Interested, আগ্রহশীল।

অন্তর্দীপী—২৭৬=অন্তরে দীপ্তিমান।

অবধায়ন—১১৬=সম্যক অনুসরণ।

অভিজিৎ হবিঃর হবন-চর্য্যা—২৫৫=জয়মুখী উপকরণ ও উপচার-সমন্বিত সম্বর্দ্ধনী সেব
যজ্ঞের উপকরণ।

অভিব্যঞ্জনা—২৬৫=সাগ্রহ প্রকাশ।

অভিসারণা—১২৬=তন্মুখী চলন।

অর্জ্জী—১৮৩=অর্জ্জনকারী, উপায়কারী।

অর্থনা—১৮২=কোন-কিছু প্রাপ্তির জন্য যত্ন।

আধৃত—২৫১=সর্ব্বতোভাবে ধারণ-পোষণ করা হয় যা'কে।

আভৃত—২৫১=পরিপূরিত ও পরিপালিত।

উৎক্রমণী—১৯৩=উন্নতির পথে এগিয়ে চলে যা'।

উৎসর্জ্জনা—২০৬=বিস্তার-অভিমুখী সৃষ্টি।

শব্দ বাণী সংখ্যা অর্থ

উৎসারণা—১৩৩=বলপূর্ব্বক নির্গত হওয়া।

উদ্বাহী—২৪৪=উৎকৃষ্টের পথে নিয়ে চলে যা'।

উর্জ্জী—১৮৩=প্রাণবন্ত।

একায়নী—২৬৬=এক-এর পথে নিয়ে চলে যা'।

একায়িত—২৫১=একভাবে ভাবিত।

ঐশী-অভিদীপনা—১৯৪=ঈশ্বর-অভিমুখী দীপ্তি।

ঐশ্বর্য্য-অনুশায়না—১৯৫=ধারণ, পালন ও পোষণ করার প্রবণতা।

কল-দীপনা—২৭৯=চলমান দীপ্তি।

কলস্রোতা—২২৭=সম্বেগশালী চলমান প্রবাহযুক্ত।

কীলক-কেন্দ্র—২৪৪=মূল-সংযোগকেন্দ্র।

কুশল করণ-যজ্ঞ—১৬৩=মঙ্গলজনক কর্ম্মযজ্ঞ।

ক্রম-ক্রিয়তা—২৬৩=ক্রমপর্য্যায়ে সঞ্চারিত ক্রিয়াশীলতা।

ক্ষয়ণ—২৭৯=ক্ষয়কারী।

খিন্নী—১০৪=খিন্ন ক'রে তোলে যা'।

জিতি-অনুচলন—১৫২=জয়শীল অনুচলন।

তড়িত্তী—১৫০=তড়িৎ অর্থাৎ বিদ্যুতের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন।

তৃপণা—১১১=তৃপ্তি।

দন্মী—২৮১=রক্ষাকর্ত্তা।

ধুক্ষা—২৬৯=পীড়া, ক্লেশ।

নিদেশবাহিতা—২৫১=নিদেশ বহন ক'রে চলা।

নিস্তার-প্রগতি-দীপনা—১৩৮=নিস্তারের পথে নিয়ে চলেছে যে দীপ্তি।

পরিকর—১৪২=সবদিকে লক্ষ্য রেখে সেবা করে যে।

পরিচারী—৪০=বিশেষ সম্মানজনক।

পরিবেদনা—১২২=সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

পরিষেবণা—২৭৮=সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।

পাবক-প্রাণ—২৪৪=পবিত্র ক'রে তোলেন যিনি।

পৌরুষ-প্রবোধনা—২৪৬=পূরণ ও বর্দ্ধনের পথে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলার ক্রিয়া।

প্রপূরণী—২৪৬=প্রকৃষ্টরূপে পূরণ-পোষণ করে যা'।

শব্দ বাণী সংখ্যা অর্থ

প্রাণতা—২৬৮=জীবন-সম্বেগ।

বজায়ী প্রয়োজন—৮০=বেঁচে থাকার প্রয়োজন।

বজ্রাঙ্গবলী—২৭৫=বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় শরীরবিশিষ্ট এবং সেইজন্য বলবান।

বান্ধব-অনুশ্রয়ী—৪৩=বান্ধবতাকে আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

বিধায়নী—১৭২=বিহিত ধারণপোষণের পথ আছে যা'র মধ্যে।

বিব্রতি—১৫২=বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত ভাব।

বিভ্রমণ—১৪৭=বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী চলন।

বীক্ষণা—১৩৫=দর্শন, দেখা।

বৃদ্ধোপসেবন—১৭৮=বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানীদিগকে নিকটে থেকে সেবা করা।

বোধনা—৭১=বোধের জাগরণ।

বোধায়নী—১২৮=বোধের (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।

ভজন-নন্দনা—৪৫=সেবা ও অনুরাগের ভিতর দিয়ে পরিতৃপ্ত করা।

ভরণ-উদ্দীপনা—২৫১=ভরণপোষণের দীপ্তিময়ী ক্রিয়া।

ভৃতি-প্রেরণা—৪৭=ভরণপোষণ করার প্রেরণা।

মিত-চিন্তা—২৫৬=পরিমিত চিন্তা।

মিতি-চলন—৫৪=পরিমাপিত (measured) চলন।

মুখ্য-পরিষেবী—২৪৭=প্রধান সেবক।

ম্রিয়ল—২৪৪=মরণপন্থী, অবসাদগ্রস্ত।

রাতুল—২৮৩=রক্তাভ এবং পূর্ণসৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত।

রৌরব-অবশায়ী—২৮১=ভয়ঙ্কর নরকের প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন।

লওয়াজিমা—২৪৫=উপকরণ, উপাদান।

লোকহিতী—২০৪=লোকমঙ্গল-পরায়ণ।

শাতন-নিলয়—২১৩=শয়তানের আবাস।

শাতনী—২৬৭=শয়তানী, Satanic.

সংস্রবী—২৪১=সংস্রব-যুক্ত।

সত্তা-সংহিত—১৪৪=সত্তায় সম্যকপ্রকারে অবস্থিত।

সম্বেদনী সাম্য—২৭৮=সমীচীন বোধ-যুক্ত সাম্যচলন (balanced go)।

শব্দ বাণী সংখ্যা অর্থ

সম্ভ্রমী—৪০=সম্মানজনক।

সহানুভবতা—৩০=সমান বোধ নিয়ে অনুভব করা।

সাত্বত নিয়মনা—১১৯=জীবনীর রকমে নিয়ন্ত্রিত করা।

সাবুদ—১৭০=পাকা।

সুক্রিয়—১৬১=শুভ ক্রিয়াশীল।

সুভাষী—১৯৭=মঙ্গলকর কথা বলে যে।

সুসংক্রমণী—৩২=শুভকে সংক্রামিত করে যা'।

সুস্থি—১৩৮=ভাল থাকা।

সেবনা—২৩=সেবা করা।

স্বার্থ-প্রণোদী—১৩=স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে চলে যে।

হোম উৎসারণা—২৬৫=আহ্বানপূর্ব্বক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।